৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ৩১ আষাঢ় – ৫ শ্রাবণ, ১৪২৯ ঃ ১৬ জুলাই – ২২ জুলাই, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 38, 16 July - 22 July, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ফের বিপর্যয় অমরনাথে। হঠাৎই মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে নিখোঁজ ৪০

জন। দুর্গম তীর্থ অমরনাথে পৌঁছানোর আগেই প্রাণ গেল বেশ কয়েকজন পূণ্যার্থীর। উদ্ধার কাজে নেমেছে বিভিন্ন বাহিনী। উদ্ধার করা হয়েছে ১৩০ জনকে। জঙ্গিহানার হাত থেকে বাঁচতে সতর্কতা নেওয়া হলেও শেষ রক্ষা হল না। সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়েছে অমরনাথ যাত্রা।

রবিবার : পরিবারতন্ত্র ও কুশাসনের বিরুদ্ধে জনরোষে ফের

উত্তাল হল দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। মাহিন্দা রাজপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে পালিয়েছেন সপরিবারে। প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজপক্ষে পদত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিয়েও ছাড় পাননি। তিনিও রাস্তা খুঁজছেন দেশ ছেড়ে পালাবার।

সোমবার : জঙ্গলের উপর নির্ভর করে আদিবাসী জনজাতির জীবন

জীবিকা। জঙ্গল কাটতে গেলে তাই চাই তাদের অনুমতি। এতদিন এটাই ছিল আইন। সেই অরণ্যের অধিকার কেড়ে নিয়ে পাশ হল নতুন আইন। এখন শিল্প গড়তে অরণ্য দখলে নিতে হবে না অরণ্যবাসীর মতামত।

মঙ্গলবার : জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানে নতুন আইন

অনুযায়ী হার নির্ধারণ করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। উত্তরবঙ্গে জমি অধিগ্রহণের একটি মামলায় জমিদাতাদের হয়রানি আটকাতে এই নির্দেশ বলে জানা গিয়েছে। ক্ষতিপূরণের হিসাব দেখাতে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের।

বুধবার : রাজ্যের মানুষের কোভিড বিধিহীন জনজীবন দেখলে বোঝার

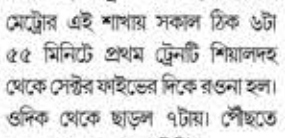

উপায় নেই। মেলা, খেলা, অনুষ্ঠান সবই চলছে। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্তারা কবুল করে নিয়েছেন বর্তমানের ক্রমবর্ধমান কোভিড সংক্রমণ করোনার আসলে চতুর্থ ঢেউই। বাড়ছে পজিটিভ রেট, বাড়ছে মৃত্যু।

বৃহস্পতিবার : দেশজুড়ে করোনার গতি ঊর্ধ্বমুখী। হেলদোল নেই মানুষের।

এবার তা সামাল দিতে সরকারি হাসপাতাল থেকে ১৮ বছরের উর্দ্ধে সকলকে বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ দেওয়ার ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। অবশ্য বেসরকারি হাসপাতাল থেকে নিতে হবে পয়সা দিয়েই।

শুক্রবার : নির্মাণে বিলম্বিত লয় ও উদ্বোধন বিতর্ক পেরিয়ে শুরু হল

শিয়ালদহ মেট্রোর যাত্রা। ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর এই শাখায় সকাল ঠিক ৬টা ৫৫ মিনিটে প্রথম ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে সেন্টার ফাইভের দিকে রওনা হল। ওদিক থেকে ছাড়ল ৭টায়। পৌঁছতে সময় লাগল মাত্র ২০ মিনিট।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভূমি দফতরে কাজের গতি শ্লথ

বজবজ–২নং ব্লকে ক্ষুব্ধ জনগণ

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সাব ডিভিশনের বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে কাজ খুব শ্লথ গতিতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন জনগণ। যে সমস্ত অভিযোগ উঠে আসছে – দীর্ঘদিন ধরে মিস কেসের সমাধান হচ্ছেনা। ডি রায়পুরে এবং বাওয়ালী মৌজার প্রচুর কেস জমে আছে। ডাটা বেসে অনেক মৌজার দাগ নম্বর নেই। বারে বারে দরখাস্ত করেও কোনও সমাধান হচ্ছে না মানুষের। দাগের ১৬ আনা মিল হচ্ছে না। ওয়ারিশন কেস খুব ধীর গতিতে হচ্ছে। এছাড়াও লাইসেন্স প্রাপ্ত ল ক্লার্করা জানাচ্ছেন তাদের বসার কোনো সরকারী জায়গা নেই। ব্লক ভূমি দফতরের ভবনটির অবস্থাও জরাজীর্ণ। বর্ষাকালে জল পড়ে

আলমারিতে থাকা নথি নাকি নষ্ট হচ্ছে। ব্লক ভূমি দফতরের কোনো সাইনবোর্ডও নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কামরা গ্রামের এক ব্যক্তি জানালেন, ২০১৫ সাল থেকে তিনি একটি মিস কেস নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করছেন, এখনও তা হয়ে ওঠেনি। বুড়ুল গ্রামের সমর মণ্ডল জানালেন, ২ বছর ধরে একটি কনভার্সেশন কেস নিয়ে ছুটোছুটি করছেন, কিন্তু এখনও সমাধান হয়নি। বজবজ–২ নম্বর ব্লক ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুপ্রিয়া ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থাকায় দফতরের অনেক আধিকারিককে ব্যস্ত থাকতে হয়, সেজন্য কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। মিস কেসের ব্যাপারটা ঠিক। তবে অন্যান্য কাজ হচ্ছে। তিনি বলেন, নতুন ভবন তৈরি হলে লাইসেন্স প্রাপ্ত মুহুরীদের বসার ব্যবস্থা হবে। তবে দালালদের ঠাঁই নেই। এই প্রসঙ্গে বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, দেখুন ওখানে কোনো ইউনিয়ন আছে বলে আমার জানা নেই। মানুষের কাজ সরকারি আধিকারিকরাই করবেন। তবে বিএলএলআরও যিনি আছেন ওনার স্ত্রী কঠিন রোগে আক্রান্ত, তাই উনি মানসিক ভাবে একটু সমস্যায় আছেন। তবে কাজ যে হচ্ছে না তা নয়। তবুও আমি বিষয়গুলো নিয়ে গুরুত্ব সহকারে সমাধানের জন্য বিএলএলআরও–কে বলব। ভূমি দফতরের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আপাতত ওই দফতরটিকে আমাদের ব্লক অফিসের সন্নিকটে সরিয়ে আনা হবে। এই প্রসঙ্গে বজবজ–২ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফরের আধিকারিক মিন্টু বালা বলেন, দেখুন আগে আমাদের দফতরে ১ জন আর ও ছিলেন, তার ফলে মিস কেস গুলো কিছু জমে গেছে। এখন ২ জন আর ও হয়েছেন, মিস কেস গুলো ধরা হয়েছে। কনভার্সেশনের ক্ষেত্রে ১ মাস একটু অসুবিধা ছিল, কারণ নতুন সফটওয়ার বসনো হয়েছে। তবে বর্তমানে কনভার্সেশন আপ টু ডেট আছে। অন্যান্য কাজ স্বাভাবিক চলছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ল ক্লার্কদের দফতরের সামনে বসার ব্যাপারে তিনি বলেন, দেখুন সরকারিভাবে বসার জন্য কোনো নির্দেশ নেই। সাধারণ মানুষ বাংলা সহায়ক কেন্দ্র থেকে পরিষেবা পেতে পারেন।

গুরু পূর্নিমার কোটালে ভোগান্তি

অরিজিৎ মন্ডল

গুরু পূর্নিমার কোটালেও রক্ষা পেলো না সুন্দরবনবাসী। পূর্ণিমার কোটাল ও সকাল থেকে টানা বৃষ্টির জেরে প্লাবিত সুন্দরন ও উপকূল এলাকার বেশ

বাঁধ দেখতে এসে ঘেরাও হলেন মন্ত্রী

কয়েকটি জায়গায়। নদী ও সমুদ্রে জলস্ফীতির কারণে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকতে শুরু করে এলাকায়। জলস্ফীতির জেরে বাঁধ উপচেও জল ঢুকে প্লাবিত হয় এলাকায়। সাগরদ্বীপের বঙ্কিমনগর–১ নাম্বর কলোনির কাছে প্রায় ২০০ মিটার নদী বাঁধ তলিয়ে যায় নদীগর্ভে। মহিষমারি এলাকাতেও নদী বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বোটখালি এলাকায় মুড়িগঙ্গা নদীর বাঁধ উপচে নোনা জল ঢুকতে শুরু করে এলাকায়। তবে স্থানীয় প্রশাসন ও সেচ দফতরে পক্ষ থেকে দ্রুত বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করা হয়।

বৃহস্পতিবার বঙ্গোপসাগরে জলস্ফীতির জেরে নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জের হাতিকর্নার ও দাসকর্নার এলাকার বেশ কিছু অংশ প্লাবিত হয়। ঈশ্বরীপুর পঞ্চায়েত এলাকায় হাতানিয়া– দোয়ানিয়া নদীর মাটির বাঁধে বড়সড় ফাটল দেখা দেয়। জোয়ারের সময় জলও ঢুকছে এলাকায়। লোকালয়ে জল ঢোকা আটকাতে স্থানীয় বাসিন্দারা মাটির বস্তা ফেলে জল আটকানোর চেষ্টা চালান। কিন্তু দুশো মিটার নদী বাঁধের অবস্থা বেহাল। দুর্বল সেই বাঁধ ভাঙার আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দারা। আমফানের পর সেচ দফতর এই বাঁধ মেরামতও করে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পরে আবার বেহাল হয়ে পড়ে সেই বাঁধ।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাই বাই ইন্সিওরেন্স

স্বাস্থ্যসাথীর স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুরু হয়েছিল বিমা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে। ইন্সিওরেন্স মোডেই দেওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্যসাথী–র কার্ড। কথা ছিল সরকার দেবে প্রিমিয়াম, বিমা সংস্থা যোগাবে চিকিৎসার খরচ। তখন স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা নির্দিষ্ট ছিল সমাজের কিছু অংশের মানুষের জন্য। পাশাপাশি এলো কেন্দ্রীয় সরকারের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত'। জন্ম হল মানুষকে চিকিৎসা সুবিধা দিতে রাজনৈতিক আকচাআকচি। মানুষ বুঝতেই পারল না জোড়া চিকিৎসা সুবিধা থাকলে ক্ষতি কি? বোঝার আগেই পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের নেক নজরে পড়ে এ রাজ্য থেকে পাততাড়ি গোটালো কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত। আরও জোরদার হল স্বাস্থ্যসাথী। উপভোক্তা পরিধি বাড়তে বাড়তে এখন যে কোনও নাগরিক চাইলেই স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পেতে পারেন। সরকারি হিসাব বলছে রাজ্যে এখন উপভোক্তা পরিবারের সংখ্যা প্রায় দু'কোটি বত্রিশ লক্ষ। এই প্রকল্পে আয়ের কোন উর্ধ্বসীমা রাখেনি রাজ্য। ফলে ক্লেমের পরিমাণ এত বাড়ছে যে বেঁকে বসেছে বিমা কোম্পানি। তাদের দাবি বাড়ানো হোক প্রিমিয়াম। এই দাবি সরকারি কোষাগারে চাপ দিতেই বদলালো সিদ্ধান্ত। রাজ্য সরকার আর স্বাস্থ্যসাথীতে বিমা সংস্থার কিস্তির বিপুল টাকা গুনতে চাইছে না। এই প্রকল্প থেকে বিমা সংস্থাকে পাকাপাকিভাবে বাদ দিয়ে চালু করা হবে শুধুই অ্যাশিওরেন্স মোড। এখন থেকে রোগীর চিকিৎসা বাবদ হাসপাতালের প্রাপ্য টাকা সরাসরি

মিটিয়ে দেবে সরকারই। এতদিন অ্যাশিওরেন্স ও ইনসিওরেন্স দুটি মোড চালু থাকলেও এবার থেকে শুধুই অ্যাশিওরেন্স। বাই বাই ইনসিওরেন্স।

সরকার বলছে এই সিদ্ধান্তে সুবিধাই হবে মানুষের। স্বাস্থ্যসচিব বলেন, এই প্রকল্পে আর কোনও বিমা সংস্থা থাকছে না। তাতে বেসরকারি হাসপাতালের টাকাও আর বেশি দিন ধরে বকেয়া থাকবে না। স্বাস্থ্যসাথী থেকে বিদায় নেবে বকেয়ার দাবি আর দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ। রোগীকে অস্ত্রপচারের জন্য ভর্তি করার আগে এতদিন বিমা সংস্থার অনুমোদনের জন্য যে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হত, সেটাও করতে হবে না। এখন ইনসিওরেন্স মোডে ৭০ লক্ষ পরিবারের জন্য বছরে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার কিস্তি মেটাতে হয়। পাশাপাশি অ্যাশিওরেন্স মোডে এক কোটি ৭০ লক্ষ পরিবারের জন্য বছরে খরচ হয় ১৮০০ কোটি টাকা। সরকারের দাবি, অযথা কিস্তির অতিরিক্ত টাকা আর গুনতে হবে না সরকারকে। অবশ্য বেসরকারি হাসপাতালগুলি সরকারের সঙ্গে একমত হয়ে চিন্তামুক্ত হতে পারছে না। দুর্ভাবনা তাদের রয়েই যাচ্ছে কারণ এখনই চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির কাছে বকেয়া রয়েছে কোটি কোটি টাকা। তার উপর অজস্র প্রকল্পের জেরে অর্থ সংকটে সরকার জেরবার। সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহকারীদেরই টাকা বাকি রয়েছে মাসের পর মাস। 'শ্যাডো ফান্ড' দিয়ে কোনও রকমে কাজ চালানো হচ্ছে। তার উপর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দামি বেড ভাড়ার উপর জিএসটি বসাচ্ছে কেন্দ্র। খরচ এতে আরও বাড়বে। বেসরকারি ক্ষেত্রেও সরকারের বরাদ্দ এমন হলে চরম আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়বে বলে বেসরকারি হাসপাতালগুলির আশঙ্কা। সব মিলিয়ে রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রকল্প স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে দুর্ভাবনা মোটেই কাটছে না।

মানকুণ্ডু পশু হাসপাতালের অবস্থা খারাপ

মলয় সুর

চন্দননগর পুর নিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে মানকুণ্ডু স্টেশনের পশ্চিমদিকে দিল্লি রোডের কাছে প্রায় সাড়ে চার একর জায়গা জুড়ে রয়েছে এই পশু হাসপাতাল। আটের দশকের সময় এটি গড়ে ওঠে। ২০০১ সাল পর্যন্ত পরিষেবা ভালই ছিল। এরপরই কর্মীর অভাবে নিয়োগ না হওয়ার দরুণ প্রচণ্ড সমস্যা সৃষ্টি হয়। আগে কর্মীরা হাসপাতালের ভিতর কোয়ার্টারে থাকতেন। এখন সেই উপায় নেই। বিকাশ মঞ্চ শাখার সাধারণ সম্পাদক রবি সামন্ত জানালেন, হাসপাতাল এখন ভগ্নদশায় পরিত্যক্ত একটি ভূতুরে বাড়ি। মূল ফটকের কাছে আগাছা জঙ্গলে ভরে গেছে। যেমন মশা জন্ম নিচ্ছে, তেমন বিষধর সাপের উপদ্রবও চোখে পড়ছে। আগে হাসপাতালে সর্বক্ষণ চিকিৎসক থাকতেন। দিন রাত পোষ্যদের চিকিৎসা মিলত। এখন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত দিনের নির্দিষ্ট সময় বাদে পরিষেবা পাওয়া যায় না। প্রশাসনিক উদাসনীতায় হাসপাতালটিতে পশুদের পরিষেবা ঠিক মতো হয় না। সূত্রের খবর, বর্তমানে এখানে একজন চিকিৎসক মৌমিতা বিশ্বাস রয়েছেন। একজন সহকারী ও একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী আছেন। এই তিনজনকে দিয়েই কোনওরকমে চলছে প্রাণীদের চিকিৎসা। বহুদূর দূরান্ত থেকে জীবজন্তুদের নিয়ে লোকেরা আসেন। কিন্তু চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। আধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জাম নেই। সব মিলিয়ে মানকুণ্ডু পশু হাসপাতালের পরিকাঠামোর অভাবে বেহাল হাসপাতাল। স্থানীয় বাসিন্দা তপন গুঁই বলেন, এলাকাতে সব বাড়িতেই হাঁস–মুরগী, গরু–ছাগল আছে জীবিকার কারণে। জীবজন্তুরা অসুস্থ হলে ওষুধ বা ইনজেকশন পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে চড়া দামে কিনতে হয়। জলের কল, আলো সব খারাপ হয়ে পড়ে আছে। অবিলম্বে অবহেলিত হাসপাতালটির সংস্কার করা জরুরি।

জেলা আদালতের হাল বেহাল

কল্যাণ রায়চৌধুরী

অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলা ভাগ হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এই দুটি পৃথক জেলা গঠিত হয়। পৃথক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ জেলা হিসেবে উত্তর চব্বিশ পরগনার সূচনার পর প্রায় সাড়ে তিন দশক অতিক্রান্ত হতে চললেও জেলার

উত্তর ২৪ পরগনা

বিচার ব্যবস্থার অবস্থা এখনও যথেষ্ট বেহাল। তার উপর কোভিড পরিস্থিতিতে প্রায় বছর দুই লক ডাউনের কারণে তা আরও গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো হয়ে উঠেছে। প্রায় ৪ হজার ৯৪ বর্গ কিমি আয়তন বিশিষ্ট এই জেলার ২০১১–এর আদম সুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৯ হাজার ৭২১। এবং ২ হাজার ৪০০ বর্গ কিমি জনঘনত্ব। এহেন জনঘনত্ব ও জনসংখ্যা বিশিষ্ট জেলা আদালতে কর্ম বিরতি বিচারপ্রার্থীদের কাছে যেন, মরার উপর খাঁড়ার ঘা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা আদালত সংক্রান্ত বিভিন্ন অব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেলা আদালতের সমস্ত আইনজীবীরা সাত দফা দাবি নিয়ে গত ৬ জুলাই বুধবার থেকে আন্দোলন ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেমেছেন। আর এজন্য বিপদে পড়েছেন বিচার প্রার্থীরা। এ প্রসঙ্গে বারাসতের জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী তারক মুখোপাধ্যায় বলেন, '১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে জেলা ভাগ হয়। অর্থাৎ উত্তর চব্বিশ পরগণা পৃথক জেলা হিসেবে জন্মলাভ করে। আর আমরা পূর্ণ রূপে বা পৃথক পর্যায়ে জেলা ও দায়রা বিচারক জেলায় ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে। অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর পরে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিদায় আষাঢ়, তবু মৌসুমী এল না ঘরে

ওঙ্কার মিত্র

একুশ আর বাইশ–এ বিস্তর তফাত। গত বছর বর্ষা এসেছিল রুদ্র রূপ ধরে, সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়ার সাইক্লোনের ভ্রূকুটি। অতিবৃষ্টির প্লাবন আর উত্তাল নদী–সমুদ্রের নোনা জলে ভরেছিল বাংলার ক্ষেত খামার। ফসল যেটুকু হয়েছিল তাও পচে পাঁক। দু–একটি জেলার সুবাদে বাংলা বেঁচেছে কোনওরকমে খেয়ে পরে। বাকিটা চলেছে অন্য রাজ্যের ভাণ্ডারে ভরসা রেখে। এসব গন্ডগোলের মাঝে মৌসুমী তার রোম্যান্টিক বর্ষা নিয়ে সেবার ঢুকতে সুযোগই পায়নি বাংলায়। আকাশ জোড়া কালো মেঘ, ঝমঝম–ঝিরিঝিরি বর্ষার রাবীন্দ্রিক ছন্দ মিস করেছে বাঙালি।

অপেক্ষা ছিল বাইশের। এবার আষাঢ় পেরিয়ে শ্রাবণ পড়ল, জুন গড়িয়ে জুলাই, তবুও বাংলায় ফিরল না বর্ষারাণী মৌসুমী। এবার তো ঝড়–ঝঞ্ঝার বাধা নেই, তবু সে মুখ ফিরিয়ে রইল কেন? যিনি উত্তর দেবেন আবহাওয়া দফতরের সেই অধিকর্তা গণেশবাবু নিজেই হতাশ। বলছেন, 'এমন দুর্বল বর্ষাই চলবে গাঙ্গেয় বঙ্গে।' তবে ওড়িশা উপকূলে একটি নিম্নচাপের খবর শুনে অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলেন তারা– এবার বুঝি হাজির হল বর্ষারাণী। কিন্তু সে আশায় জল ঢালতে হয়েছে নিজেদেরই। নিম্নচাপটি দক্ষিণ পশ্চিম ওড়িশার ওপরে রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখাও। তাই ওড়িশা এবং মধ্য ভারতের একাংশে জোরালো বর্ষা মিলবে। বাদ যাবে শুধু বাংলার মাটি। মৌসম ভবনের হিসাবে ১ জুন থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত গাঙ্গেয় বঙ্গে বর্ষার ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪৭ শতাংশ।

চলতি আষাঢ়ে বাংলার আকাশ

মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে উত্তরবঙ্গে বর্ষা ছিল ৬০ শতাংশ উদ্বৃত্ত। সেটিও এখন ১৪ শতাংশে ঠেকেছে। উত্তরবঙ্গে এখন চলছে গরমের দাপট। গণেশবাবুদের চিন্তা এমন দুর্বল বর্ষা চলতে থাকলে বাংলায় বর্ষার ঘাটতি আরও বাড়বে।

গণেশবাবুদের বলি, এসব নিয়ে ভেবে ভেবে চিন্তায় শরীর খারাপ করবেন না। আশে পাশে শিউলি গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, শরতের শিউলি ফুটতে শুরু করেছে। নীল আকাশ আর কাঁচা রোদে কেমন যেন পুজো পুজো গন্ধ। অর্থাৎ তার নৈবেদ্যর ডালি সাজিয়ে বাংলার প্রকৃতিতে প্রায় এসে গিয়েছে শরৎ। রোদ–বৃষ্টির ভেজা মাটি থেকে শারদ আগমনীর গন্ধ ছড়াচ্ছে। অর্থাৎ গ্রীষ্মের পরে বাংলায় শরতের আগমন। মাঝখানে বর্ষা 'ডিলিট'।

এসব জটিল বাস্তব ভেবে মাথা চুলকিয়ে লাভ নেই গণেশবাবু। বরং পুরোনো আলিপুর বার্তায় চোখ বুলিয়ে ভৌগোলিক প্রয়াত প্রফেসর কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলো পড়ুন, যেগুলি বর্তমানে এক ভবিষ্যত দ্রষ্টার মহার্ঘ দলিল হিসাবে আলিপুর বার্তার আর্কাইভে সঞ্চিত আছে। পড়ে দেখুন, কাশীবাবু নির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন, থর মরুতে সবুজায়নের সরকারি প্রয়াস মৌসুমীর গতিপথ পাল্টে দেবে। এলোমেলো হয়ে যাবে সুজলা–সুফলা, শস্যশ্যামলা ভারতের চেনা আবহাওয়া। তিনি বলেছিলেন, মৌসুমীকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভারতভূমে টেনে আনে থর মরুতে তীব্র তাপের ফলে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপ। আজ ভারতের আবহাওয়ায় যা যা ঘটছে তা এক সফল জ্যোতিষীর মতো একের পর এক লিখে গিয়েছেন কাশীবাবু। কিন্তু সেই প্রবাদের অনুরণন, 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। আপনারা সরকারি পদের গরিমায় গর্বিত আবহাওয়াবিদরা রাজনীতিকদের কথায় সুর মিলিয়ে পাত্তাই দেননি কাশীবাবুর তত্ত্বগুলোকে। তাঁর কথাগুলি একবার খতিয়ে দেখার প্রয়োজনও বোধ করেননি আপনারা। আজ আর চিন্তা করে, মাথার চুল ছিঁড়ে লাভ কি। আজও আপনারা বদলান নি। এখনও বছরের শেষে বর্ষার মোট পরিমাণ হিসাব করে টক জলের ঢেকুর তোলেন। ভাবেন বালিতে মুখ গুঁজে থাকলে কেউ আপনাদের দেখতে পাচ্ছে না। বর্ষা মানে প্লাবন নয়, হালকা বৃষ্টির ঘাটতি নয়। বর্ষা তার নিজস্ব ছন্দে আমাদের মুখে গ্রাস তুলে দেয়। বছরের শেষে জলের পরিমাণ দেখে হিসাব কষলে হয় না।

এভাবেই ভারতবর্ষে বহু ভ্রান্ত পরিকল্পনা রাজনীতিক ও আমলাদের যুগলবন্দীতে রচিত হয়েছে যা ভবিষ্যত ভারতবাসীকে বিপদের সম্মুখীন করেছে। মারেছে ভারতবাসী, নেতা–আমলারা গুছিয়ে নিয়ে বহাল তবিয়তে দিন কাটাচ্ছে। বর্ষা নিয়েও ঠিক একই জিনিস চলছে। সরকার বর্ষা চুরি করেছে বললে অনেকেই চমকে যাবেন বটে– আসলে কিন্তু সেটাই সত্যি।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, 38, 16 July - 22 July, 2022

কারেকশন ইজ ওভার?

অর্থনীতি

পার্থসারথি গুহ

একটা ছোট মোচড় কী ফের দেখতে চলেছে অর্থ বাজার। অন্তত বর্ষার টগবগে মরসুমে একাধারে কড়া রোদ্দুর আর অন্যদিকে বৃষ্টির সংমিশ্রণে এমন একটা মনোভাব বেশ ভালোভাবেই সঞ্চারিত হতে শুরু করল শেয়ার বাজারে। মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন ইতিমধ্যেই প্রায় মাসখানেক হল ১৫ হাজারের কাছে পাকাপোক্ত সংসার জমিয়ে বসে গিয়েছে নিফটি। অর্থাৎ সাড়ে ১৮ হাজার থেকে পড়তে পড়তে বেস বিল্ডিং হচ্ছে এই জায়গায়। এর আগে ১৬ হাজারের ওপরেও বেশ কিছুদিন মৌতাতে কাটিয়ে দিয়েছে সে। পরিসংখ্যানের দিক থেকে সেটাও বেশ কিছুদিন হল তো বটেই। অর্থাৎ আবহ সবদিক থেকেই তৈরি নবোদ্যমে বুল বাজারকে সাদরে সম্বর্ধনা জানানোর। আর বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর এই মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর বলে দিতে হবে না। হবেও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে কিছু দাঁত বসাতে পারবেন না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার আর খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না।

এর ফলে হচ্ছেটা কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছ। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ২৪ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর

ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। আর যেটা সবার আগে প্রয়োজন সেটা হল ধৈর্য্য ধরা। যার ফলে সহজেই উদ্ধার হওয়া যায় যাবতীয় সঙ্কটজনক জায়গা থেকে। বিশেষ করে যাঁরা শেয়ার কেনার পর দাম বাড়ছে না বলে আপশোস করেন তাঁদের জন্য এটাই থিম হওয়া উচিত, সবুর কা ফল মিঠা হোতা হ্যায়।

শেয়ার বাজার যখন তার সর্বোচ্চ অবস্থানে দাঁড়িয়ে তখন বেশ কিছু কাউন্টার (আইটি, এফএমসিজি–সহ) কিন্তু অনেকটাই নিচু জায়গা তথা খারাপ অবস্থা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তখন এদের মধ্যে যারা পরিচিত শেয়ার তারা নিশ্চিতভাবে কেনার অবস্থায় চলে এসেছে। সত্যি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে মনে হয় আপনার কিনতে ইচ্ছে করছে তাহলে কোনওদিকে না তাকিয়ে অপরিহার্য শেয়ারগুলি কিনে ফেলা উচিত। কারণ এমন দামে এইসব শেয়ার আর নাও পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে এখনই কী নিচের দামে চলে আসা ভালো কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেলা উচিত? এক্ষেত্রে উত্তর হল এখন যদি আপনার ২০০ শেয়ার কেনার অবস্থা থেকে তো এই জায়গায় অন্তত ১০০ টা কিনে ফেলতেই পারেন। তাহলে বাকিটা কবে কিনবেন? সেটারও উত্তর হাতের সামনে রয়েছে। টার্গেটে থাকা বাকি কাউন্টার কিনুন ফের একটা কারেকশন সংঘটিত হওয়ার পর।

হ্যাঁ, এই কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছে। ১৬ হাজারের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। এবার ১৫ হাজার ভাঙবে কিনা এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১৭ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়।

উত্তরের আঙিনায়

টিকিট কাটা নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : এনবিএসটিসির শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িগামী বাসে ওঠার সময় কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে ওঠা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই ঘটনায় জলপাইগুড়ি শহরের নিত্যযাত্রীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। বাস্তবে টিকিটের টাকার প্রকৃত হিসেব রাখতেই এই ব্যবস্থা চালু করেছে এনবিএসটিসি। শীঘ্রই জলপাইগুড়ির নেতাজি পাড়ার ডিপোতেও টিকিট কাউন্টার চালু করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, অনেক সময় কোনও যাত্রী কম ভাড়া দিয়ে টিকিট নেন না। এতে বাস কনডাক্টরের লাভ। কারণ এইরকম

অনেক ভাড়ার হিসেব তাঁদের দিতে হয় না। অনেক দাঁড়িয়ে থাকা প্যাসেঞ্জারের থেকেও কম ভাড়া নিয়ে টিকিট না দেওয়ার অভিযোগ পেয়েছে একাধিক সরকারি ডিপো। এছাড়া, জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি, মালবাজার ও হলদিবাড়ি রুটে প্রতিদিন সরকারি বাস চলাচল করে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই সমস্ত চলাচল করে এই বাস। কীভাবে এই বাসের টিকিট চলে যাচ্ছে সেটা দেখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আধিকারিকদের। দুপক্ষেরই অভিযোগ একে অন্যের বিরুদ্ধে,যাত্রীদের কথাও ফেলতে পারছে না এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ।

শতাব্দীর বর্ষপূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ থেকে দশ বছর আগে বহু আড়ম্বরের মধ্যে দিয়ে চালু হয়েছিলো এনজেপি হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস। আজ সকালে এবং গতকাল এনজেপি ষ্টেশনে শতাব্দী এক্সপ্রেসকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুললেন ষ্টেশন মাষ্টার থেকে আরম্ভ করে গার্ড, রেলের সুইপারেরা। শতাব্দী এক্সপ্রেসকে সাজিয়ে তুলে পুজো করলেন ষ্টেশন মাষ্টার সহ রেলের প্রতিটি কর্মী। সকালে কেক কাটলেন এনজেপির ষ্টেশন মাষ্টার

বি এর জৈন। তিনি বলেন, আমরা এনজেপি ষ্টেশনের প্রত্যেক কর্মী থেকে হকার সবাই মিলে আজ পালন করলেন শতাব্দী এক্সপ্রেসের দশম বর্ষ। এদিন কেক কেটে এই দিনটিকে পালন করলেন রেলের সমস্ত কর্মীরা এবং যাত্রীরা। পরে ট্রেন ছাড়ার সাথেসাথে একটি বিশাল আয়তনের কেক পাঠিয়ে দেওয়া হয় হাওড়া রেলওয়ের কর্মীদের উদ্দেশ্যে। শতাব্দী এক্সপ্রেসের দীর্ঘায়ু কামনা করে এই ট্রেনের যাত্রীরা ট্রেনে ওঠেন। এনজেপি রেলের ষ্টেশন মাষ্টার জানান, আরো কম সময় নিয়ে যাতে এই ট্রেনটি কলকাতা পৌঁছতে পারে সেটা ভেবে দেখা হচ্ছে।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙল পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়াস্থিত নার্সিং হোমের বাকি অবৈধ অংশ ভেঙে দিল পুরসভা গতকাল রাতে। পুরসভার বক্তব্য, নার্সিং হোমের বেশ কিছু অংশে বেআইনিভাবে নির্মিত হয়েছিল। শেষে হাইকোর্টের নির্দেশে তাদেরকে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে হয়েছে। শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ার পাকুড়তলা মোড় লাগোয়া সেই নার্সিংহোমে অবৈধভাবে ঘর ও টিনের শেড তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই নির্মাণের জন্য পুরসভা থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি বা

প্ল্যান পাশ করানো হয়নি। বহুদিন থেকে শিলিগুড়ি পুরসভা বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু করে। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে নোটিশও দেওয়া হয়। পরে বিষয়টি চলে যায় হাইকোর্টে। শেষমেষ হাইকোর্ট পুরসভাকে ওই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে নার্সিংহোমে হাজির হন পুরসভার কর্মীরা। এরপর নার্সিংহোমের কিছু অংশ ভেঙে দেয়। এর পরে আজ সকালেও পুরসভার কর্মীরা এসে বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ভাঙতে শুরু করে দেয়। আজ সকালেও তারা রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে দেয়।

পোশাক নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কথা ছিল এপ্রিল মাসের মধ্যেই চলে আসবে ইউনিফর্ম। কিন্তু বর্তমানে জুলাইয়ের মাঝামাঝি। এখনও স্কুলড্রেস পড়তে পারল না ছাত্রছাত্রীরা। বিশেষ করে সমস্যায় পড়েছে যারা নতুন ভর্তি হয়েছে। স্কুলের বাচ্চাদের ইউনিফর্ম দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের তরফে গত মার্চ মাসে রাজ্যের সমস্ত জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল। তবে এখনও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির কোনও স্কুলের বাচ্চারাই এবারের ইউনিফর্ম পায়নি। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) কানাইলাল দে বলেন, আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে। আমরা তা

বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এসআইরা ওয়ার্ক অর্ডার করে দিয়েছেন। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডলের কথায়, আগে যে নির্দেশ ছিল, সেই শিডিউল অনুযায়ী স্কুলে পোশাক এসে এখনও পৌঁছায়নি। শিলিগুড়ির বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) প্রাণতোষ মাইতিও একই কথা বলেন।

রাজ্য সরকার প্রি–প্রাইমারি থেকে অষ্টম শ্রেণির বাচ্চাদের দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলের দুই সেট করে পোশাক দিয়ে আসছে। এতে গ্রামের স্কুলগুলির দুঃস্থ বাচ্চারা উপকৃত হচ্ছে। অভিভাবকদেরও সুবিধা। কোচবিহার জেলায় ১৮৫৩টি প্রাথমিক স্কুল, ২৫০টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, ২৩টি মাদ্রাসা ও ২৭০টির মত সক্রিয় আপার প্রাইমারি স্কুল রয়েছে। সবমিলিয়ে জেলায় ৪ লক্ষাধিক বাচ্চা স্কুলের পোশাক পায়।

বেআইনী কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবৈধ কাঠ উদ্ধারে সাফল্য পেল আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জ। সোমবার রাতে কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের রেঞ্জার উত্তম কুমার সরকারের নেতৃত্বে কুমারগ্রামের হেমাগুড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয় একটি মারুতি ভ্যান সহ সেগুন কাঠ। কাঠগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক টাকা।। ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। কয়েক কিলোমিটার পিছু ধাওয়া করে ধরা হয় কাঠ বোঝাই গাড়িটিকে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বনকর্মীরা।

জানা গিয়েছে এদিন বনকর্মীরা এবং এসএসবি যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পায়। প্রায়ই পাচার হচ্ছে কাঠ, এই অভিযোগ করছেন স্থানীয় মানুষ। তাদের

অভিযোগ মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের দিয়ে এই কাজ করানো হচ্ছে। এই কাজের জন্য তারা ঠিক করছে এলাকার বেকার যুবকদেরও। এছারা কম বয়সি ছেলেদের দামি মোবাইলের লোভ দেখিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে তারা। এলাকার মানুষ দাবি করেছেন এই সব ছেলেমেয়েদের অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত করাচ্ছেন এলাকার কিছু রাজনৈতিক দলের নেতা। মূলত তাদের আস্কারাতেই এই কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষের।

অমরনাথে দুঃসাহসী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি থেকে এগারো সদস্যের প্রতিনিধিদল শিলিগুড়ি থেকে আজ অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। শিলিগুড়ির বাসিন্দা সোমনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এগারো জনের একটি দল অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। প্রত্যেকেই শিলিগুড়ির বাসিন্দা,কারো বাড়ি কলেজ পাড়ায়, কারো বাড়ি হাকিমপাড়াতে, কেউ ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষিকা আবার কেউ ক্রিকেটার, এদের মধ্যে সরকারি স্কুল শিক্ষিকাও আছেন। আজ দুপুরে তারা রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। প্রত্যেকেই জানালেন এটা তাদের প্রথমবারের জন্য অমরনাথ যাত্রা। তাই প্রত্যেকেই প্রচণ্ডভাবে আগ্রহী। এদের মধ্যে তুলিকা রায়চৌধুরী

একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষিকা। জানালেন স্কুল ছুটি নিয়ে যাচ্ছি। একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে। আশাকরি জীবনের সমস্ত আনন্দ এবারে আমরা পাব অমরনাথ যাত্রার মধ্যে। শিলিগুড়ির এবারে তারাই প্রথম দল যারা অমরনাথ যাচ্ছেন। জানালেন তুলিকা রায়চৌধুরী। আমার বাড়িতে আমার পরিবারের সবাই আমাকে উৎসাহ দেখিয়েছে আমরনাথ যাত্রা নিয়ে। এখান থেকে দিল্লি সেখান থেকেই অমরনাথ এটাই আমাদের পরিকল্পনা জানালেন তুলিকা।

ড্রোন বন্ধ করল বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে জঙ্গলে ড্রোন উড়িয়ে শুটিং চলা আটকে দিয়েছিলেন ডুয়ার্সের বাসিন্দারা। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল আবার। আবারও সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ড্রোন উড়িয়ে চলছিল টলিপাড়ার একটি সিনেমার শুটিং। স্থানীয়দের চাপে কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রোন নামিয়ে দিতে বাধ্য হলেন ওই সিনেমার প্রযোজক সংস্থা। রবিবার জলপাইগুড়ি বনবিভাগের মোরাঘাট বনাঞ্চলের খুট্টিমারি বিট এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বন দফতর সেই ড্রোন বাজেয়াপ্ত করে।

এদিন মোরাঘাট রেঞ্জের ওই বনাঞ্চলে বাইক নিয়ে একটি দৃশ্যের শুট করছিলেন সিনেমার নায়ক। তখনই বনাঞ্চলের মাঝে ড্রোন ওড়ানো হয়। আর এই ড্রোন ওড়াতেই স্থানীয় বাসিন্দারা ড্রোন নামানোর জন্য ওই সংস্থাকে চাপ দেন। চাপে ড্রোনকে নামিয়ে শুটিং বন্ধ করেন ডিরেক্টর এবং প্রডিউসার। বাসিন্দারা জানিয়েছেন ড্রোনের কারণে এলাকায় সমস্যা তৈরি হবে। যারা এসেছেন তারা চলে যাবেন, কিন্তু থেকে যেতে হবে আমাদেরই। আর আমাদের অনুমতি না নিয়ে কীভাবে এই ড্রোন চালানো হচ্ছে?

দৌরাত্ম্য বন্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ইষ্টার্ন বাইপাসে দ্রুত গতিতে ছোটে যানবাহন। বিশেষ করে ট্রাকগুলোর দৌরাত্ম্য যেভাবে দিন দিন বাড়ছে, তাতে বারংবার দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে পথচলতি মানুষেরা। তাই ট্রাফিক বিভাগ সাধারণ মানুষকে সচেতন করে স্পীড লিমিট নির্ধারণ করে দিক এমনই দাবি উঠল। পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি দাবিতে গতকাল রাতে ডাবগ্রাম–ফুলবাড়ি পিপলস ফোরাম নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের তরফে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত আশিঘর ফাঁড়ির ইনচার্জ তথা ওসি সুদীপ দত্তের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। যদিও স্মারকলিপি দেওয়ার পূর্বে ফাঁড়ির ওসি সুদীপ দত্তকে সংবর্ধনা জানান ওই অরাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যরা। পাশাপাশি আশিঘর আউটপোস্ট এলাকায় জুয়ার আসর বন্ধ করার এবং মদের ঠেকগুলি বন্ধ করার দাবি জানালেন তারা। এর পাশাপাশি সন্ধ্যা হলেই মোড়ে মোড়ে অবৈধ নেশার আসর বসে বিভিন্ন মোড়ে। সেটাও যাতে বন্ধ হয় তার দাবি জানান তারা।

মদ পাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে রোগী নেই। রয়েছে পেটি ভর্তি মদের বোতল। ধরা পড়তেই অ্যাম্বুলেন্সটিকে ধরে থানায় নিয়ে গেল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে এশিয়ান হাইওয়ের পাশে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘক্ষন রাস্তার ধারে অ্যাম্বুলেন্সটি দাঁড়িয়ে ছিল। তাতেই সন্দেহ দানা বাঁধে সকলের। কৌতূহলবশত সবাই মিলে অ্যাম্বুলেন্সটির সামনে এগিয়ে যেতেই সেখান থেকে নেমে এক মহিলা–সহ পাঁচজন পালিয়ে যায়। এরপর অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে থাকা স্ট্রেচারের কাপড় তুলতেই চক্ষু চড়কগাছ এলাকাবাসীর। এলাকাবাসীর অভিযোগ দিনের পর দিন এইভাবেই মদ পাচার হচ্ছিল মদ। তারা জানতেন এবং এই ব্যাপারে তারা অভিযোগও জানিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ হওয়া তো দূরের কথা মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে বারবার এই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে অপরাধীরা। এইভাবে দিনের পর দিন মদের বোতল আম্বুলেন্সে পাচার হবার খবরে ক্ষুব্ধ ওই এলাকার বেশ কয়েকটি সমাজসেবী সংগঠনও। তারা এবারে দাবি করেছে এই চক্রের প্রত্যেককে ধরে সাজা দিতে হবে। কারন এইভাবে আম্বুলেন্সের মতন এক পরিষেবার মধ্যে দিয়ে মদ পাচার হচ্ছে এটা প্রচণ্ড দৃষ্টিকটু ব্যাপার। এই ব্যাপারটি মেটানোর জন্য তারা বিধায়ককে চিঠি দেবেন বলে জানিয়েছেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ জুলাই – ২২ জুলাই, ২০২২

মেষ রাশি : অহেতুক জেদ বর্জন করা উচিত। মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য সিনেমা বা কবিতা আবৃত্তির প্রতি আগ্রহী হন। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। আয়ভাব খুব শুভ নয়। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশ বা লক্ষ্মী পুজো করুন।

বৃষ রাশি : শিল্পকলার চর্চায় প্রভূত অগ্রগতি। চাকরিতে উন্নতিতে বাধা। সন্তানের সুখে সুখী। প্রেসার, সুগার প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আয় ভাব শুভ। অর্থনাশ বা অপব্যয়ের সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের স্বাস্থ্যখানে ব্যয়বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ওঁ ভৌময় নম জপ করুন।

মিথুন রাশি : যে কোনো কর্মে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। পরিবার–পরিজন বা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে উন্নতিতে বাধা। পেটের সমস্যা বৃদ্ধি। তীর্থ ভ্রমরেণ ক্ষেত্রে বাধা। আর্থিক উন্নতি হলেও অর্থ পেতে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : সবুজ খাদ্য অবলা জীবদের খাওয়ান।

কর্কট রাশি : রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। পরিবারের বা বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি কিন্তু ব্যবসায় প্রসারতার ক্ষেত্রে বাধা। হার্টের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের থেকে মনোকষ্ট। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৩ বার 'ওং কেতবে নমঃ' জপ করুন।

সিংহ রাশি : বিপরীত লিঙ্গের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। ধনভাব খুব শুভ নয়। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সৃষ্টিশীল কর্মে বা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিভার বিকাশের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। ভ্রমণে বাধা পদমর্যাদা বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিদেবের পুজো করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনের বিরোধী মনোভাবের দরুন মনোকষ্ট বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পরিবার পরিজন বা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চনা। সুগার, প্রেসার ও পা, পেশি বা অস্থিজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতি। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : দুর্গা পুজো করুন।

তুলা রাশি : অকারণে মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি। চিন্তার কারণ ও উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি সন্তান ও পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে। স্বজনের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তানের সুখ থেকে বঞ্চনা। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্য। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শুভ ফল।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষ্মীপুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি : আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বৃদ্ধি। বন্ধু বান্ধব বা পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। সন্তানের কৃতিত্বে খুশি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ। ভ্রমণের সুযোগ এলেও ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ ভৌময় নমঃ' জপ করুন।

ধনু রাশি : মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধির সঙ্গে অস্থিরতা বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। বন্ধু–বান্ধবদের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। নিকটজনের থেকে শত্রুতা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। সন্তানের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওং হনুমতে নমঃ' জপ করুন।

মকর রাশি : স্বজনের সঙ্গে বিরোধ। পরিবার পরিজনের ব্যবহারে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরিতে উন্নতি ও ব্যবসাক্ষেত্রে প্রসারতা বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। অকারণে পরিবার পরিজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। প্রিয়জনের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। চাকরি ও ব্যবসায় শুভ ফল লাভ। বিনিয়োগে ঝুঁকি কম। সৃষ্টিশীল কর্মে প্রতিভার বিকাশ। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে বাধা। গবেষণায় সাফল্যে বাধা। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : ২১ বার 'ওং নারায়ণায় নমঃ' জপ করুন।

মীন রাশি : বন্ধু–বান্ধব বা ধনী ব্যক্তির সাহায্যে কর্মে উন্নতির সুযোগ। স্বজনের আচরণে দুঃখ। মনের অস্থিরতা কমাতে প্রাণায়াম বা ধ্যান করা উচিত। ভাই–বোনেরা আপনার প্রতি অনুরক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তান থেকে খুশির খবর। চাকরিতে উন্নতি। পদ মর্যাদা বৃদ্ধি। আয় ব্যয়ের সমতা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওং নমঃ শিবায়' জপ করুন।

শব্দবার্তা ২০৮

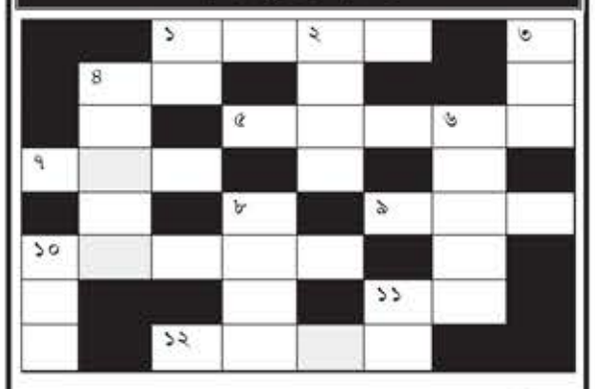

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিশিষ্ট কবি ৪। শীর্ষ, উপরিভাগ ৫। সুকুমার রায়ের কবিতা ৭। কেশহীন ৯। পরিচিত ব্যক্তি ১০। খাওয়া দাওয়া বাবদ ব্যয় ১১। শিব ১২। সরকারের কাজ।

উপর–নীচ

১। উক্তি, বচন, পৃথিবী ৩। '— পাণ্ডুলিপি' ৪। চিনাবাদাম ৬। চাকলার শাসক ৮। নাকাল, বিপর্যস্ত ১০। কর ১১। সিংহ।

সমাধান : ২০৭

পাশাপাশি : ২। বিপরীত বুদ্ধি ৫। নাভিশ্বাস ৭। কাবারি ৯। অবাধে ১০। রিরংসা ১২। হরেকরকম।

উপর–নীচ : ১। আয়লা ৩। পরিসর ৪। বুক বাইন্ডিং ৬। ভিতরে বাইরে ৮। হরিলোক ১১। সরণি।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতী কে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার অন্তর্গত চুনাঘাটা এলাকায়। ধৃতের নাম বাপি মন্ডল ওরফে শর্মা। ধৃতের কাছ থেকে দুটি বন্দুক ও ৩ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর রাতে জীবনতলা থানার পুলিশ গোপন খবর পেয়ে জীবনতলা থানার চুনাঘাটা এলাকার ওই দুষ্কৃতীর বাড়িতে হানা দেয়। সেখানে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দুটি বন্দুক ও তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। কোথা থেকে এই সমস্ত বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছে এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে কিংবা ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে সম্পর্কে ধৃত কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ আরো জানিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতীমূলক কাজের জন্য আগেও জীবনতলা থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার তিন

সুব্রত মন্ডল : নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ স্পেশাল তল্লাশি চালিয়ে নেপালগঞ্জ, জয়েনপুর থেকে তিনজনকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের নাম সাগর সরকার ওরফে বুবাই, সঞ্জীব দাস, গৌরাঙ্গ দেশাই, এদের প্রত্যেকের বাড়ি নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায়। এদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে একটি পিস্তল, এক রাউন্ড গুলি, একটি ভোজালি। এদিকে জীবনতলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক কুখ্যাত দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে। ধৃত আসামীর নাম বাপি মন্ডল, চুনা ঘাটের বাড়ি থেকে একটি পাইপ গান, একটি পিস্তল, ৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি বাসন্তী রাজ্য সড়কের বৈরামপুরে নাকা চেকিং এর সময় ভাঙড় থানার পুলিশ এক দুষ্কৃতিকে ধরে তার নাম কাদের লস্কর। সেই ব্যক্তির কাছ থেকেও একটি আগ্নেয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বারুইপুরের এসডিপিও ইন্দ্র বদন ঝা বলেন আমরা খুবই উদ্বিগ্নের মধ্যে আছি এত অস্ত্র কোথা থেকে আমদানি হচ্ছে।

দুষ্কৃতী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রাতে জীবনতলা থানার অন্তর্গত তাম্বুলদহ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দনগর অঞ্চল মোড় এলাকায়। উল্লেখ্য, এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং দুষ্কৃতী তাণ্ডব রুখতে গত ১১ জুলাই রাতে জীবনতলা থানার পুলিশ টিম তাম্বুলদহ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দনগর অঞ্চল মোড় এলাকায় নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিলেন। সেই সময় রাতের অন্ধকারে এক দুষ্কৃতী আসছিল। পুলিশ তাকে দাঁড়াতে বলে। কোনও কথা না শুনে পুলিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মুহূর্তে জীবনতলা থানার পুলিশ টিম ওই দুষ্কৃতীকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি বন্দুক ও দু রাউন্ড কার্তুজ। ধৃতের নাম প্রবীর নস্কর। ধৃতের বাড়ি ক্যানিংয়ের তালদি এলাকায়। ধৃত দুষ্কৃতী রাতের অন্ধকারে বন্দুক নিয়ে কোথায় কার কাছে যাচ্ছিল এবং আর কেউ ঘটনায় জড়িত রয়েছে কি না সে বিষয়ে ধৃত দুষ্কৃতীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

অভিযুক্তের ভাগ্নে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করে দুজনকে। ধৃতদের নাম মুর্সেলিম মোল্লা ওরফে বুলেট, আব্দুল রহমান লস্কর। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার ধর্মতলা বেলেগাছি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধর্মতলা বেলেগাছি পথে অভিযান চালায়। একটি টোটো কে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। সেই টোটোয় তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করা হয় ক্যানিং গোপালপুর অঞ্চলের ট্রিপল মার্ডার কেসের মূল অভিযুক্ত রাফিকুল সরদারের নিজের ভাগ্নে মুর্সেলিম মোল্লা ওরফে বুলেট। তার কাছ থেকে পুলিশ বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। গত ৭ জুলাই ক্যানিং গোপালপুর অঞ্চলে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলি ও ধারালো অস্ত্রের কোপে খুন হয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য স্বপন মাঝি সহ আরও দুই তৃণমূল কর্মী ভূতনাথ প্রামানিক ও ঝন্টু হালদার-এর। আর এই খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের ধরার জন্য এলাকা জুড়ে চলছে পুলিশ রেড। বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু বলেন, পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ টিম এএস আই রবিন পাল এবং এ এস আই রাজীব ভট্টাচার্য-এর নেতৃত্বে হানা দেয় ধর্মতলা থেকে বেলেগাছির রাস্তায়। সেই সময় মুর্সেলিম মোল্লা ওরফে বুলেট একটি টোটোতে ছিল। টোটোটি দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। তখন টোটো তল্লাশি শুরু করলে মুর্সেলিম মোল্লা ওরফে বুলেটের কোমরে গোঁজা একটি লোডেড আগ্নেয়াস্ত্র পায় এবং তা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এমনকি গ্রেফতার করা হয় বুলেটের সাথে টোটো চালক আব্দুল রহমান লস্করকে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় গোপালপুর অঞ্চলে ৩ জনের খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রফিকুল সরদারের নিজের ভাগ্নে মুর্সেলিম মোল্লা ওরফে বুলেট। বুধবার ধৃতদের কোর্টে তোলা হবে।

গৃহবধূর দেহ উদ্ধার

অমিত মন্ডল : বাড়ির পাশের একটি গাছ থেকে গৃহবধূর হাঁটু মোড়া অবস্থায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে নামখানা থানার রাজনগর এলাকায়। মৃত গৃহবধূর নাম ভবানী দাস (৩৬)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই গৃহবধূর স্বামী কাজের সূত্রে ভিন রাজ্যে থাকেন। বছর দুয়েক আগে শ্বশুর মারা গিয়েছেন। শাশুড়িও কাজের সূত্রে থাকেন কলকাতায়। ভবানীর দুই মেয়ে এবং এক ছেলে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে নিজের অন্য এক মেয়ে এবং ছেলেকে নিয়েই থাকতো ভবানী। ঘটনার দিন ভবানীর বড় মেয়ে জামাইকে তার বাপের বাড়িতে এসেছিল। সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের পাড়ায় পড়তে গিয়েছিল ছোটো মেয়ে। ভবানীর বড় মেয়ে ও জামাই বারান্দায় তার ছোট ভাইকে নিয়ে খেলছিল। সেই সময় রান্নাঘরে রান্না করছিল ভবানী। এরপরই ভবানীর মেজো মেয়ে কোচিং পড়ে বাড়িতে এসে মাকে না দেখতে পেয়ে তার দিদির কাছে জানতে চায় মা কোথায়। ভবানীর বড় মেয়ে রান্নাঘরে এসে দেখে তার মা নেই। এরপরই তার দুই বোন ও জামাই ছোট ভাইকে নিয়ে মায়ের খোঁজাখুঁজি শুরু করে। হঠাৎই ভবানীর বড় মেয়ে দেখতে পায় রান্না ঘরের পাশেই থাকা একটি নিমগাছে গলায় ফাঁস লাগানো এবং হাঁটু মোড়া অবস্থায় ভবানী দেবী ঝুলছে। মা'কে এই অবস্থায় দেখে তারা চিৎকার শুরু করে দেন। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে ও পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ভবানী দেবী কে উদ্ধার করে দ্বারিকনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। নামখানা থানার পুলিশ দেহটিকে উদ্ধার করে মঙ্গলবার ময়না তদন্তের জন্য কাকদ্বীপ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। মঙ্গলবার সাগর এলাকা থেকে ভবানীর বাপের বাড়ির লোকজন এসে নামখানা থানায় ভবানীর প্রতিবেশি এক যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ভবানীর বাপের বাড়ির লোকের অভিযোগ, বাড়িতে কেউ না থাকায় প্রায়শই ওই যুবক ভবানীকে উত্যক্ত করত এবং কুপ্রস্তাব দিত। কিন্তু ভবানী তাতে কোনও কর্ণপাত না করায় পরিকল্পনা মাফিক ওই যুবক দলবল নিয়ে ভবানীকে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে যায়। বাপের বাড়ির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে গ্রেফতার করে বুধবার কাকদ্বীপ আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

কোটালে নদীবাঁধ বাঁচানোর তোড়জোড় গ্রামবাসীদের

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বর্ষার শুরুর এবং ভরা পূর্ণিমার কোটালে সুন্দরবনের নদী গুলোতে জলস্তর অত্যধিক হারে বেড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি বেশকিছু জায়গায় নদী বাঁধে ফাটল দেখা দেওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার সকালে আচমকা সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীতে জলেরস্তর অত্যধিক হারে বেড়ে যায়। দুর্বল নদীবাঁধ ছাপিয়ে নদীর লবণাক্ত জল ঢুকে পড়ে এলাকায়। বাঁধ ছাপিয়ে নোনা জল ঢুকে পড়ে এদিন গোসাবার মোল্লাখালি বাজারে। নদীর নোনা জলে প্লাবিত হয় বাজার। অন্যদিকে কুমীরমারি বাজারে বেশকিছু দোকান নদী গর্ভে তলিয়ে যায়। আবার কুমীরমারি দক্ষিণ পাড়া সংলগ্ন রায়মঙ্গল নদীবাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। কুমীরমারির খুঁদের খেয়াঘাট সংলগ্ন রায়মঙ্গল নদীবাঁধে ধস নামতে শুরু করেছে। সেখানে গ্রামবাসীরা ত্রিপল দিয়ে নদীবাঁধ বাঁচানোর জন্য মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও সুন্দরবনের বালি, কচুখালি, রাধানগর, রাঙাবেলিয়া দ্বীপ এলাকার নদীবাঁধ খুবই দুর্বল। নিম্নচাপ আর পূর্ণিমার ভরা কোটালের দাপটে যে কোনও মুহূর্তে নদীবাঁধ ছাপিয়ে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশাঙ্কায় চাতকের মতো প্রহর গুণছেন এলাকার বাসিন্দারা। জলোচ্ছ্বাসে নোনা জল গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়লে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবজী, মাছ চাষ সহ চাষযোগ্য জমি। এমনকি নোনা জলের দাপটে বাড়িঘর ও ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ সঠিক পদ্ধতিতে নদী বাঁধ সংস্কার কিংবা নতুন কোনও বাঁধ নির্মাণ না হওয়ায় ২০০৯ এর আয়লা পরবর্তী সময় থেকে আতঙ্কিত হয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁদের আরো অভিযোগ নদীর লবণাক্ত জল গ্রামে ঢুকে পড়লে পুকুরের মাছ, চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সরকারি ভাবে উদ্যোগ নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতি করা উচিত।

প্লাস্টিক মুক্ত শহরের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং শহর দিয়ে প্রতিদিনই দেশ-বিদেশের পর্যটক সহ লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ চলাচলা করে ট্রেন কিংবা বাস, অটো, ম্যাজিক গাড়ির মতো পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে। যাতায়াতের রাস্তার দুপাশে সাধারণ মানুষের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের পাহাড় জমছে। ছড়িয়ে পড়ছে দূষণ। সেই ঐতিহ্যবাহী শহরকে প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়তে রাতের অন্ধকারে তৎপরতা দেখা গেল সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং শহরে। নিয়ম করেই প্রতিদিন রাতে এই শহরের বাজার, অলিগলি, রাজপথ ঝাঁটা দিয়ে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় স্থানীয় ক্যানিং ব্রিজ রোড ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে। বর্তমানে পরিবেশের সুরক্ষার জন্য রাজ্য সরকার প্লাস্টিকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সরকারের সেই নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে স্থানীয় ক্যানিং ব্রিজরোড ব্যবসায়ী সমিতি প্লাস্টিক মুক্ত ক্যানিং শহর গড়ার উদ্যোগ নেয়। সমিতির তরফ থেকে প্লাস্টিক বর্জন করার জন্য দোকানদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্যানিং ব্রিজরোড ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সোনাই মোল্লা বলেন 'ক্যানিং শহর দিয়ে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ মানুষজন যাতায়াত করেন। যত্রতত্র প্লাস্টিকের ছড়াছড়ি। যাতে করে প্লাস্টিক ও আবর্জনা মুক্ত ক্যানিং শহর গড়ে তোলা যায় সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। 'ব্যবসায়ী সমিতির এমন কাজকে কুর্ণিশ জানিয়ে বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন 'ব্যবসায়ী সমিতির মতো সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। তবেই গড়ে উঠবে দূষণ ও জঞ্জালমুক্ত ক্যানিং শহর।' ১৮৬২ সালে ক্যানিং (পূর্ব নাম -পোর্ট ক্যানিং) পুরসভা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। নাম হয় ক্যানিং মিউনিসিপ্যালিটি। আর এই একমাত্র ক্যানিং পুরসভা নিয়ে একটি কথা বলে রাখা ভালো "এক মাত্র ক্যানিং শহর যা দেশ তথা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা পুরসভার স্বীকৃতি অবলুপ্তি হয়ে আজ পঞ্চায়েতে শাসনে বিরাজমান। যা দেশ তথা পৃথিবীর কোনওপ্রান্তে এমন ঘটনা কোথাও ঘটেনি।

বজবজ স্টেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির ৩ দিনের প্রবাস যোজনার কর্মসূচিতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। শেষদিনে তিনি বজবজ স্টেশনে যান। সেই সঙ্গে স্বামীজীর পদধূলি ধন্য বজবজ পুরানো স্টেশনে গিয়ে বিবেকানন্দের প্রস্তর মূর্তির সামনে প্রণাম জানান। ১৮৯৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি চিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পর বাংলার মাটিতে স্বামীজী বজবজ পুরনো স্টেশনে রাত্রিযাপন করে ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। এদিন রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের উপর সংগঠিত অত্যাচার নিপীড়ন বঞ্চনা সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রাণপ্রিয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে কথা বললেই জানা যায় কি নিদারুণ দুঃখ যন্ত্রণা প্রতিদিন তাঁদেরকে সহ্য করতে হচ্ছে। বর্বরতার এই ঘৃণিত রূপ প্রত্যক্ষ করে আমি স্তম্ভিত এবং মর্মাহত। এরকম অবর্ণনীয় ও অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে উত্তরন যখন আপাততঃ অসম্ভব মনে হয় তখনই অনুপ্রেরণা হয়ে সামনে এসে দাঁড়ান স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বলি, প্রতিবাদের স্পর্ধা যেন তিনি আমাদের দেন। অত্যাচারী তস্কর শাসকের হাত থেকে বাংলাকে মুক্ত করবার শক্তি যেন তিনি আমাদের দেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বজবজ স্টেশন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, স্বামীজীর পদধূলি ধন্য পুরানো স্টেশন সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিষয়টি জানাবেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য নেতা প্রিতম দত্ত, জেলা কনভেনর নিতিন মণ্ডল, সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, সবিতা চৌধুরী, দীপক হালদার, চিত্তরঞ্জন গায়েন, গৌতম প্রামাণিক প্রমুখ।

বাসন্তীতে নতুন বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনে আসতে গেলে আর ট্রেনের উপর ভরসা করে থাকতে হবে না। এবার একেবারে হাওড়া থেকে মিলবে সুন্দরবনে আসার বাস। ২২ ও ২২ এ এই দুটি রুটের বাস উদ্বোধন করা হলো এদিন। মূলত ২২ নম্বর রুটের বাসটি ক্যানিং, বারুইপুর, সায়েন্স সিটি, পার্কসার্কাস, ধর্মতলা হয়ে হাওড়ায় পৌছাবে। অন্যদিকে আরেকটি বাস বাসন্তী হাইওয়ে হয়ে মূলত সরবেড়িয়া,ভাঙড়, ঘটকপুকুর সায়েন্সসিটি হয়ে পৌছাবে হাওড়াতে। আপাতত দুটি করে বাস চলবে। পরবর্তীতে এই বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে। পুজোর সময় বাসের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৮। মঙ্গলবার এই বাসের উদ্বোধনে এসে বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, যাতে কোনওভাবেই সরকারি পরিবহনকে আটকানো না হয় তার জন্য প্রশাসনকে নজর রাখতে হবে। অন্যদিকে আরো বেশি সংখ্যক বাস চালানো হবে বাসন্তী ক্যানিং হয়ে কলকাতা রুটে। ইতিমধ্যেই বাসন্তীতে একটি বাস ডিপো করার কথাও ভাবনায় আছে। সরকারি বাসে সঠিক ভাড়া দিয়েই চালু হবে পরিষেবা।' এদিন বাস চালু হতেই একদল স্থানীয় বাস মালিক বাস আটকে বিক্ষোভ দেখান। পরে অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপে এই বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়। এ বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা কঠোর হওয়া নির্দেশ দিয়েছেন পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকরা। সুন্দরবনে যেহেতু প্রতিদিন কলকাতা থেকে ভ্রমণের জন্য বহু মানুষ আসেন, তেমনই অন্যান্য কাজের সূত্রে আসতে হয়। তেমনি বাসন্তী থেকে বহু মানুষকে যেতে হয় কলকাতায়। ক্যানিংয়ে গিয়ে ট্রেন ধরতে হতো এই সমস্ত এলাকার মানুষকে। এবার এই বাস চালু হওয়ার ফলে ট্রেন ছাড়াও বিকল্প রুটে পৌছানো যাবে কলকাতায়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, জেলা পরিষদ সদস্যা শঙ্করী মন্ডল, মন্টু গাজী সহ পরিবহন দফতরের আধিকারিকগণ।

জন্মদিনের আগেই মৃত্যু হল রাজার

কল্যাণ রায়চৌধুরী : ২৭ তম জন্মদিন আর পালন করা হলো না। তার আগেই চলে গেলো দেশের বয়স্কতম বৃদ্ধ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রাজা। ২০০৮ সালে সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে মাছ শিকারে নেমেছিল জঙ্গলের রাজা। আচমকাই টান পড়ে পায়ে। একটি কুমির হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলছে জলের মধ্যে। কোনও রকমে প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হয় রাজা। ১১ বছর বয়সে ক্ষতবিক্ষত রাজাকে নিয়ে আসা হয় আলিপুরদুয়ারের দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে। শুরু হয় চিকিৎসা পর্ব। মুমূর্ষু হয়ে পড়া রাজাকে অপরিসীম দক্ষতায় ও দীর্ঘ সেবায় প্রাণী চিকিৎসক ডাঃ প্রলয় মণ্ডল, বনরক্ষা কর্মী পার্থসারথি সিংহ ও আরও অন্যান্য অনেক কর্মী মিলে সুস্থ করে তোলেন। তারপর, প্রস্থেটিক লিম্ব অর্থাৎ কৃত্রিম অঙ্গে ভর করে উঠে দাঁড়ায় 'রাজা'। ক্ষিপ্রতা কমে গিয়েছিল। সুন্দরবনের জীবন থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ জীবনে আনা হল রাজাকে, ঠাঁই হল 'সাউথ খয়ের বাড়ি'তে। সবাইকে অবাক করে রাজা বেঁচে রইল আরও ১৪ বছর। উল্লেখ্য সুন্দরবনের বাঘের গড় আয়ু ২০ অথচ রাজা বেঁচে রইল ২৬ বছর ১০ মাস। এই আগস্টেই ২৭-এ পড়তো রাজা। তার আগেই বার্ধক্য প্রাণ কেড়ে নিল তার। ১০ জুলাই রবিবার রাত ২ টো নাগাদ খয়েরবাড়িতেই মৃত্যু হয় রাজা'র।

১১ জুলাই সোমবার রাজাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা। ছিলেন জলদা জলদাপাড়ার ডিএফও দীপক এম। বনদফতরের কর্মীরা ফুলের মালা দিয়ে আর স্যালুট জানিয়ে শেষ বিদায় জানায় রাজাকে।

সূত্রের খবর রাজার দেহটি ময়না তদন্তের পর পোড়ানো হয়। বনকর্মীদের কাছে সাক্ষাত বিস্ময় হয়ে রইল রাজা। ২৭ তম জন্মদিনের আগে রাজার মৃত্যু হওয়ায় পালিত হল না জন্মদিন। বন্দীদশায় বেঁচে থাকা বিশ্বের সব থেকে প্রবীণ বাঘ হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে রইল রাজা।

ডাবু খুলতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতমুখী ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি অবস্থিত। দীর্ঘ বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি। আর এই ক্যানিং ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি খুলতে দ্রুত উদ্যোগী হল স্থানীয় প্রশাসন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ সালে চালু হয়ে ছিল ক্যানিং ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি। ফলে শুধু এ রাজ্য নয়, দেশ বিদেশের ভ্রমণ পিপাসু মানুষজন এখানে আসতো সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে। ফলে গড়ে উঠে ছিল এলাকার বহু মানুষের কর্মসংস্থান। পাশাপাশি এই পর্যটনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পিকনিক স্পট। তাও বর্তমানে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। মাতলা নদীর পাড়ে গড়ে উঠে ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি। বিভিন্ন প্রজাতির ঘন ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে ঘেরা। বিভিন্ন প্রজাতির পাখিকুল বিরাজ করছে এখানে। এমনকি শীতকালে পরিযায়ী পাখির আগমনে মনোরম হয়ে ওঠে ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি। অপরদিকে মাতলা নদীর উপর সূর্য সূর্যোদয় ও সূর্য অস্ত যাওয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অপরূপ হয়ে উঠে। এমনকি লর্ড ক্যানিং এর আমলে জল নিকাশি সুইসগেট গুলি এক আলাদা শোভাময় করে তুলেছে এই পর্যটন কেন্দ্রে। কলকতার খুব নিকটে এই ক্যানিং ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লোকাল ট্রেনে উঠলে এক ঘন্টা দশ মিনিটে ক্যানিং স্টেশন। আর ক্যানিং স্টেশন থেকে অটো বা ম্যাজিক গাড়ি, বাসে মাত্র ২০ মিনিটে সাতমুখী বাজার। আর সেখান থেকে ভ্যানে ১০ মিনিটে ডাবু পর্যটন কেন্দ্রে। এমন কি সড়ক পথে ক্যানিং বারুইপুর রোড হয়ে সরাসরি এখানে আসা যায় কম সময়ে। এদিকে কয়েক মাসের মধ্যে বিভাগীয় দফতরের আধিকারিকরা ভিজিট করে ডাবু পর্যটন কেন্দ্রে। দ্রুততার সাথে ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি চালু করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। এ বিষয়ে ক্যানিং-১ বিডিও শুভঙ্কর দাস বলেন, খুব শীঘ্রই ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি চালু করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ডিপিআর করার কাজ শুরু হয়েছে। এমনি ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি সেচ দফতরের অধীনে। ফলে সেচ দফতরের সঙ্গে ও আলোচনা চলছে। তবে দ্রুততার সাথে ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি খোলার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সুন্দরবনের মুড়ির চাহিদা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩ টি ব্লক এবং উত্তর ২৪ পরগনার ৬ টি ব্লক। আর এই ১৯ টি ব্লক নিয়ে গঠিত সুন্দরবন। বর্তমানে সুন্দরবনে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের বসবাস। এখানকার বেশির ভাগ মানুষের জীবিকা জলে জঙ্গলে নদীতে খালে বিলে মাছ কাঁকড়া ধরে, মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনের প্রধানত এক ফসলি জমি। তবে বর্তমানে বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে নোনা মাটির জমি এখন আসতে আসতে বহু ফসলি হয়ে উঠছে। আর এই নোনা মাটিতে ধান চাষের ধান থেকে তৈরি হচ্ছে মুড়ি। আর সেই মুড়ির চাহিদা এখন বাড়ছে রাজ্য জুড়ে। এমনকি সুন্দরবনের মুড়ি শহরতলি থেকে চলে যাচ্ছে দেশের রাজধানী দিল্লিতে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যাচ্ছে সুন্দরবনের তৈরির মুড়ি। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতেও সুন্দরবনের মুড়ির চাহিদা শুরু হয়েছে। মুড়ি থেকে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের খাবার আইটেম। ফলে সুন্দরবনের তৈরির মুড়ির চাহিদা এখন দেশে বিদেশে বাড়ছে। সুন্দরবনের ছোট মোল্লাখালি,বড় মোল্লাখালি, সোনাখালি, ক্যানিং সহ বিভিন্ন জায়গার তৈরির মুড়ি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় চাহিদা বেড়েছে। এমনকি শহরতলিতেও বাড়ছে সুন্দরবনের তৈরির মুড়ি। বিশেষ করে সুন্দরবনের তৈরি ললাট মিল মোরিরশালী, সাদা সরু, বুলেট, হামাই, মিষ্টি মুড়ি, ঘিগোজ মুড়ির চাহিদা বেড়েছে রাজ্য জুড়ে। মুড়ি ব্যবসায়ী পলাশ পল্লে জানান, সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্যানিং মুড়িবাজারে বস্তার পর বস্তা মুড়ি আসে। সকাল ৭টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত এই মুড়ি মার্কেট চলে। আর এই মার্কেটটি লর্ড ক্যানিং এর আমল থেকে চলছে। বহু পুরানো এই ক্যানিং মুড়ি মার্কেট। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মার্কেটে আসে পাইকারি মুড়ি নেওয়ার জন্য। বর্তমানে সুন্দরবনের মুড়ির চাহিদা বেড়েছে রাজ্য জুড়ে। এমনকি সুন্দরবনের মুড়ির দেশে বিদেশেও চাহিদা বাড়ছে।

বারাসতে অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত চাঁপাডালি মোড়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২১তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা এদিন বলেন, 'যারা দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রিশূল ও শিবলিঙ্গে কন্ডোম করায়, তাদের এ রাজ্যে গ্রেফতার করা হয় না। নুপুর শর্মাকে যদি বাংলার পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করানোর চেষ্টা করা হয় তবে যারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে সারদা মা, রাণী রাসমণি, ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তুলনা করছেন, তাদের কেন গ্রেপ্তার করা হবে না। তারাও তো হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগ, ভাবাবেগ ও সংস্কৃতিকে আঘাত করছেন। ফলে তাদেরকেও গ্রেপ্তার করা হোক। কিন্তু এ রাজ্যে তাদের গ্রেফতারের পরিবর্তে পদোন্নতি হয়।' তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বোমা, গুলি ইত্যাদি উদ্ধার হচ্ছে।' পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে এদিন তিনি সরব হন। বলেন, 'যেখানে টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ হয়, সেই রাজ্যে শিক্ষার মান যে তলানিতে ঠেকেছে তা বলাইবাহুল্য।'

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের অধীনস্ত সংগঠন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং ক্যানিং-১ নম্বর ব্লকের উত্তর তালদি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় গত ১১ জুলাই ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে উদ্‌যাপিত হল। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না

পারলে সমাজে কি কি ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে মানুষদের সচেতন করতে এই দিনটি পালন করা হয়। গ্রামীণ এলাকার প্রায় ৩০০ জন মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ন্যাশনাল ইউথ ভলেন্টিয়ার অভিজিৎ নস্কর মানুষদের সচেতন করেন। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে সম্পর্কে বলেন, যেমন শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ, জল দূষণের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় তেমনি অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণেও সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই সকলের উচিত একটা অথবা দুটি সন্তান নেওয়া। যাদের হয়তো ১টি রুটি জোগাড়ের ক্ষমতা আছে বেশি সন্তান হলে ওই রুটিটিকে ভাগ করে খাওয়াতে হয়, তখন পরিবারে সন্তানদের অপুষ্টি দেখা দেয়। তাই সুস্থ সমাজ ও পরিবারের স্বার্থে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। যা দেশ ও দশের পক্ষে মঙ্গলকর।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ১৬ জুলাই – ২২ জুলাই, ২০২২

বিজেপির শব্দ–জব্দ

শব্দকে বলা হয় শব্দব্রহ্ম। একবার কোনও শব্দ উচ্চারিত হলে আর তা ফেরত দেওয়া যায় না অনেকটা শব্দভেদী বাণের মতো। রামায়ণ-মহাভারতের কালে শব্দের প্রয়োগ, কথার মূল্যায়নের নিরিখেই বারংবার সম্মানিত হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যাত্রা কিংবা শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডব পক্ষে যোগদান সবটাই ছিল শব্দব্রহ্মের মূল্যের নিরিখে।

রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখানো গান্ধিজী ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে বলেছিলেন সেটা কী অসৌজন্য ছিল না। আসলে রামভক্তি এবং জাতীয়তাবাদের, ভারতীয়ত্বের দাবিদার ভারতীয় জনতা পার্টি আবারও কি ইন্দিরা গান্ধির পথে হাঁটছে এমন প্রশ্ন সাম্প্রতিককালে চর্চিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী কংগ্রেস মুক্ত ভারত করতে গিয়ে ক্রমশ কংগ্রেস ভক্ত হয়ে পড়ছেন। সম্প্রতি লোকসভার অধ্যক্ষ ওম প্রকাশ বিড়লা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন যেখানে 'নৈরাজ্যবাদী, একনায়কতন্ত্র, নাটক, দ্বিচারিতা' প্রভৃতি অতি পরিচিত রাজনৈতিক পরিভাষাকে পরিহার করার নিদান দেওয়া হয়েছে। বিরোধী পক্ষ এবং সরকার পক্ষের মধ্যে যে কথাগুলি হয় যেমন মিথ্যাবাদী, দ্বিচারিতা, অপদার্থ প্রভৃতি শব্দগুলিকে অসংশোধীয় ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে ১৯(১এ) ধারায় মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়েছে। লোকসভা এবং রাজসভা জনগণের ভাব ও মত প্রকাশের জায়গা। স্বাভাবিক ভাবে সেখানে এই ধরনের 'সেন্সরশিপ' অভাবনীয়। কেন্দ্র বিরোধী কণ্ঠকে কি শুধুই স্তাবকতার মোড়কে পরিবেশিত করতে চান। ইতিমধ্যে বিরোধীপক্ষ সরব হয়েছে বিষয়টি নিয়ে।

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ আনছেন বিরোধীরা। যদিও সংসদের ভিতরে স্বৈরতান্ত্রিক, একনায়কতন্ত্র, দুমুখো সাপ, বিশ্বাসঘাতকতা, কালা দিন, নিষ্কর্মা, অযোগ্য, কালা সরকার, নিজের ঢাক নিজে পেটানো প্রভৃতি শব্দগুলি আজ অসংশোধিয়।

ভাষা সন্ত্রাস নিয়ে রাজনীতিকের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে এ রাজ্যেও কোনও কোনও রাজনীতিকের ভাষা সন্ত্রাস লাগাম ছাড়া। বিস্ময়কর ব্যাপার সংসদে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তারা শুধু সংসদে শব্দ 'বন্ধ' করতেই উদ্যোগী নয় এমনকি তারা সংসদে ধর্না নিষিদ্ধ করতে চলেছে এমনটাই খবর।

গণতন্ত্রের মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী যখন প্রবেশ করেন সেদিন লোকসভার দরজায় ভূমিষ্ট হয়ে গণতন্ত্রের মন্দিরকে প্রণাম জানিয়েছিলেন মোদীজি। সেদিনের বিজেপি, সেদিনের মোদীজী ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছেন বলে দলের ভিতরেই গুঞ্জন উঠেছে। দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রকাশ্যে কেউ সরব হচ্ছেন না। ক্ষমতাসীনরা একসময় বিরোধী ছিলেন সময়ের নিয়মে আবর পট পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রকে অতিরিক্ত বিধিনিষেধের আওতায় বাঁধতে গেলে গণতন্ত্রের কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়বে। জনপ্রতিনিধিদের যেমন সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন তেমনি শাসকদলকেও অসহিষ্ণুতা শোভা পায় না। রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে অকথা কুকথা হলে সেগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে জনগণ তাদের বর্জন করেন এমন নজির অজস্র।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান– জ্ঞাতা; যুয়োধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনাঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

এবং এভাবেই তা আত্ম–উপব্ধির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে ওঠে। একমাত্র মানব জীবনেই আত্ম–উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব; কিন্তু অন্য কোন জীবনে সম্ভব নয়। চুরাশি লক্ষ প্রজাতি বা আকৃতিসম্পন্ন জীব রয়েছে, প্রাপ্তির সুযোগ আছে। ইন্দ্রিয় সংযম, সহিষ্ণুতা, সরলতা, পূর্ণজ্ঞান ও ভগবানে পরিপূর্ণ বিশ্বাস– এগুলি ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই নয় যে, উচ্চবংশে জন্মলাভের জন্য গর্বিত হতে হবে। যেমন বড় মানুষের সন্তান বড় মানুষ হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেই রকম ব্রাহ্মণের সন্তানও ব্রাহ্মণত্ব লাভের সুযোগ লাভ করে। তবু জন্মাধিকারই সব কিছু নয়, কেন না নিজেকে অবশ্যই ব্রাহ্মণের গুণ অর্জন করতে হবে। যেমন কেউ ব্রাহ্মণের সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য গর্বিত হয়।

ফেসবুক বার্তা

শতাব্দী প্রাচীন এক পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়নের পথে

১৯২৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি গঙ্গার নীচ দিয়ে রেল চালানোর প্রস্তাব দেয়

প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল ক্যালকাটা টিউব রেল

ঠিক হয়েছিল হাওড়া এবং শিয়ালদহকে সংযুক্ত করা হবে

মাটির হাল-হকিকত জানতে হাওড়া স্টেশন, স্ট্র্যান্ড রোড, বউবাজার ও শিয়ালদহে খনন করা হয়েছিল

স্টেশন নির্মাণের জন্যে ৪ জায়গায় খনন শুরুও হয়েছিল

ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক সংকটের বাতিল হয় পরিকল্পনা

বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয়

ডঃ প্রণবেশ সান্যাল

রাশিয়ার সাথে হঠাৎ ইউক্রেনের দানবিক যুদ্ধ আজ সকলকেই মহাযুদ্ধের কথা মনে করাচ্ছে। কিন্তু শস্য শ্যামলা দেশ ইউক্রেনের ওপর অতবড় দেশ রাশিয়ার কেন নজর পড়ল। তাহলে আমাদের ফিরে যেতে হয় ১৯৯২ সালের রিও সম্মেলনে নেওয়া মরুভূমির অগ্রগতি বন্ধ করার ট্রিটি বা সিদ্ধান্ত নেওয়া। পরিবেশে প্রকৃতির আপন খেলার বিরোধিতা করা খুব সাবধানে করতে হয়। সেসময় শুরুশুরুতে অনেক দেশই ডেসারটিফিকেসান রুখবার বিপুল প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। আমরাও থর মরুভূমিতে গাছ লাগিয়ে বনভূমি করে আয়তন কমানোর চেষ্টা করেছি। ভাকরা নাঙ্গাল থেকে খাল কেটে চাষ বাস করেছি। তারফলে ভারতের মৌসুমী বায়ুকে দিশাহারা হতে হয়েছে। রাশিয়াও বিস্তীর্ণ কোল্ড ডেসার্টকে চাষের উপযুক্ত করতে অমুদরিয়া আর শিরাদরিয়া নদী দুটির জল বিপুলভাবে ব্যবহার করেছে। এতে মৌসুমী বায়ু এলোমেলো হয়ে গিয়েছে, নির্ধারিত প্রেসিপিটেসান ব্যহত হচ্ছে, আরল সাগর হয়ে উঠছে আরো নোনতা। আশপাশের জমিগুলোও লোনা হয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে ফসলে টান পড়ছে। এবার তাই শস্য শ্যামলা ইউক্রেনের দিকে কুদৃষ্টি পড়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়াত অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আবহাওয়াবিদ দুর্গাদাস সরকারের অভিমত এই সূত্রেই গাঁথা আছে।

শিল্পবিপ্লবের পর বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। বেড়েছে শতকরা ৩১ ভাগ। তার ফলশ্রুতি হল খুব তাড়াতাড়ি আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠা। সে কারণে জলাশয়গুলো বাষ্প হয়ে শুকিয়ে যায়। আবার সেই বাষ্প বাতাসকে আরো গরম করে। সারা বিশ্বের মানুষ তাই মোকাবিলার জন্যে যথাসম্ভব সমবেত চেষ্টা শুরু করল।

৫ জুন ১৯৭২, সুইডেনের স্টকহোলম শহরে বিশ্বের ১১৪টি দেশের ১২০০ ডেলিগেট আলোচনা করেছিলেন বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে। অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও বিশ্ব তাপায়নের ব্যাপারটা যথোচিত গুরুত্ব পায়নি। এই দিনটিই প্রতিবছর বিশ্বপরিবেশ দিবস হিসাবে পালিত হয়। এরপর আন্তর্জাতিক পরিষদ আফ্রিকার নাইরোবিতে ইউএনইপি প্রতিষ্ঠিত করে। এরা বিশ্ব পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যার দিকে নজর রাখতে শুরু করল।

প্রথম বিশ্ব আবহাওয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে ১৯৭৯ সালে। সেখানেই বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধির সাথে জীবাশ্ম জ্বালানি এবং ব্যাপক বন ধ্বংসের সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত হল।

এরপর ১৯৮৮ সালে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এবং ইউএনইপি

মিলে প্রতিষ্ঠা করল ইনটার গভর্নমেন্টাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ। যারা ২০০৭ সাল পর্যন্ত চারটি রিপোর্ট দিয়েছে। এই গুলোতে বিশ্ব আবহাওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। যেমন, মেরু অঞ্চলের এবং হিমালয় প্রমুখ তুষারাবৃত পাহাড়ের হিমবাহ অনেকটাই গলে গিয়ে সমুদ্রতলের উচ্চতা দ্রুত বাড়তে থাকবে। তাছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাগরের জল দ্রুত ফেঁপে উঠে সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়ায়। ঝড় ঝঞ্ঝার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। হয়তো যেহারে গঙ্গোত্রী হিমবাহ গলে যাবে হয়েছিল তত তাড়াতাড়ি গলে নি। তাই এই সব ভবিষ্যৎ বাণী সম্বন্ধে বিভিন্ন মহল থেকে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এজন্যে

কনভেনসান্ অফ পারটিসবা কোপ সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এজন্যে কনভেনসান অফ পারটিস বা কোপ ১৭তে জোহান্সবার্গে সম্মেলন করে যথেষ্ট আলোচনা ও সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তা মোটেই ফলপ্রসূ হয়নি। আমরা এখন অক্টোবর মাসে প্যারিসে ২১–এর ফলাফলের ওপর চোখ রাখি। সেখানে দেখা গেল চিন বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনে এক নম্বরে, আর আমেরিকা, ভারত আছে তার পরেই। ঠিক হলো যে সবাইকে (অর্থাৎ ১৯৬টি দেশকে) বিশ্বের গড় তাপমাত্রা প্রি ইন্ডাসট্রিয়াল তাপমাত্রার থেকে দেড় থেকে ২ ডিগ্রির মধ্যে রাখতে হবে। এভাবেই বিশ্ব–তাপায়ন সমস্যার মোকাবিলা করা হবে। যাইহোক, আমরা এবার ফিরে যাই ১৯৮৮ সালে যখন টোরেন্টো শহরে সম্মেলন হল। সেখানে সবাই মিলে ঠিক করল যে বিশ্বের কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ কমাতে হবে। এর নাম দেওয়া হল টোরোন্টো টারগেট বা ২০০৫ সালের ভেতরেই কার্যকর করা হবে। এখানে আরো বলা হল যে ব্যাপক বন নিধনকে কড়া হাতেই রুখতে হবে। উন্নত দেশগুলিতে বেশি পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ানোর জন্যে কার্বন ট্যাক্স দিতে হবে। ওই বছরেই সাউথ প্যাসিফিক ফোরাম–এ ঠিক করা হল যে তাদের দ্বীপগুলো বড় ঝড়–ঝঞ্ঝার এবং সাগরতল দ্রুত ওপরে ওঠার ফলে ডুবে যাচ্ছে। প্রায় ৫,০০,০০০ মানুষ এভাবে আবহাওয়া–উদ্বাস্তু বা 'ক্লাইমেট রিফিউজি' হতে চলেছে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল যে আমাদের সুন্দরবনেও ৭০০০ পরিবার এই রকম ক্লাইমেট রিফিউজি হয়েছে। তারা ঘোড়ামারা, লোহাচরা এবং সুপুরিভাঙা দ্বীপগুলোর অধিবাসী। আমাদের দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জও এই জলে ডুবে যাওয়ার ভয়ে ভীত।

তারপর ১৯৯২ সালের ৫ জুন ব্রাজিলের রাইয়ো ডি জেনিরোতে উদযাপিত হল সুবিখ্যাত বিশ্ব সম্মেলন। সেখানে ১৭৮টি দেশ একত্রিত হয়ে ঠিক হল যে ২০১০ সালের মধ্যে সকলে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদন ১৯৯০ সালের মাত্রায় নিয়ে আসবে। আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া এতে সই করেনি। এখানে অনুন্নত এবং উন্নতিশীল দেশগুলোর জৈববৈচিত্র রক্ষার্থে আর অপরটি হল মরুভূমির প্রসার রুখতে। এই খানেই তৈরি হল এজেন্ডা–২১, যার ভেতরে একবিংশ শতাব্দীর নানাবিধ পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মতালিকা লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। এ ব্যাপারে রূপ দেওয়ার জন্যে উন্নত দেশগুলি উদ্যোগী হয়। প্রথম কনফারেন্স অফ প্যারিস সম্মেলন হল ১৯৯৫ সালে ব্রিটেনে। এরপর অনেকবার সকলে মিলিত হয়েছে কোপ ১৭ পর্যন্ত, কিন্তু সারা বিশ্বেই এত অর্থনৈতিক টালবাহানা চলছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে পরিবেশের বিপর্যয় নিয়ে কেউই একমত হতে পারছে না। আপাতত বহু মানুষের রুজি রোজগারের সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার ভয় রয়েছে সবার। তাই পরিবেশের বিপর্যয় রোধে নেওয়া প্রতিজ্ঞা গুলো প্রায়শই পিছিয়ে পড়ছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যাপকভাবে বিনষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কত মানুষ স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে সেই বিষয়টা নির্ধারণ করা হচ্ছে। এবং এই ইকোলজিকাল ফুট প্রিন্ট কোন দেশের কত তাও তাও বের করা হচ্ছে যা আমেরিকার ক্ষেত্রে ১৯ পয়েন্ট অর্থাৎ অনেক বেশি। ভারতের ক্ষেত্রে এটা মাত্র ৩ পয়েন্ট।

মায়ের কাছে সব একাকার

নির্মল গোস্বামী

হিন্দুদের দেবদেবীরা কি খায় তা কি কেউ স্বচক্ষে দেখেছে? দেবতা বা দেবীবৃন্দের প্রকৃত খাদ্য তালিকা কি? তা কি কেউ বলতে পারে। দেবদেবীর পুজোয় আমরা যে নৈবেদ্যর ডালা দিই, তা দেবতারা খান কি না, পছন্দ করেন কি না। সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলার কোন বাস্তব যুক্তি নেই। তার চেয়ে বড় কথা হল মাটির বা পাথরের বা কাঠের মূর্তি নড়াচড়া করতেই পারে না। সে মূর্তি খাবে কি করে? একমাত্র পঞ্চভূতে নির্মিত শরীরে ক্ষুধার তাড়না থাকে, তাই শরীর খাদ্য গ্রহণ করে। ফলে জড় মূর্তির খাবারের কোনও প্রশ্নই আসে না। মদ–মাংস কেন ক্ষীর ছানা ননী মাখনও খায় না।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে আমরা এতো কিছু দিয়ে পূজার অর্ঘ্য সাজাই কেন? উত্তর হল যে সবটাই কল্পনামাত্র। প্রথমত আমরা যখন পূজা করি তখন মৃন্ময়ী মূর্তিকে চিন্ময়ীরূপে কল্পনা করি। মানে চেতন সত্তা। পূজার পর আমরা যে পাঁচটি উপকরণ (দীপ, ধূপ, ফুল, পানিশঙ্খ ও পাখা) দিয়ে দেবদেবীর আরতি করি, সেই পাঁচটি উপকরণ হল পঞ্চভূতের প্রতীক। শাস্ত্রকারেরা বলতে চেয়েছেন যে তুমি পঞ্চভূতের শরীরে আবির্ভূত হও। আর পঞ্চভূতের শরীরে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকবেই তাই দেবদেবীর আহারের বা ভোগের ব্যবস্থা করা হয়।

এখানে মনে রাখতে হবে যে আমরা দেবতাকে কি ভোগ দেব তা আমার সামর্থ ও রুচির উপর নির্ভর করে। আমরা যে জিনিস খাই না, তেমন জিনিস দিয়ে পুজোর ভোগ সাজাতে কেউ কি কোথাও দেখেছে? পুজোর পর ভোগ আমরা খাদ্য রূপে গ্রহণ করি। তাই আমরা যা খাই, তাই দিয়েই আমরা ঠাকুরের ভোগ দিই।

পঞ্চদশ শতকে নদিয়ার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ধ্যান নেত্রে 'মা কালীর' যে মূর্তি দেখে ছিলেন, অবিকল সেই রূপ মূর্তি তিনি তৈরি করিয়ে পুজো শুরু করেন। সেই কালী মূর্তিই আজ আমরা সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন স্থানে পূজিত হতে দেখছি। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্র সার গ্রন্থের লেখক ও তন্ত্র সাধনার জনক। তিনি নিমাইয়ের সমসাময়িক ছিলেন কালীর আমরা বিভিন্ন রূপ দেখি। কোথায় দিগবসনা, কোথায় বসন পরিহিতা। কোথাও শ্মশান কালী, কোথাও রক্ষাকালী, ফলহারিণী কালী, কোথাও রটন্তিকা কালী, কোথায় ভবতারিনী, কোথাও ভীম ভবানী, কোথাও ভীমাকালী, তো কোথাও বর্গভীমা। শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ নামের মতো আমার শ্যামা মায়েরও বিভিন্ন নামে পুজো হয়। সর্বত্র একই প্রসাদে পুজো হয় না। দেশ–কাল–স্থান ভেদে যেমন মানুষের পোষাক, খাদ্যের বিভিন্নতা দেখা দেয়, ঠিক তেমনি ভাবে মায়ের পুজোর উপাচারের তারতম্য দেখা দেয়। এক কথায় আমরা যা খাই তাই ভগবান বা আরাধ্য দেবদেবীকে নিবেদন করে খাই।

তারাপীঠের তারা মায়ের ষোড়শ উপাচারে পুজো হয়। সেখানে ভাত, পোলাও, নানান

রকমের সবজি, ভাজা, মাছ, পরমান্ন দধি, মিষ্টান্ন সব থাকে। এতো কিছু তিনি খান, তার মধ্যে কারো কারো চোখে পড়ে মদ্য আর মাংস। আর কিছু তাদের চোখে পড়ে না। ফলে তারা মনে করেন কালী মাত্রই মদ মাংস খেকো দেবী।

তারা কি মনে করে যে মদ, মাংস খেয়ে কালীর মহিমা খর্ব হয়েছে? তিনি আর দেবী নন? দেবত্ব পদ থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছেন? আচ্ছা উল্টোদিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে মদ, মাংস খাবার হিসাবে কৌলিন্য পেয়েছে। 'তারা মায়ের কৃপায়' জাতে উঠেছে।

মদ কারণ বারি, বা সোমরস মাংস কি মানুষের খাদ্য নয়? সারা পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই মদ এবং মাংস খায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি কোন যুগেই মদ এবং মাংস নিষিদ্ধ খাবার বলে ঘোষিত হয় নি। বৈদিক যুগে দেবতুল্য ঋষিরা পলান্ন ও সোমরস পান করত। পল অর্থাৎ মাংস মিশ্রিত উপাদেয় অন্ন এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশু মাংস ও সোমরস যজ্ঞে আহুতি দিত। সোমরস দেব দেবীদের উপাদেয় পানীয় একথা সকলেই জানে। তাহলে যা প্রাচীন কাল থেকে দেবতাদের খাদ্য সেই খাদ্য যদি 'তারা মা' গ্রহণ করে থাকেন তাতে কি মায়ের মহিমা ক্ষুন্ন হয়? কালী হলেন মহামায়া। তাই মহামায়া যদি দ্বার খুলে না দেয়, তাহলে কোন সাধকই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারেন না। তাই মায়ের সাধনা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে করে থাকেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা সাধকগণ যে যার ভাব মতো মায়ের দেখা পেয়েছেন। রামকৃষ্ণ মায়ের ছেলে, আবার বামাক্ষ্যাপাও মায়ের ছেলে। তারা মাকে বড় মা বলে ডাকেন। কিন্তু দুজন সাধকের মধ্যে কতই তফাৎ। একজন কারণবারী ছুঁয়েও দেখেন না, আবার একজন সুরায় চুর হয়ে থাকেন সারাক্ষন। আবার একজন বলছেন 'সুরা পান করিনি আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে। কালীর কৃপায় সুরা যখন সুধা হয়ে যায়, তখন ভোগে সুরা থাকল কি না থাকল তাতে কি আসে যায়। এই সব মহাপুরুষ সাধকদের দেখেই আমরা কালীমায়ের মহিমা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছি। আবার আমরা জানি যে এই বাংলার রঘু ডাকাতও কালী পুজো করত। বাংলায় সব ডাকাতরা ডাকাতি করতে যাবার আগে কালী পুজো করত। সে পুজোর উপাদান কি থাকতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আবার আমরা বিভিন্ন কাপালিক সাধকদের জানি নাকি নর রক্তে মাকে সন্তুষ্ট করত। এতো বিভিন্নতার মঝেও একটা গূঢ় সত্যকে জানতে হবে। সেটা হল মানুষ যখন সাধনের অতি উচ্চ স্তরে পৌছায় তখন তার মধ্যে ভেদ জ্ঞান থাকে না। রামকৃষ্ণ সহজেই বলতে পেরেছিলেন যে 'টাকা–মাটি, মাটি– টাকা'। এই ব্রহ্মময় জগতে সবই ব্রহ্ম দেখে। ব্রহ্মের বাইরে কিছু নেই। তখন বৃষ্ঠা আর সন্দেশের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এখন প্রশ্ন হল যে সাধকরা সাধনা করে স্তরে পৌছায়। আর যিনি সক্রিয় ব্রহ্ম 'মা কালী' যিনি এই জগৎ প্রসবিণী তিনি তো সিদ্ধিদাত্রী। ফলে তাঁর কাছে তো সবই সমান। কোথাও কোন পার্থক্য নেই। খাদ্য–খাদ্য বিচার তো তাঁর থাকার কথা নয়। সুরা আর সুধায় কোন পার্থক্য তাঁর কাছে নেই। ঘাস আর মাসে কোনও পার্থক্য নেই তাঁর কাছে। এই বোধ সহজে সাধারণ মানুষ আয়ত্ব করতে পারে না। তাই তারা ভিন্ন দেখে। তাদের চোখে মায়ার ঠুলি। সেই ঠুলি যাতে সরে যায় তাদের হয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাই।

দেশ দেশান্তরে

লঙ্কায় বিমুখ লক্ষ্মী

প্রণব গুহ

অনেকে বলেন রাবণের সীতাহরণ আসলে লঙ্কায় (অধুনা শ্রীলঙ্কা) ভূমিলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সোনার লঙ্কা জুড়ে কৃষির প্রতিষ্ঠা। রাবণের যুক্তি ছিল মা লক্ষ্মী শুধুমাত্র রামচন্দ্রের একার সম্পত্তি হতে পারে না। তাঁর কৃপা সবার জন্য। সীতার আগমনের পরেই নাকি শস্যশ্যামলা হয়ে উঠেছিল সোনার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। আবার অনেকের মতে সীতাকে হরণ করে শিবভক্ত মহাজ্ঞানী রাবণ শ্রীলঙ্কায় নারায়ণের পদার্পণ নিশ্চিত করেছিলেন। সারা পৃথিবীতে তিনি দাম্ভিকতা ও হিংস্রতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হলেও দেশের জন্য এটাকে তাঁর বলিদান হিসাবে মানতেন। অথচ বর্তমান দেশ পরিচালকদের কুশাসনের ফলে সেই কৃষিসংকটেই নিমজ্জিত হল শ্রীলঙ্কা।

ইয়ালা রোপণের মরসুম শুরুর কয়েক দিন আগে এপ্রিল ২০২১–এ রাসায়নিক সার আমদানির উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা করেছিল শ্রীলঙ্কা। কৃষকরা বপনের মরসুমের সাথে প্রস্তুত ছিল যেহেতু ইয়ালা বপনের জন্য। দ্বীপরাষ্ট্রে বর্ষা শুরু হয়েছে ভারতে খরিফ বপনের মরসুমের মতোই। এই রোপণ ঋতুটি শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি, কারণ এই দ্বীপ দেশটির প্রধান খাদ্য হল ধান। শ্রীলঙ্কা সরকার নিশ্চিত ছিল যে জৈব খামারের পণ্য

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রিমিয়াম মূল্য আনবে এবং শ্রীলঙ্কাকে দ্রুত সময়ের মধ্যে আরও সমৃদ্ধ করবে।

শ্রীলঙ্কা সরকার বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতি অন্ততপক্ষে নীতির দুঃসাহসিক কাজ শুরু করে দেশটিকে বিশৃঙ্খলার বাহুতে নিয়ে গেছে। রাজপক্ষেরা বুঝল না ক্যাসিনো খেলোয়াড়দের ধার করা বিদেশি টাকা দিয়ে বাজি ধরার জন্য কৃষি একটি ডোমেইন নয়। কিন্তু শ্রীলঙ্কার সরকার সম্পূর্ণভাবে নীতি–অন্ধ ছিল, কারণ চিনা হট মানি কলম্বোর শাসক অভিজাতদের পকেটে প্রবাহিত হয়েছিল এবং বেইজিং ভারতের প্রতিবেশী অঞ্চলে তার ঋণ–ফাঁদ নীতি পেতে রেখেছিল। হঠাৎ করে রাসায়নিক সার আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এটি কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য একটি ধাক্কা হিসাবে এসেছিল। কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রকাশ্যে তাদের রিজার্ভেশন প্রকাশ করা সত্ত্বেও যে ছিল শ্রীলঙ্কা মূলত একটি বৃক্ষরোপণ অর্থনীতি, যে দেশটি ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, ২০২০ সালে যে শ্রীলঙ্কার মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান ছিল ৮.২৬ শতাংশ, যে শ্রীলঙ্কা কান্দিয়ান হোম গার্ডেন সিস্টেমে গর্বিত, যে দেশটিতে ঐতিহ্যগত কৃষি পদ্ধতির ওপর ব্যাঙ্কিং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সাহায্য করেছে, যারা পরিবেশ চেনা চাষ পদ্ধতি ফসলের আবর্তনের সাথে কাজ করে এবং যার কৃষি বনায়নও ছিল কৃষির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সেই শ্রীলঙ্কা ২০২১ সালের এপ্রিলে জৈব বাজি খেলে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা কামাবার স্বপ্ন দেখে বিপদে পড়েছে।

নভেম্বরের মধ্যে শ্রীলঙ্কা বুঝতে শুরু করে যে কৃষি বিজ্ঞানীদের অনুমান করা সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি সঠিক প্রমাণিত হতে শুরু করে। চা উৎপাদন, শ্রীলঙ্কার প্রধান ভিত্তি এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের মূল উপার্জনকারী, ৪০ শতাংশেরও বেশি কমে গেছে, ইয়ালা ফসলের উৎপাদন প্রায় ৪০ শতাংশে বিপর্যস্ত হয়েছে, খাদ্যশস্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে, আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সরকার যখন বুঝতে পারল ভুল হয়েছে তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। এরপর শ্রীলঙ্কা সরকার রাসায়নিক সার আমদানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা আংশিকভাবে তুলে নিলেও পরিস্থিতি ততক্ষণে হাতের বাইরে চলে গিয়েছে।

২০১৯ সালের ইস্টার সন্ত্রাসী হামলা এবং পরবর্তী কোভিড–১৯ এর প্রাদুর্ভাবের পরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ইতিমধ্যেই হ্রাস পেয়েছিল যা প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স শুকিয়ে গিয়েছিল। ধূর্ত ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্য মজুদ করতে শুরু করে, এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি শ্রীলঙ্কার আর্থিক ব্যবস্থার পতনের জন্য একটি চেইন প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, যা শেষ পর্যন্ত তাকে ৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি ঋণ খেলাপি করে তুলেছে।

শ্রীলঙ্কাবাসীর প্রতিবাদ প্রায় তিন মাস আগে শক্তি সংগ্রহ করতে শুরু করে। প্রায় একই সময়ে যখন রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করেছিল, যা বিশ্বকে সম্পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতির ফাঁদে ফেলেছিল। যদিও রাশিয়া এবং ইউক্রেন বিশ্বের শস্যভাণ্ডার, বড় গম উৎপাদনকারী দেশ, চলমান যুদ্ধ অনেক দেশে খাদ্য সংকটের সূত্রপাত করেছে। অপরিশোধিত তেলের দাম শ্রীলঙ্কাসহ আমদানিকারক দেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শুকিয়ে গেছে। শ্রীলঙ্কা সরকারের কোনো মেরামত করার সময় ফুরিয়ে গিয়েছিল, কারণ মানুষ রান্নার গ্যাস, পেট্রোল ও ডিজেল, রেশন ইত্যাদি আনার জন্য মাইলের পর মাইল লাইনে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, রাসায়নিক সার আমদানি নিষিদ্ধ করার জন্য শ্রীলঙ্কা সরকারের ২০২১ সালের এপ্রিলের সিদ্ধান্তটি উটের পিঠে শেষ খড় হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

জৈব চাষ প্রগতিশীল কৃষকদের একটি স্থায়ী উদ্দেশ্য। কিন্তু এটাও সত্য যে কয়েক দশক ধরে রাসায়নিক সার–ভিত্তিক কৃষির পর জৈব কৃষিতে পরিবর্তন হঠাৎ করে হতে পারে না। প্রসঙ্গত, শ্রীলঙ্কা এবং ভারত ১৯৬০–এর দশকে সবুজ বিপ্লবের জন্য প্রায় একই সময়ে কাজ করেছিল। খাদ্যশস্যের উপাদন দ্বিগুণ করা এবং পরবর্তীতে তাদের স্কেলিং সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিক সার এবং উন্নত মানের বীজ ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে। ভারতের মতো শ্রীলঙ্কাও খাদ্যশস্যের চাহিদার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। শ্রীলঙ্কায় খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা জৈব জুয়া খেলার জন্য শ্রীলঙ্কার সরকারকে প্রলুব্ধ করেছে। আর সেখানেই মরেছে শ্রীলঙ্কা।

পাঠকের কলমে

পথ যন্ত্রণা

এ যেন সেই বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দফা। সব কিছু কেমন অগোছালো। কলকাতা শহরের পথ ঘাট জানান দিচ্ছে রাজ্যে অর্থসংকট আসন্ন। জোড়া তালি আর খানা খন্দে ভরা কলকাতার রাস্তা যে কোন পর্যটককেই স্তম্ভিত করবে। আলিপুর বার্তার গত সংখ্যায় 'কল্লোলিনীর কান্না মোছাবে কে' শীর্ষক প্রতিবেদনটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। কলকাতা যেন ক্রমশই জৌলুস হারিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে পড়ছে। তিনশ বছরের মেগা সিটিতে যন্ত্রণার যেন কোনও সমাধান নেই। দুলতে দুলতে চলাটাই যেন ভবিতব্য। তার উপর মোড়ে মাড়ে ট্রাফিক পুলিশের অযথা হয়রানি। ফলে জ্যামজট অবস্থা করুণ করে তুলছে যাত্রীদের। সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে গতি হারাচ্ছে কলকাতা। দেখার কোনও অভিভাবক নেই।

পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, বেহালা

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

বেহাল বজবজ স্টেশন রোড

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ পুরসভার অন্তর্গত বজবজ পয়স্টার মোড় থেকে বজবজ স্টেশন পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থায় প্রতিদিন নাজেহাল হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। এই ব্যস্ততম পথে অটো, টোটোসহ একাধিক যানবাহনের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, তাতে বর্ষার জল জমে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। স্টেশন রোডটির দুপাশে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায়, একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে। ট্রেনের নিত্যযাত্রীরা প্রতিদিন সমস্যায় পড়ছেন। যেকোনো দিন বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সাধারণ মানুষ চাইছেন, ভারী বর্ষার আগে রাস্তার সংস্কার করা হোক। এই প্রসঙ্গে বজবজ পুর সভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, বর্ষার সময় পিচ করা সম্ভব নয়। তবে সাময়িকভাবে বড় গর্তগুলো মেরামত করা যায় কিনা সে ব্যাপারে ভাবব। তবে স্টেশন রোডটি রেলের অধীন। ওটা রেলের দপ্তরকে করতে হবে। বজবজ রেল স্টেশনের ম্যানেজার অনন্ত কুমার মণ্ডল এই প্রসঙ্গে বলেন, এ ব্যাপারে আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।

বিষ মদে মৃত্যু হলেই খোঁজ মেলে চোলাইয়ের

দেবাশিস রায় : আগেও দেখা গিয়েছে, এখনও দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এ যেন রুটিনমাফিক। যখনই বিষ মদের কারণে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে আসে তখনই রাজ্যজুড়ে পুলিশ-প্রশাসনের দৌড়ঝাঁপ বেড়ে যায়। মন্ত্রী-সান্ত্রী থেকে আমলাদের ধমকে নিমেষের মধ্যেই আবগারি দপ্তর অলি-গলি-ঘুপচি, বনজঙ্গল তোলপাড় করে বিস্তর পরিমাণ চোলাই মদের হদিশও পেয়ে যায়। এই চেনা ছবিটাই ফের প্রকাশ্যে এনে দেখাল বর্ধমান শহরের বুকে বিষ মদে মৃত্যু মিছিলের ঘটনা। সম্প্রতি, বর্ধমানের হোটেলে এই বিষ মদ কাণ্ডে আট জনের মৃত্যুর পরপরই রাজ্য রাজনীতির আসরে যেন সমালোচনার তুফান ছুটছে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই ইস্যুতে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস, এসইউসিআই সকলেই প্রায় এককাট্টা। বর্ধমানে বিষ মদ কাণ্ডে আটজনের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ-প্রশাসন তথা আবগারি দপ্তর প্রথামাফিক তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি মদের ঠেকগুলিতে পুলিশের অভিযানের মাত্রা বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। এর ফলে শত শত লিটার চোলাই সহ বেআইনি মদ উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে চোলাই তৈরির সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত সহ এই কাজে যুক্ত কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসব দেখেশুনে সাধারণ মানুষ কটাক্ষের সুরে পুলিশ-প্রশাসনকে আক্রমণ করতে ছাড়েনি। তাদের অভিমত, যখনই বিষ মদে মৃত্যু মিছিলের ঘটনা প্রকাশ্যে আসবে তারপর থেকেই পুলিশ-প্রশাসনের দৌড়ঝাঁপ শতগুণ বেড়ে যাবে। কোনও এক জাদুবলে লিটার লিটার চোলাই সহ বেআইনি মদ উদ্ধার হবে, পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য মদ-সাট্টা-জুয়ার ঠেকে অভিযান চলবে, সেইসঙ্গে এইসব অসামাজিক কাজে যুক্ত অনেকেই গ্রেফতার হবে। রাজ্যের সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই দৌরাত্ম্য দেখতে দেখতে অত্যন্ত বিরক্ত এবং পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকায় কার্যত হতাশ হয়ে পড়েছে। পুলিশের এই তৎপরতা কিন্তু সাধারণ মানুষকে কোনওভাবেই আশ্বস্ত করতে পারছে না। বঙ্গবাসীর অনেকেরই অভিযোগ, একাধিক রাজনৈতিক ছত্রছায়ার পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতিতেই অলি-গলিতে মদ, সাট্টা, জুয়ার রমরমা। তাদের নির্লিপ্ত ভূমিকা আর প্রশ্রয়েই পাড়ায় পাড়ায় একশ্রেণির

মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠছে। নানান বয়সী এই শ্রেণির মানুষ সকাল-সন্ধ্যা বিভিন্ন মদের ঠেকে ভিড় জমাচ্ছে এবং তাদের ওপর ভর করেই বেআইনি কারবার ফুলেফেঁপে উঠছে। আরও অভিযোগ, এই রমরমা কারবারের পিছনে রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতৃত্বের পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসনের একাংশের হাত রয়েছে এবং যাঁরা আর্থিকভাবেও লাভবান। ফলে রাজ্যজুড়ে এই বেআইনি মদের রমরমা কারবার যে পুরোপুরি বন্ধ হবে না এটা বলাই বাহুল্য।সামগ্রীক পরিস্থিতিতে চারিদিকে একটা অসহনীয় পরিবেশ তৈরি হয়েছে। একটা সময় যেটা লুকোচুরির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কালের গতিকে সেটাই প্রকাশ্য রাস্তায় এসে পড়েছে। ঔদ্ধত্যে ভরা নবীন যৌবন নেশার টানে বেসামাল হয়ে পড়েছে যে, তারা যেন যাবতীয় সংকোচ ভুলে বিধিনিষেধের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে চায়। এতদিন মেট্রোপলিটন শহরগুলির বুকে প্রকাশ্যে তরুণ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের নেশার ঘোরে ঘুরতে দেখে হতবাক হতে হত। কিছুটা দেরিতে হলেও কালের গতিকে এমনই অভাবনীয় দৃশ্য ফুটে উঠতে শুরু করেছে মফস্বল শহর সহ গ্রামগঞ্জের বুকে। এখানকার রাস্তাঘাটেও এখন প্রায়শই উঠতি যৌবনের বেপরোয়া মনোভাব প্রকাশ পেতে দেখা যাচ্ছে। উদ্ভূত সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সভ্য সমাজ কী ভাবছে কিংবা এই বেপরোয়া মনোভাব নবীন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনযাপনে কতটা বিরূপ প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে। তবে, এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সুশীল সমাজ ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এদিকে, সরকারের রাজস্ব অর্থাৎ আয়ের একটা বড়ো অংশই আসে আবগারি দপ্তর থেকে। এরাজ্যে বিগত কয়েক বছর যাবৎ মদ বিক্রির হার প্রতিনিয়ত উর্ধমুখী। রাজ্য সরকার তার রাজস্বের বিরাট ঘাটতির একাংশ পূরণ করতে আবগারি দপ্তরের ওপর যে নির্ভরশীল সেটা সকলের কাছেই জলের মতো পরিস্কার। তবে, বিরোধীরা কিন্তু আবগারি দপ্তরের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ আয়কে হাতিয়ার করে রাজ্য সরকারকে ক্রমাগত বিদ্ধ করে চলেছে।

সুন্দরবনে পাঁচশ পরিবারকে ফলের চারা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২০ সালের ২০ মে আমফান সাইক্লোনে গোটা সুন্দরবন বিপর্যস্ত। একদিকে নদীবাঁধ ভেঙে নোনা জলে ডুবেছে সুন্দরবনের বহু গ্রাম, বহু দ্বীপ। অন্যদিকে ঝড়ে ভেঙেছে গাছপালা-ঘরবাড়ি। হাজার হাজার গাছ নষ্ট হয়েছে। বড় বড় গাছ ঘরের ওপর পড়ে পড়ে ঘরগুলি সব দুমড়ে মুচড়ে শেষ। পরের দিনই গ্রামে গ্রামে, দ্বীপে দ্বীপে প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক ঘুরে ঘুরে দেখেছেন যে হাজার হাজার গাছ পড়ে মাটিতে মিশে গেছে। এই গাছ নষ্ট হওয়ার অর্থ সুন্দরবনে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে, জীব বৈচিত্র্যের ওপর চরম আঘাত। তখন থেকেই অমলবাবু ভেবেছিল বাড়ি বাড়ি গাছের চারা দেবেন, তবে ফলের চারা যেমন জাম, সাপদা, আম। ভাবনা মাত্রই কাজ। শুধু ত্রাণ সামগ্রী নয় আজও তিনি হাজার হাজার ফলের চারা বিভিন্ন বাড়িতে দিচ্ছেন। এপর্যন্ত প্রায় বারো হাজার ফলের চারা বারো হাজার পরিবারের মায়েদের হাতে দিয়েছেন। মায়েরা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এবছরও 'সবুজের অভিযান' এই কর্মসূচি নিয়ে তিনি ফলের চারা দিয়ে চলেছেন। তাঁর এ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন চম্পা মহিলা সোসাইটি, আশা ধর এডুকেশন, কেয়ার আনলিমিটেড-এর মতো অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। শুধু চারা দেওয়া নয়, চারা হাতে গ্রামে গ্রামে মায়েদের নিয়ে পথ মিছিল, পথসভা করছেন এবং মানুষের কাছে আবেদন করছেন যাতে প্রতিটি পরিবার নিজ উদ্যোগে এই চারা লাগান।

গত ১০ জুলাই একটি অনুষ্ঠানে শিবগঞ্জ, ভরতগড়, কুমিরমারী, বল্লার টোপ, রাণীগড় গ্রামের পাঁচশত মায়েদের হাতে আম ও জামরুল চারা তুলে দিলেন বৃক্ষ বন্ধু অমলবাবু।

কেয়ার আনলিমিটেডের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সূর্যাশীষ গুপ্ত। চম্পা মহিলা সোসাইটি প্রাঙ্গণে মায়েদের হাতে এই ফলের চারা তুলে দিয়ে তিন বলেন এই চারা বাঁচলে পরবর্তী বছরে তিনি আরও চারা দেবেন। এই চারা প্রদানে প্রবাসী মীরা ভৌমিকও সহযোগিতা করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতি আল্পনা ঘোষ ও শ্রী অর্পণ দত্ত রায়, মমতা নায়েক। শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক বৃক্ষবন্ধু অমলবাবু প্রতিদিনই সুন্দরবনকে আরো সবুজ করার লক্ষ্যে মায়েদের নিয়ে পথ মিছিল করছেন, সাইকেলে গ্রামের মধ্যে এই অভিযানে সামিল হয়ে তিনি বাড়িতে বাড়িতে গাছ লাগিয়ে চলেছেন।

১৪ জুলাই, ২০২২ অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন করল সাগর ব্লকের টোরণী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিশুদের দিয়ে গাছ লাগিয়ে শুভসূচনা করা হলো অরন্য সপ্তাহের তথা বৃক্ষরোপন ও বনমোৎসবের। এবারের থিম গাছ লাগাও, পরিবেশ বাঁচাও। একটি গাছ, অনেক প্রাণ। একটি করে গাছ লাগাই, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বাঁচাই।

BSK
বাংলা সহায়তা কেন্দ্র

বাংলা সহায়তা কেন্দ্র
সবার পাশে, সবার সাথে

সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সমাজের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য জুড়ে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। বাংলা সহায়তা কেন্দ্র সামাজিক ও উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য প্রচারের ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং একজানালা পরিষেবা বিনামূল্যে জনগণের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে।

৩৫৬১ কেন্দ্র
২৭৩ পরিষেবা

এখন ইলেকট্রিসিটি বিল ও মিউটেশন ফি-এর মতো জরুরি পরিষেবা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে সহজেই পেতে পারেন।

কিছু উল্লেখযোগ্য পরিষেবা
- ডিজিটাল রেশন কার্ড
- সবুজ সাথী
- কৃষক বন্ধু
- জাতিগত শংসাপত্র
- কন্যাশ্রী
- রূপশ্রী
- স্বাস্থ্যসাথী
- স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড
- তপশিলি বন্ধু
- কর্মসাথী
- জয় বাংলা
- যুবশ্রী
- গতিধারা
- ঐক্যশ্রী

শহর এলাকায় অতিরিক্ত পরিষেবা
- ই-ট্রেড লাইসেন্স
- ই-বিল্ডিং প্ল্যান
- ই-মিউটেশন

বাংলা সহায়তা কেন্দ্র
একজানালা পরিষেবা
www.bsk.wb.gov.in

যে কোনও প্রশ্নের জন্য, নিকটস্থ বিএসকে কেন্দ্রে-ডিএম/এসডিও/বিডিও অফিস/স্বাস্থ্যকেন্দ্র/এসআই অফিস/পাবলিক লাইব্রেরি /আর্বান লোকাল বডিস/কেএমসি বোরো অফিসে যোগাযোগ করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্টেট ব্যাঙ্কের চেক প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিরক্ষা কর্মী চন্দন রায় ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক রাজপুর শাখায় পেনশনভোগী ছিলেন। এবং রাজপুর শাখা থেকে চন্দন রায় পেনশন লোন নিয়েছিল, এসবিআই লাইফ এর পক্ষ থেকে ইন্সুরেন্স করা হয়েছিল, কেবলমাত্র দুটো কিস্তি পরিশোধ করার পর চন্দন রায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে ৩০ অক্টোবর ২০২১ মারা যান। তিনি Sbi Life, SBI-এর যৌথ উদ্যোগ স্মার্ট স্বধন প্লাস বিমা পরিকল্পনার (পলিসি নং 1Z780402506) অধীনে বিমার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। প্রিমিয়ামের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৪৪২৭ টাকা এবং বিমাকৃত পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ টাকা, শাখা মৃতের আত্মীয়দের এই নীতি সম্পর্কে অবহিত করে এবং দাবি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে বলে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র পূরণ করার পরে, ৫ জুন তারিখে SBI LIFE-এ দাবি করা হয়েছিল। এই দাবিটি SBI লাইফ দ্বারা নির্ধারিত TAT-এর মধ্যে সফলভাবে প্রক্রিয়া করা হয়েছে এবং ২৮ জুন ২০২২-এ অ্যাকাউন্টে ৫ লক্ষ টাকা দাবি জমা হয়েছে। ৩.৪১ লক্ষ টাকা লোন অ্যাকাউন্টে ক্লোজার অ্যামাউন্ট হিসাবে জমা হয়েছিল এবং বাকি ১.৫৯ লক্ষ টাকা মনোনীত নমিনি তাঁর কন্যা রওশালী রায়-এর অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল। এইভাবে একটি পরিবার যারা উপার্জনকারী সদস্যকে হারিয়েছে তারা ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং শাখাও তার এনপিএ পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। ভারতীয় স্টেট ব্যাংক-এর রিজিওনাল অফিস বারুইপুর রিজিওনাল ম্যানেজার মনোজ কুমার ও চিফ ম্যানেজার রঞ্জন কুমার রওশালী রায় এর হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। চিফ ম্যানেজার রঞ্জন কুমার বলেন ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাংক ও এস বি আই লাইভ ইন্সুরেন্স যৌথ উদ্যোগ নিয়ে সমগ্র দেশজুড়ে এই কাজ করে যাচ্ছে, যে সমস্ত পরিবার এসবিআই লাইফ ইন্সুরেন্স করেছে তাদের মৃত্যুর পর তাদের নমিনীরা যাতে ক্ষতিপূরণের সমূহ অর্থ পেতে পারে তার জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা জারি রেখেছে। রিজিওনাল ম্যানেজার মনোজ কুমার বলেন, আমি সবাইকে আবেদন করব যারা লোন নিচ্ছে তারাও যেমন এসবিআই লাইফ করবেন, অনুরূপভাবে সমস্ত স্তরের নাগরিকের কাছে আমার বিনম্র আবেদন আপনারা এসবিআই লাইফ স্টেট ব্যাঙ্কে পরিষেবা গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন ভারতীয় স্টেট

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি এক নং ব্লকের নগরী গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত আমগাছি গ্রামে গত ৮ জুলাই সকালে নিজেদের বাড়ি তৈরি করার সময় দেওয়াল চাপা পড়ে দুজনের মৃত্যু হয়। মৃতরা হলো - রাম হাঁসদা ও শিবশম্ভু মুর্মু। লালন লোহার আহত অবস্থায় সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত ব্যক্তিকে দেখতে হাসপাতালে যান সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। মৃত দুজনের পরিবারের সাথে দেখা করে বীরভূম জেলাপরিষদের পক্ষ থেকে দুই পরিবারের হাতে পঁচিশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিধান রায় এবং ডিএসপি (ডিএন্ডটি) অয়ন সাধু। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ওসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রাত্রে বোলপুর বাইপাসের ধারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে মোটরবাইক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বোলপুর ট্রাফিক ওসি তুহিন ঝা'য়ের। হেলমেটহীন ছিলেন তুহিন। তিনি দীর্ঘদিন রামপুরহাট মহকুমার ট্রাফিক ওসি ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে গণপুরে ষোলো চাকা লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় অমিত মন্ডল (২০)। লরির দোকান করতো বাসস্ট্যান্ডে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গুরু পূর্নিমার কোটালে ভোগান্তি

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে জমি জটের কারণে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করা যাচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। তবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে কাকদ্বীপ মহকুমা প্রশাসন। তবে ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকায় এখনই বাঁধ এলাকার মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই জেলা শাসক সুমিত গুপ্তার নির্দেশে বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে প্রশাসন ও সেচ দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকও করা হয়। এই বিষয়ে কাকদ্বীপের মহকুমাশাসক অরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রতি কোটালের মতই জলস্ফীতি দেখা দেয় নদী ও সমুদ্রে । দু'এক জায়গায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁধ উপচে জল ঢুকছিল। তবে সেচ দফতর দ্রুত বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করে। শুক্রবার পর্যন্ত পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হবে।'

অন্যদিকে শুক্রবার সকালে বঙ্কিমনগর নদী বাঁধ এলাকা পরিদর্শনে গেলে, এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়েন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, এলাকার মানুষের দাবি কেন বারে বারে তাদের নোনা জলে ভাসতে হবে, পাশাপাশি কাজের ব্যাপারে একাধিক বিষয়ে কন্টাকটার থেকে শুরু করে কর্মচারীর গাফিলতির অভিযোগ তোলে এলাকার মানুষজন। তবে এই বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান ইতিমধ্যে ইডিকেসান এসডিও এর এই বিষয়ে কথা হয়েছে যাতে আর নতুন করে তার ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগড়ে দেয়। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের একাধিক বকেয়া টাকা আটকে রেখেছে যার জন্য পরিকল্পনা করেও ঠিকঠাক মতন কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তিনি আশ্বাস দেন আগামী দিনে বিভিন্ন জায়গায় নদীবাঁধের কাজ শুরু হয়েছে। এবং আগামী দিনে যাতে সুন্দরবনবাসীকে আর সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয়, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জেলা আদালতের হাল বেহাল

প্রথম পাতার পর

কিন্তু অবিভক্ত থাকাকালীন আলিপুরে যতগুলো কোর্ট ছিল, দুটো জেলা ভাগ হবার পরেও সেই সম সংখ্যক কোর্টগুলো সেখানেই রয়ে গেল। তারপরে আলিপুরে সমস্ত মহকুমা আদালতগুলিও চালু হয়ে গেল। কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার, বারুইপুর। তথাপি আলিপুরের কোর্টগুলি পূর্ণাবস্থায় সেখানেই থাকল। কেসের সংখ্যা কমে গেলেও কোর্ট সংখ্যার কমল না। আমাদের এখানে নতুন করে যে কটা কোর্ট আনা হয়েছে সবই আমরা আন্দোলন করে এনেছি। এখানে প্রথম থেকে দুজন জেএম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দুজন মুন্সেফ থেকে আর বাড়ল না, এত লোক সংখ্যা, এত কেস সংখ্যা বাড়লেও সরকার কার্যত উদাসীন। এখানে সব মিলিয়ে মোট কোর্ট সংখ্যা মাত্র চব্বিশ। ২০০৫ সাল থেকে আমরা বিচার ব্যবস্থার সুবিধার্থে এই ৭ দফা দাবি জানিয়ে আসছি। আজ পনেরো বছর অতিক্রান্ত হলেও কোনও সুরাহা হয়নি। এখানে উকিলবাবুদের জন্য কোনও বার লাইব্রেরি নেই, বসার কোনও জায়গা করা হয়নি। সাব ডিভিশনাল কোর্টগুলোরও খুব দুরবস্থা। এখানে দুটো লিফট রয়েছে। দুটোই অত্যন্ত নিম্নমানের। প্রায়ই অচল হয়ে থাকে। আবার চলতে চলতে মাঝপথে আচমকা বন্ধ হয়ে যায়। তখন ভিরে থাকা হাটের সমস্যাগ্রস্ত মানুষগুলোর দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়। একাধিকবার এরকম হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয়নি।

কর্মবিরতির মধ্যেই নতুন জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে নবনীতা রায় দায়িত্বভার নিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের সাথে একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছেন। ডিস্ট্রিক্ট জজের তত্ত্বধানে জোনাল জজও মিট করেছেন। জেলা জজ ও জোনাল জজের সাথে কথা বলে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছি। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা পিডব্লিউডির সঙ্গে জমে থাকা মামলার পরিমান সম্পর্কে তারকবাবু বলেন, 'এই জেলায় প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মামলা সর্বমোট জমে আছে।' শুক্রবার ১৫ জুলাই পুপরায় মিটিংয়ের কথা উল্লেখ করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে জেলা ও দায়রা জজের পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত নবাগতা নবনীতা রায়ের সঙ্গে বিষয়টির সুরাহায় উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানানো হয়। এদিকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা পিডব্লিউডি-র সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের দেখা না পাওয়া গেলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক কর্মী বলেন, বিষয়টি তাদের গোচরে আছে জানালেন এবং দেখা হচ্ছে পিডব্লিউডি-র তরফ থেকে জানানো হয়।

বারাসত প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, 'যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, কাজ বন্ধ করে কিছু করবেন না। সেক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষ কাজ বন্ধ করে কিছু করবেন না। সেক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষ হয়ে কাজ বন্ধ করে তাদের এই দাবি দাওয়ার জন্য অবস্থান বিক্ষোভ কতটা যুক্তি সঙ্গত নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ যেখানে তাদের ছাড়া বিচারপ্রার্থীদের উদ্ধার নেই সেক্ষেত্রে এভাবে কাজ বন্ধ রাখা অনুচিত বলে আমার মনে হয়।'

দুর্ঘটনা রুখতে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাস্তায় পড়ে রয়েছে বালি,পাথর সহ ইমারতি দ্রব্য। বারবার নিষেধ করলেও হুঁশ ফেরে নি সাধারণ মানুষজনের। এবার দুর্ঘটনা রুখতে উদ্যোগী হলো মুরারই থানার পুলিশ। মুরারই থেকে রাজগ্রাম এবং ভাদীশ্বর থেকে চাতরা যাওয়ার রাস্তায় পড়ে থাকা ইমারতি দ্রব্য সরিয়ে দেয় মুরারই থানার পুলিশ। খয়রাশোল থেকে কাঁকরতলা যাওয়ার রাস্তায় পড়ে থাকা ইমারতি দ্রব্য সরিয়ে দিলো খয়রাশোল থানার পুলিশ।

প্রতারণার শিকার ট্যাক্সিচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটি অ্যাপ ডাউনলোড করে দশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা প্রতারণার শিকার হলেন দুবরাজপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় ট্যাক্সিচালক তপন গড়াই । সরকারি একটি জীবনবীমা সংস্থায় একটি চেক দেন । সেই চেক প্রদানের পর টাকা লেনদেন হয়ে গেলে তাকে অপরিচিত এক ব্যক্তি ফোন করেন ব্যাংক কর্মী পরিচয় দিয়ে । ব্যাংক কর্মী হিসেবে পরিচয় দেওয়া ব্যক্তি এমন ভাবে তপন গড়াইয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলে বিশ্বাস অর্জন করেন যে তপন গড়াই ওই ব্যক্তিকে ব্যাংক কর্মী হিসাবে ভেবে নেন। এরপর তাকে অটো ফরওয়ার্ড এসএমএস টু পিসি নামে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হয় । সেই অ্যাপটি ডাউনলোড করার পরেই ধাপে ধাপে তপন গড়াই এবং তার পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হতে শুরু করে । এই ঘটনায় মোট দশলক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা উধাও হয়ে যায় । ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই ব্যক্তি দুবরাজপুর থানা এবং বীরভূম সাইবার সেল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ।

বীরভূমে উদ্ধার কয়লা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিএসপি ডিইবি স্বপনকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বুধবার গভীররাতে বক্রেশ্বর ব্রিজ এবং পুরন্দরপুর এলাকা থেকে আটটি মোটরবাইক থেকে ছাপান্ন কুইন্টাল কয়লা উদ্ধার করে। দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল - রিয়াজ খান এবং লালু শেখ। আটটি মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের এবং বাজেয়াপ্ত মোটরবাইকগুলি স্থানীয় থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নলাটেশ্বরী মন্দিরে মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : একান্ন সতীপীঠের অন্যতম নলহাটি নলাটেশ্বরী মন্দির। অতিমারি করোনা কাটিয়ে এবছর জাঁকজমক করে পালিত হল নলহাটেশ্বরীর বাৎসরিক মহোৎসব। গত ৮ জুলাই শুক্রবার। ইতিহাস এবং পুরানের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত বীরভূম জেলার নলহাটির এই স্থানটি। দেবী নলাটেশ্বরী মন্দির একান্ন সতী পীঠের অন্যতম। শোনা যায়, ব্রাহ্মণী নদী তীরে ললাট পাহাড়ের নিচে সতীর কণ্ঠনালী পড়েছিল। সেই কণ্ঠনালীর ওপর বেদি তৈরি করে প্রতিষ্ঠিত হন দেবী নলাটেশ্বরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নলহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং। দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন বাৎসারিক মহোৎসবে।

মহানগরে

হোর্ডিং থেকে হুকিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার হোর্ডিং থেকে দেদার হুকিং। তাই দুর্ঘটনা রুখতে কলকাতা পুরসভা নিজেদের হোর্ডিং গুলি পরীক্ষা করে দেখবে। ই এম বাইপাসের মাঠপুকুর এলাকায় বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং বোর্ড থেকে এক ব্যক্তি বিদ্যুতস্পৃষ্ট হন। স্থানীয়দের সচেতনতায় যদিও তিনি রক্ষা পান। যে হোর্ডিং থেকে দুর্ঘটনাটি ঘটে সেটি কেএমডিএ – র। ওই হোর্ডিংয়ের খুঁটি থেকে অবৈধ ভাবে বিদ্যু সংযোগ নেওয়ায় বিদ্যুতবাহী হয়ে উঠে ছিল বলে পুরসভার দাবি। গত ১২ জুলাই কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, যে বিজ্ঞাপন হোর্ডিং থেকে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়েছিল, সেখানে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া হচ্ছিল বলে পুরসভার তদন্তে জানা যায়। মেয়র পারিষদের বক্তব্য, হোর্ডিং বোর্ডে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয় সিইএসসি। তাই এগুলি তাদের দেখা উচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পুরসভার প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজারের মতো বিজ্ঞাপন হোর্ডিং রয়েছে। এর মধ্যে আড়াই হাজার হোর্ডিং বেসরকারি সম্পত্তির উপর রয়েছে। স্ট্রিট হোর্ডিং রয়েছে আনুমানিক তিন হাজার।

পুর কন্ট্রোল রুম শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় ভারী বর্ষণের আগেই ১১ জুলাই কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় পুরভবনের একতলায় (অতীত

দিনের চ্যাপলিন সিনেমা হলের বিপরীতের গেট দিয়ে প্রবেশ করে বাঁ হাতের গেট) দ্বারোদঘাটন হল অত্যাধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত কন্ট্রোল রুম–এর। নবান্নের ধাঁচে তৈরি এই কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন নিকাশি দফতর মেয়র পারিষদ তারক সিং, উদ্যান দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, কলকাতা পুরসভা নয়াধ্যক্ষ বিনোদ কুমার ও জল সরবরাহ অন্যান্য দফরের ডিরেক্টর জেনারেল ও আধিকারিকগণ।

নীলসাদা ইউনিফর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকারের সরকারি বিদ্যালয়, সরকার পোষিত বিদ্যালয় ও সরকারি সাহায্যকারী বিদ্যালয়ের জন্য বিশ্ব বাংলা লোগো দেওয়া ইউনিফর্ম

তৈরি করছেন কলকাতা পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। রাজ্যের ১৪৩১টি সরকারি বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম তৈরির বরাত পেয়েছে কলকাতা পুরসভার সোশ্যাল সেক্টর। এজন্য মোট ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯০০ জন ছাত্রছাত্রীর ইউনিফর্ম তৈরি করবে। সোশ্যাল সেক্টর দফতরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এখন রাজ্য সরকারের অনুমোদিত স্কুলের ইউনিফর্ম পুরসভা তৈরি করবে। কলকাতা পুরসভার সংযুক্ত ৬২৯ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে। চলতি মাসের মধ্যেই বিদ্যালয় গুলিতে ইউনিফর্ম পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

র‍্যাম্পে হাঁটবে কি পাট শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্লাস্টিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আশার আলো দেখছে পাট শিল্প। পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্পের বিস্তার এবং একে ঘিরে রাজনীতির চর্বিত চর্বন কয়েক বছর ধরে যেন শিখরে চলে এসেছে। পাটের কারণে সম্প্রতি রাজনৈতিক দল বদলেরও ঘটনা চোখে পড়েছে। দুই সরকারি পাট নিয়ে বিস্তর আলোচনা সত্ত্বেও কারখানার দরজায় বন্ধের নোটিশ চিপকানো বন্ধ হয়নি। এহেন পরিস্থিতির মধ্যে কলকাতায় ন্যাশনাল জুট ইনস্টিটিউট এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানে হলমার্কের মতো জুট মার্ক লোগোর উদ্বোধন করেন তারা। এই লোগোই দেশ বিদেশে ভারতীয় জুটকে চিহ্নিত করবে। কর্মকর্তাদের দাবি এতে পাট শিল্পের বেশ চাহিদা বাড়বে এবং শিল্প এগিয়ে যাবে। এদিন এই অনুষ্ঠানে পাটের তৈরি শাড়ি জামা কাপড় পড়ে এক ফ্যাশন শো–এর আয়োজন করা হয়েছিল। পাটকে মানুষের মধ্যে আরও বেশি অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যই এমন পরিকল্পনা বলে জানান কেন্দ্রীয় বস্ত্র দফতরের সচিব ইউ পি সিং। তিনি আরও বলেন, জুট মার্ক এক নতুন অধ্যায়ের শুরু করলো পাট শিল্পতে। পাট শিল্প এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদী সকলে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজির ফ্যাশন শোতে পাটের তৈরি হাল আমলের জামা কাপড় থেকে শুরু করে শাড়ি ধুতি পাঞ্জাবীরও সম্ভার তুলে ধরা হয়। এখন দেখার শেষমেষ পাট শিল্প কলার তুলে র‍্যাম্পে হাঁটে কিনা।

কাঁচামালের সমস্যায় ইস্পাত শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং স্টিল সিনারিও জার্নাল–এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় ইস্পাত শিল্পের সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীদের এবং উদ্যোগপতিদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনা সভায় স্বাগত ভাষণে এমসিসিআইয়ের সভাপতি ঋষভ সি কোঠারি বলেন, ইস্পাত শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন করেন একটি কোর কমিটি গঠনের জন্য। যেখানে ইস্পাত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিরা থাকবেন। যাঁরা এই শিল্পের সুবিধা অসুবিধা সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারবেন যা পশ্চিমবঙ্গকে সব থেকে বড় ইস্পাত প্রস্তুতকারক রাজ্য হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্টের চেয়ারম্যান সম্রাট রাহী বলেন, ভারত সরকার ইস্পাতের উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করছে। সেক্ষেত্রে হলদিয়া বন্দর এবং কলকাতা বন্দর সব সাহায্যের এবং আরও উন্নতমানের বন্দর পরিষেবা দিতেও প্রস্তুত। বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে এদিন উঠে আসে কিছু অসুবিধার কথাও। কয়লার কমতির জন্য কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে এছাড়াও জমির সমস্যার জন্যও বড় কারখানা তৈরি করতেও পিছিয়ে আসতে হচ্ছে, একথা জানালেন শাকম্ভরী গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের অধিকর্তা দীপক কুমার আগরওয়াল। এম সি সি আইয়ের ইস্পাত বিভাগের কো চেয়ারম্যান এবং শর্মা গ্রুপের সভাপতি ভিভেক আধুকিয়া বলেন, ভারত সরকার চিন থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে বারণ করেছে এ কারণে এমএমই–র এবং ভারতীয় কাঁচামালের ওপর চাহিদা অনেকটাই বাড়ছে। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেন কয়লা এবং অন্যান্য কাঁচামাল যাতে পর্যাপ্তভাবে জোগান পাওয়া যায় তাহলে ইস্পাত শিল্পে আরও অগ্রগতি ঘটবে।

বাতিস্তম্ভ পরীক্ষায় আর্থ মেগার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকার যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিদ্যুতের পোলগুলি পরীক্ষা করতে কলকাতা পুরসভা আধুনিক যন্ত্র কিনছে। কলকাতার ১৪৪ টি ওয়ার্ডের প্রতিটির জন্য একটি করে এই যন্ত্র কিনবে। একের পর এক বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু নিয়ে আগে থেকেই উদ্বিগ্ন কলকাতা পুরসভা। উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কলকাতাবাসীও। সিইএসসি জলমগ্ন রাস্তায় বিদ্যুতের পোল, পিলার বক্স, বিদ্যুতের তার থেকে দূরে থাকার সতর্কতাবার্তা দিচ্ছে। যে কোনও সাহায্য পেতে ০৩৩–৩৫০১–১৯১২ এই নম্বরে ফোন করতে বলছে। বিদ্যুৎ স্পর্শ রুখতে পুরসভাকে সহযোগিতা করতে এবার নিজ ইচ্ছায় এগিয়ে এলেন এক নাগরিক। বিদ্যুতের পোল থেকে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কতটা রয়েছে, তা জানতে আর্থ মেগার নামে আধুনিক যন্ত্রের খোঁজ দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক কে ডি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যন্ত্রের সুবিধার কথা উল্লেখ করে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের কাছে ৮ জুলাই একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন অধ্যাপক কে ডি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে ৯ জুলাই টক টু মেয়র অনুষ্ঠান চলাকালীন ফোন করে অধ্যাপককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মহানাগরিক। তিনি বলেন, বাতিস্তম্ভ গুলি পরীক্ষা করতে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে এই যন্ত্র দেওয়া হবে। এক পক্ষকালের মধ্যে এই যন্ত্র পুরসভায় হাতে চলে আসবে। আর্থ মেগার কিনতে টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করতে এদিন পুর আলো দফতরকে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি বিপজ্জনক বাতিস্তম্ভ চিহ্নিত করতে পুরসভা হেল্প লাইন নম্বর চালু করেছে। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা রুখতে ফেসবুক লাইভে হাতজোড় করে নাগরিকদের উদ্দেশ্যে মহানাগরিক বলেন, নিজেদের এলাকায় কোনও লাইট পোস্ট বিপজ্জনক অবস্থায় থাকলে অর্থাৎ আর্থিং–এর সমস্যা, তার সংক্রান্ত সমস্যা, পোলের গোড়া ক্ষয়ে নষ্ট হয়েছে লক্ষ্য করলে, তা 'শো টু মেয়র' – এর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৮৩৩৫৯ ৯৯১১১–তে ছবি তুলে ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দিতে।

লেন্স বার্তা

জায়গায় জায়গায় রাস্তা আটকে চলছে 'একুশের' প্রস্তুতি।

জমছে জল, গজিয়েছে গাছ, অকেজো দমকলে।

সেজে উঠছে রেড রোডের দু দিক, স্বাধীনতা দিবসের আগে।

ছবি : অভিজিৎ কর

মহেশতলা পুরসভার ২৪ এবং ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া বড় খাল আবর্জনা ও কচুরিপানায় ভর্তি। সামনে বর্ষা, মশা মাছির আঁতুর ঘর হতে দোষ কোথায়। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে উপদ্রব। ছবি : অরুণ লোধ

সৌজন্য : কলকাতা পুরসভার সদর দফতরে এসে ১৪ জুলাই মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কর্ণাটকের মহিশূর পুরসভার মহানাগরিক সুনন্দা পালানেত্রা ও উপ–মহানাগরিক আনোয়ার বেইজ।

এখানে ওখানে

গান বেঁধেছেন হকার ভাইদাস

তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের জন্য একুশে জুলাই শহিদ তর্পণের দিন। ১৯৯৩ সালের এই দিনটিতে তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আন্দোলনে নেমে কলকাতার রাজপথে শহিদ হয়েছিলেন ১৩ জন। সচিবালয় অভিযানে গিয়ে পুলিশের গুলিতে রক্তাক্ত হয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। আজকের নবীন প্রজন্ম অনেকেই জানেন না, এই আত্মত্যাগের ইতিহাস। তাদের স্মৃতিতে পড়েছে ধুলোর পরত। একুশে জুলাইয়ের শহিদদের রক্তমাখা ইতিহাস নিয়ে হাওড়া–বর্ধমান মেন লাইনে হকার ও গায়ক ভাইদাস গান তৈরি করেছেন। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একুশের এই দিনটিকে আজীবন স্মরণ করতে পারে। ২০০৯ সালের ২১ জুলাই ভাইদাসের লেখা প্রথম বই প্রকাশিত হয় 'একাই একশো মমতা' বইটি বাজারে সুপার হিট হয়। বইটি মুড়িমুরকির মতো সাড়া ফেলে দিয়েছিল। উল্লেখ্য, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী, নেত্রীর আন্দোলনের বিবরণও লিখেছেন। করোনার জন্য দু'বছর ধর্মতলায় শহিদ দিবস পালিত হয়নি। ওই দু'বছর ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য রেখেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবছর, জনজীবন স্বাভাবিক। ফলে এবার ভাইদাসের গান একুশে জুলাই শহিদ স্মরণে 'ধর্মতলা চলো'। আর লাখো মানুষের কণ্ঠস্বরে নতুন ইতিহাস তৈরির সন্ধিক্ষণ।

তথ্য : মলয় সুর, ছবি : শ্যামল চক্রবর্তী

কোভিডের জেরে দু বছর পর প্রতিষ্ঠাতা সবিতা ভাসিন–এর জন্মদিনে গত ৩ জুলাই বিশেষ শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র ইন্টারলিঙ্ক কলকাতা পালন করল 'ফাউন্ডার'স ডে'। অনুষ্ঠিত হয় নাচ, গান আর যোগা প্রদর্শনী। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার শিক্ষক–শিক্ষিকা চন্দন সরকার, তাপস দেবনাথ। শিক্ষিকা মধুমিতা ব্যানার্জী নৃত্য প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্থার বয়োঃজ্যেষ্ঠ শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল।

শ্রীরামপুর কলেজের হেরিটেজ তকমা

উইলিয়াম কেরি, যোশুয়া মার্সম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড–এর উদ্যোগে ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর কলেজের মূল ভবন। সেই ভবনকেই এবার হেরিটেজ তকমা দিলো রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। গত ২৩ মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হেরিটেজ কমিশন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের চেয়ারম্যান শুভাপ্রসন্ন বলেন, শ্রীরামপুর কলেজের ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক ভিত্তি ও একটা সংস্কৃতি রয়েছে। সব মিলিয়ে কলেজের মূল ভবনকে হেরিটেজ ভবনে সম্মানিত করা হয়েছে। কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা অনেকদিন ধরেই মূল ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবেদন করে আসছিলাম। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা কলেজের একার পক্ষে বহন করা অসম্ভব। এখন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সহজ হবে। হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে ড্যানিশ বাণিজ্য বসতি শ্রীরামপুরে পরিত্যক্ত রাধাবল্লভ মন্দিরের কাছে (হেনরি মার্টিনস প্যাগোডা হিসাবে পরিচিত) অলডিন হাউসে উইলিয়াম কেরি, যোশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ডের উদ্যোগে ১৮১৮ সালে ৩৭ জন ছাত্রকে নিয়ে শ্রীরামপুর কলেজের পথ চলা শুরু। এরপর হুগলি নদীর তীরেই ১৮২২ সালে সাত একর জমি নিয়ে গড়ে ওঠে শ্রীরামপুর

কলেজের দ্বিতল ভবন। তৎকালীন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠেছিল এই কলেজ। কলেজের সুদৃশ্য লোহার গেট এবং ধাতব ফ্রেমে তৈরি দুটো সিঁড়ি জাহাজে করে ডেনমার্কের রাজা পাঠিয়ে ছিলেন। এডিনবরা থেকে এসে শ্রীরামপুর মিশন ও কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন বিজ্ঞানের খ্যাতনামা শিক্ষক জন ম্যাক। এরপর শুরু হয় আধুনিক বিজ্ঞানের পাঠদান। শ্রীরামপুর কলেজই সম্ভবত একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে একই সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব, কলা সাহিত্য দর্শন ও সেকুলার তথা আধুনিক বিজ্ঞানের পঠন পাঠন চলত। হঠাৎ ১৯২৩–এ উইলিয়াম ওয়ার্ডের মৃত্যু এবং প্রবল বন্যা শ্রীরামপুর কলেজকে বিপন্ন করে তোলে। এই সময় ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডরিক ১৮২৭ সালে রাজকীয় সনদের মাধ্যমে শ্রীরামপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত করেন। শ্রীরামপুর কলেজ এশিয়ার মধ্যে প্রথম ছাত্রদের শিক্ষান্তে ডিগ্রি অধিকার লাভ করে। ১৯৩৪ এ উইলিয়াম কেরির মৃত্যু আবার একটি বড় বিপর্যয়ের মুখে দাঁড় করায় কলেজকে। পরবর্তীকালে অনেক উত্থান–পতনের মধ্য দিয়ে এই কলেজ উনিশ শতকের প্রথম দিকে অধ্যক্ষ জর্জ হাওয়েল–এর সময়ে এশিয়ার অক্সফোর্ড হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ–গবেষক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল শিক্ষার্থীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শ্রীরামপুর কলেজের নাম। এই কলেজের সুরম্যভবন, কলেজের অধ্যক্ষের বাংলো, যেখানে উইলিয়াম কেরি থাকতেন। থিয়োলজির হস্টেল, কেরি লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম। বহু রকমের গাছ গাছালির ছায়া স্নিগ্ধ পরিবেশ, ভেষজ উদ্যান, প্রশস্ত সবুজ খেলার মাঠ আর নদীর অপরূপ সৌন্দর্য সব মিলিয়ে এমন ঐতিহ্যর উদাহরণ খুব কমই আছে।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

সায়াটিকা বাত

দু পায়ের কড়ে আঙুলের থেকে শুরু করে পাছার উপরাংশে মিলিত হয়ে মাথার দিকে চলে গিয়েছে সায়াটিকা নার্ভ। এই নার্ভটি বিরাট দায়িত্বশীল, শব ব্যবচ্ছেদ করার সময় এই নার্ভটি চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হয় না। এটা দড়ির মতো। দু পায়ের ব্যালান্স রক্ষা করে মানুষকে অকাতরে ছুটে বেড়াতে দেয়। চলাচলে বাধা পড়ে যখন এর ফিউজ বিগড়ে যায়। সায়াটিকা দুর্বল হলে চলাফেরায় বিপর্যয় নেমে আসে। প্রায় লোকদের সায়াটিকা বাত এসে হাঁটা চলায় বিপর্যয় ঘটায়। ফলে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটতে হয়। এই অবস্থা থেকে নিবৃত্তি পেতে সায়াটিকার ফিউজ চালু করা দরকার। কড়ে আঙুলের ওয়েব বরাবর কনিষ্ঠা ও অনামিকার যে দুটি হাড় গোড়ালির দিকে গিয়েছে তার মধ্যবর্তী খালের মতো নীচু অংশে চাপ দিন। কনিষ্ঠার নীচে নামলে একটা গাঁট পাওয়া যায়। এই গাঁট থেকে কিছুটা নেমে এলে প্রথম যে ব্যথা পাবেন তার উপর আকুপ্রেসার চিকিৎসা চালান। সায়াটিকা স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। পায়ের ব্যথা কমবে।

লো প্রেসার

লো প্রেসারকে বাই করতে হলে দুহাতের দু কড়ে আঙুল এবং পায়েরও কড়ে আঙুলের তলা ঘষতে হবে। ডান হাতের ২ ও ৩ নম্বর বাঁ হাতের ২২ ও ২০ নম্বরের করের মধ্যবর্তী এলাকায় চাপ দিন।

অচৈতন্য হওয়া

এটি নানা কারণে হতে পারে। চটজলদি চিকিৎসার জন্য উভয় হাতে কড়ে আঙুলের নখের ভিতর দিকের ও কড়ে আঙুল ও তার পাশের আঙুলের মাঝখান দিয়ে কিছুটা নেমে এসে যেখানে রেখায় মিলেছে সেই হৃদপিণ্ডের বিন্দুতে চাপ দিলে রোগী আবার জ্ঞান ফিরে পাবে। বার বার এমন হলে তা মৃগী, প্রবল কম্পন সহ নানা গভীর সমস্যাগুলির জন্য হতে পারে। কারণটি খুঁজে বার করে তার চিকিৎসা করান।

হাত তালি

নিয়মিত হাত তালি দিয়ে সারা শরীরের স্নায়ুর প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। হিজরারা অনবরত হাততালি দেয়। তাই ওদের অসুখ বিসুখের প্রবণতা কম। নেই বললেই চলে। সারা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালু থাকলে কোনও অসুখ থাকে না। স্নায়ুর প্রবাহে বাধা পড়লেই অসুখ দেখা দেয়। বুড়ো আঙুলে মাথা ঘাড় মন। তর্জনী আর মধ্যমায় আছে পায়ের অনেক স্নায়ু, ঠান্ডা লাগা আর চোখ। অনামিকায় আছে কান কনে আঙুলে আছে শক্তি। মধ্যবর্তী হাতের তালুতে আছে থাইরয়েড, পাকস্থলী, বক্ষ, পিত্ত, হৃৎপিন্ড, যকৃত সহ প্রায় সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিন্দু। তবে হাত তালির পর শেষে যে মধ্যবর্তী অংশে চাপ পড়ে না তাতে আলাদা করে চাপ দিলে সোনায় সোহাগা।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

রাজডাঙা দ্যোতকের নাট্য প্রয়াস

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ১৯ জুন তপন থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হল রাজডাঙা দ্যোতক–এর তত্ত্বাবধানে সমবেত নাট্য প্রয়াস। আজকাল এই ধরনের সমবেত নাট্যাভিনয় অনেক দল করছে। এতে খরচ খরচা এবং অন্যান্য অনুষঙ্গের অনেক সুবিধা হয়। নাটকের খরচ এখন আর আগের মতো নেই। ফলে এ ধরনের অনুষ্ঠান হয়তো আরও হবে। তবে সব দিক দিয়ে বিচার করলে বেশ বোঝা যায় যে এর কোন বিকল্প বোধ করি এই মুহূর্তে প্রায় নেই বললেই চলে। যে কোনও একটি দল উদ্যোগটা নেয় অন্যদলগুলি সহযোগিতা করে। এতে দলের সাথে দলের সহযোগ সহমর্মিতা যেমন বাড়ে তেমনই পরস্পরের হাত ধরে চলা এবং ভাবনার আদান প্রদান গ্রুপ থিয়েটারেরই শিক্ষা। এটা ভাল উদ্যোগ সন্দেহ নেই। যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় নজন। এদিন মোট চারটি দল তাদের নাটক মঞ্চস্থ করলো (১) মিউনাস (২) সমকালীন সংস্কৃতি (৩) সিউড়ি আত্মজ এবং (৪) রাজডাঙা দ্যোতক। প্রথম নাটক মিউনাস প্রযোজিত উৎসব দাস নির্দেশিত নাটক 'অবচেতন' একটু রহস্য ঘন পরিবেশ। বৃষ্টিতে ভিজে এক আগন্তুক একটি পোড়ো বাড়িতে এসে হাজির। তারপর পরতে পরতে কাহিনীর বিস্তার ও ক্লাইমেক্স তুঙ্গে ওঠে। চেতন ও অবচেতন এই দুটি সত্তাই মানুষের জীবনের অঙ্গ।

চেতন সত্তার কিংবা অবচেতনে মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে পূর্ব পরিকল্পিত ছাড়াই । একটা সময় আসে যখন মানুষকে দাঁড়াতে হয় নিজের মুখোমুখি। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন বিখ্যাত নাট্য পরিচালক অভিনেতা এবং বেশ নামি দামী মানুষ সমরেশ একদিন একটি সেমিনার শেষে বৃষ্টিতে ঝড়ের দাপটে আশ্রয় নেয় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে। অজস্র অন্যায় অনৈতিক কাজ, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পথ পেরিয়ে সে এখন বিখ্যাত ও স্বঘোষিত বিরাট নাট্য ব্যক্তিত্ব। সেই সমরেশ এই পোড়ো বাড়িতে এসে অবচেতনে মুখোমুখি হয় পুত্র ক্ষুদিরাম, আদিত্য, বন্ধু অনির্বাণ এবং স্ত্রী শত রূপার সাথে যারা তার অন্যায়ের শিকার হয়ে ইহলোক ছেড়েছে বহুদিন। এই মুখোমুখি সংঘাতে সমরেশ নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে বিধ্বস্ত হয়। সে বুঝতে পারে সব কিছু জয় করা তো দূর অস্ত সে পরাজিত এবং নিজের ঘেরাটোপে নিজেই বন্দি। এই নাটকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সমরেশ ও আদিত্য। সমরেশ প্রকাশ হলেও আদিত্য সেভাবে প্রকাশ পায়নি। নাটকে অনেক মাত্রা আছে যা ডানা মেলেনি। তবে সুযোগ ছিল। অভিনয়ে ছিলেন অনির্বান চরিত্রে স্বর্ণেন্দু, শতরূপা চরিত্রে সোমা, সমরেশ চরিত্রে সৌগত এবং নাট্যকর্মী ও ড্রাইভার চরিত্রে আরও দুইজন। সব শেষে ক্ষুদিরাম চরিত্রে সৌম্যজিৎএর অভিনয় ও মেজাজ আমার ভাল লেগেছে। শতরূপাকে আরও রেজিস্টার্ড করা দরকার।

মঞ্চ ভাবনা বেশ চমৎকার। বাবলু সরকারের 'আলো ছায়া অন্য মাত্রা দিতে পেরেছে। সবশেষে বলছি অনির্বান চরিত্রে স্বর্ণেন্দুকে আরও একটু স্পেশ দেওয়া দরকার ছিল।

এরপর অভিনিত হয় সমকালীন সংস্কৃতি প্রযোজিত এবং সুদীপ্ত সরকার রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'পিকনিক'। একটি নাটকের দল কলশো করতে এসেছে গ্রাম থেকে গ্রামে। মাঝে দু একদিনের ফাঁকা থাকার কারণে তারা দল বেঁধে কোনও এক নদীর তীরে পিকনিক করতে এসেছে। হৈ হল্লায় সকলেই প্রায় মশগুল হয়েই আছে। এমন সময় দলের নির্দেশক সুবীর ফোন করে জানায় কাল নাটক হবে না। ফোনটা আন নোন নাম্বার থেকে আসে। রাজনীতির লোক এসে একরকম শাসিয়ে যায় আপনাদের সন্ত্রাস নাটক করতে পারবেন না। একরকম হুমকি দিয়ে বলে আপনাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। তাই নিয়ে সকলের মনমরা অবস্থা। নাট্যকর্মীদের আশাভঙ্গ জনিত হতাশা খেদ ফুটে ওঠে। পিকনিক মাথায় ওঠে সকলের। শো হবে কি হবে না বা শো করা উচিত না ফিরে যাওয়া উচিত এই নিয়ে নিরাপত্তা জনিত নানা বিতর্ক বাঁধে। শেষে ঠিক হয় নাটক করতে এসেছি নাটক করতেই হবে। আয়োজক বৃন্দ বাঁধা না দিলে আমরা নাটক করেই যাবই। নাটক তো সমাজের কথা বলবেই। নাটক তো সময়ের কথা বলবেই। বাঁধ ভেঙে দাও গান দিয়ে নাটক শেষ হয়। দৃশ্যটি বড় দৃষ্টিনন্দন লেগেছে। দলগত সংহতি বেশ মজবুত। আবহ আরও ভাল করার অবকাশ আছে। সৈকত মান্নার আলো যথাযথ। বেশ জোরালো উপস্থাপনা। অভিনয়ে ছিলেন অনিন্দ চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ পাল, অনিন্দ মুখার্জী, তনিমা দাস সরকার, মিত্রা দাস, শুভজিৎ বসু, দীপাঞ্জন গাঙ্গুলি, অপর্ণা দাস, দীপেন কান্তি আচার্য্য, সুমন দাস, পার্থ সারথি দাস, দিপ্সা চ্যাটার্জী, বিনীতা সেন, সুপর্ণা মাইতি, শাইনি দত্ত এবং সৌরভ মণ্ডল প্রমুখেরা। সুদীপ্তকে শুধু বলবো শুধু একটু টাইট করে দাও।

এরপর অভিনিত হল সিউড়ি আত্মজ প্রযোজিত নাটক 'ন হন্যতে' নির্দেশনায় মুকুল সিদ্দিকী। মরে ভুত হয়ে যাওয়া এক দম্পতি একটি পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে বেশ সংসার জাকিয়ে বসেছে। হঠাৎ ওই পোড়ো বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় মাঝ বয়সী এক যুবক এবং কিছুক্ষণ পরে আসে একটি অবিবাহিত তরুণী। এরপর শুরু হয় আড়াল থেকে ওদের কথাবার্তা শুনে মিল করে দেবার চেষ্টায় রত ভূত দম্পতি। ন হন্যতে নামটি শুনেই কিছুটা ইঙ্গিত পেয়েছিলাম ওই রকম কিছু একটা দেখতে পাব। নাটকটিকে প্রায় একাই টেনে নিয়ে গিয়েছে ভূত চরিত্রে মুকুল সিদ্দিকীর অনবদ্য অভিনয়। মুকুল আমার অত্যন্ত প্রিয় শিল্পী। ওর নাটক এলেই আমি দেখতে যাই।

চতুর্থত শেষ নাটক রাজডাঙা দ্যোতক প্রযোজিত, বাবীন চক্রবর্তী রচিত শুভাশিস ভট্টাচার্য ও শান্তনু দীক্ষিত নির্দেশিত নাটক 'হনন'। ৬০ বছরের বৃদ্ধ সব সময়ে সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চায়। কিন্তু সব জায়গাতেই বিফল হয়। শেষে হতাশা তাকে কিছুটা দমিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু প্রতিবাদের ঝড় তার মনের অভ্যন্তরে এমনভাবে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে যে সে কিছুতেই সেখান থেকে ফিরে আসতে পারে না। ফলত সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যায় জেনেও আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়। এবং কার্যক্ষেত্রে কিছুটা রেজাল্ট পায়। এখন সে কি করবে? প্রতিবাদে সফল হতে সে কি বার বার আইনকে নিজের হাতে তুলে নেবে? সেটাই প্রশ্ন। আসলে সে কিন্তু ভালবাসার কাঙাল। এবং একটা সময়ে তার এই প্রতিবাদী মন অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। তার দেখাদেখি অনেকেই সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই ঘটনা বৃদ্ধের মনে এক আশার সঞ্চার করে সে সকল শ্রেণির মানুষকে উপলক্ষ করে বলে ওঠে আই লাভ ইউ।

নাটকটি মানুষের একটা মনস্তাত্ত্বিক দিককে তুলে ধরেছে। এটা কোন মানসিক রোগ কিংবা মনের বিকার নয়, এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যেটা মানুষের অন্তরে ঘুমিয়ে বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে, কোন কারণে যদি সেটা একবার গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে মানুষ তখন অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। এটা ডাক্তারি পরিভাষায় কোন বাইপোলার ডিজওর্ডার নয়, বরং মানুষের সজাগ হয়ে ওঠার এক যুগ সন্ধিক্ষণ। অভিনয়ে মোহিত পান্ডের ভূমিকায় সুমনসিংহ রায়, শ্রুতি খটুর চরিত্রে মিঠু চক্রবর্তী, পুলিশ চরিত্রে মৌ দাশ চক্রবর্তী এবং সম্পর্ণা–র চরিত্রে ঐশিকা শ্রেয়সী এরা সকলেই ভাল কাজের নমুনা রাখলেন। মঞ্চ ভাবনা শুভাশিস, মঞ্চ নির্মাণ অজিত রায় এবং কোরিওগ্রাফিতে পুরুষোত্তম রায় বেশ ভাল।

দ্বীপভূমি সুন্দরবন

উজ্জ্বল সরদার

সুন্দরবন চর্চায় মহাভারতসম গ্রন্থ 'দ্বীপভূমি সুন্দরবন'। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল, সুন্দরবনের পরশমণি গ্রাম থেকে উঠে আসা এক লড়াকু অধ্যাপক সাহিত্যিক মানুষ। সুন্দরবন, ছিটমহল, ওপার বাংলার সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অবাধ বিচরণ। তাঁর প্রায় এক দশকের পরিশ্রমের ফসল এই 'দ্বীপভূমি সুন্দরবন' গ্রন্থটি। সুন্দরবন চর্চায় এই গ্রন্থ একটি মাইল ফলক বলা যায়। অতীত থেকে বর্তমান প্রজন্মের সুন্দরবন চর্চার লেখক গবেষকদের লেখার সমাহারে পরিপূর্ণ গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের সূচনায় বলা হয়েছে গ্রন্থটির উদ্দেশ্য সুন্দরবনের প্রত্নতত্ত্ব, আঞ্চলিক ইতিহাস ও রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, উন্নয়ন ও কৃষি অর্থনীতির রূপরেখা অঙ্কনের পাশাপাশি সুন্দরবনের পরিবেশের ইতিহাসের রূপরেখা উপস্থাপিত করা। সেদিক দিয়ে দেখলে সংকলিত তিয়াত্তরটি লেখা বহুস্তরীয় সুন্দরবন ও শতবর্ষ ব্যাপ্ত সুন্দরবন চর্চার রেখালেখ্যকে ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী তথা প্রচ্ছদ শিল্পী অভিজিত চক্রবর্তী–র তোলা ছবি, অলঙ্করণ ও ভাবনায় বাস্তবায়িত হয়েছে এই বইয়ের

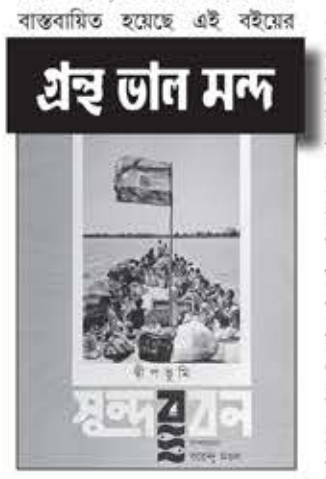

প্রচ্ছদ, যা এককথায় চমকে দেওয়ার মতো। সম্পাদক বরেন্দু মণ্ডল সমগ্র গ্রন্থটিতে সুন্দরবন চর্চা সংক্রান্ত সকল বিষয়কে ১৩ টি বিভাগে ভাগ করেছেন, বিভাগ গুলি হল– সুন্দরবনের প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি, সুন্দরবনের আঞ্চলিক ইতিহাস ও রাজনীতি, সুন্দরবনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সুন্দরবনের নদী ও নদীবাঁধ, সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি, সুন্দরবনের জলদস্যু, সুন্দরবনের নারী প্রগতি ও নারীর ক্ষমতায়ন, সুন্দরবনের বাঘ, সুন্দরবনের জলবায়ু ও জীব পরিমণ্ডল, সুন্দরবনের সংকট ও বিপন্নতা, সুন্দরবনের বিচিত্র পেশা ও জীবিকা, সুন্দরবনের উন্নয়ন ও কৃষি অর্থনীতি, সুন্দরবন অঞ্চলের শিক্ষা। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট পর্বের 'জনগণনায় ভারতীয় সুন্দরবন', 'সুন্দরবন বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি', সাহিত্যে সুন্দরবন 'সুন্দরবনকেন্দ্রিক সাহিত্য', সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলের 'পত্র–পত্রিকাপঞ্জি', লেখক পরিচিতি প্রবন্ধ গুলি ও পৃথক পৃথক ভাবে বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। এই গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব শুরুর আগে একটি করে অনবদ্য সাদাকালো ছবি ছাপা হয়েছে যা সমগ্র পর্বের ভাবনা কে একটি ছবির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলছে। গ্রন্থের প্রবন্ধ শুরু হয়েছে প্রণম্য কালিদাস দত্তের 'প্রাচীন যুগে পশ্চিম সুন্দরবন' লেখা দিয়ে। একে একে নরোত্তম হালদার, সুধীন দে, নির্মলেন্দু দে, কৃষ্ণকালী মণ্ডল, সাগর চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ বর্মণ, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, রত্নাংশু বর্গী, মৈত্রেয় ঘটক, সন কুমার নস্কর, কল্যাণ রুদ্র, তুষার কাঞ্জিলাল, সৌমেন দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ি, বিকাশকান্তি মিদ্যা, শঙ্করকুমার প্রামাণিক, প্রসেনজিত কোলে, প্রণবেশ সান্যাল, অনমিত্র অনুরাগ দণ্ড, খসরু চৌধুরী, অমলেশ চৌধুরী, প্রভুদান হালদার, মুকুন্দ গায়েন, সুভাষচন্দ্র আচার্য, শশাঙ্ক মণ্ডল, বিমলেন্দু হালদার, সুবর্ণ দাস, নিরঞ্জন মণ্ডল, অনাথ মৃধা প্রমুখ সুন্দরবন গবেষক ও চর্চাকারীর প্রবন্ধে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ। শতবর্ষব্যাপী সুন্দরবন চর্চার বিবিধ প্রবন্ধের সমাহার এখানে। স্পষ্ট ঝকঝকে ছাপা, সুদৃশ্য ছিমছাম সাজানোয় নজরকাড়া রূপ নিয়েছে গ্রন্থটি। সিংহভাগ প্রবন্ধের টিকা, সারণী, তথ্যসূত্র গ্রন্থটির অনন্যতা প্রদান করেছে। এককথায় বলা যায় সুন্দরবনচর্চার বহুমাত্রিক পরিসর ধরা পড়েছে এই গ্রন্থের তিয়াত্তরটি প্রবন্ধে। শুধু একবারের পাঠ্য হিসাবে নয়, সুন্দরবন চর্চার ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা আকর উপাদান হিসাবে থেকে যাবে। আশা করা যায় সুন্দরবন চর্চায় সাম্প্রতিক সময়ে যে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে তাদের পথ চলা নির্দিষ্ট সময় পর থেমে গেলেও এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও নির্ভরশীলতা এত সহজে শেষ হওয়ার নয়। এই একটি মাত্র গ্রন্থে সুন্দরবন নিয়ে বহু হারিয়ে যাওয়া প্রবন্ধের পাশাপাশি বহু গুরুত্বপূর্ণ অনালোচিত প্রবন্ধ ও আগামী দিনে সুন্দরবন চর্চায় নতুন মাত্রা জোগাবে বলেই আশা করা যায়।

দ্বীপভূমি সুন্দরবন– বরেন্দু মণ্ডল (সম্পাদনা),ছোঁয়া প্রকাশনী, হুগলি, বইমেলা ২০২০, মূল্য – ১২৫০ টাকা, মোট– ৯৩৫ পৃষ্ঠা।

কবিতা

বৃষ্টি
দীপ্তি বণিক

এই যে বৃষ্টি,
আজ তোমাকে খুব খুশী খুশী লাগছে
কি ব্যাপার
ভাষা জাগাও মনে প্রাণে
দুহাতে জড়িয়ে ধরেছ
ধুলো বালি কাদা, আর স্বপ্ন।
স্মৃতির যাতনা দিয়ে
পাল তুলেছ কবির চোখে
এত প্রেম এত অমৃত
ছোট ছোট বাগান নিস্তব্ধ।
ইচ্ছে সহজ স্বচ্ছন্দ অনুভব
করে বর্ষা যাপন করাও,
দীঘল জাড্য ভেঙে,
শব্দ বসাও নির্মাণ বুকে।

(রায়দিঘী, দঃ২৪ পরগণা)

রামধনু রঙ
আরতি দে

চুপ করে বসেছিলাম নির্জন বিকেল
অন্ধকার তখনও ছোঁয়নি বাড়ির উঠান
রোদের ঝলকানি চিকচিক
তবু একটু পরেই অন্ধকার
ঢলে পড়বে রোদের শরীরে।
কি ভেবে কি জানি
ফুরফুরে হাওয়া আমায় দিল সঙ্গ
গ্রীষ্মের উঠোনে ছড়িয়ে দিল
সোঁদামাটির মনকাড়া গন্ধ
ও যদি আমায় সঙ্গ না দিত
তাহলে হয়ত আমি নির্জনেই থেকে যেতাম
দেখাই হত না রামধনু রঙ

(শহীদ নগর, কলকাতা – ৭৮)

একটি মন্দ রাতের ছবি
শ্যামল বিশ্বাস

গা ছম্ ছম্ রাত্রি, নিঝঝুম নিরালা
বর্ষা আমেজ আনল বুঝি আজকে রাত্রিবেলা
রাতচরা যত চতুষ্পদী চলছে এধার ওধার –
রাতের কালো, মেঘের কালো, মিলেমিশে
একাকার।
বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ ওঠেনি আজ
সজল হাওয়ার দাপটে তাই দুলছে সকল গাছ।
সবাই এখন ঘুমের দেশে আমিই শুধু জেগে –
নিশীথ রাতের পাখীরা সব যাচ্ছে ডেকে ডেকে।
বৃষ্টি এলো চড়বড়িয়ে সঙ্গে মেঘের ডাক
বিদ্যুত তার ঝলকানিতে করছে বাজিমাত।
দেখছি আমি জেগে জেগে নিশীথ রাতের খেলা
–
বৃষ্টি ধারায় যাচ্ছে ধুয়ে পথের যত ধূলা।
জানলার কপাট ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম চুপটি করে
বৃষ্টিঝরা রাতের আকাশ দেখছি দু–চোখ ভরে।
মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া –
আজকে রাতে চলছে না গো পারের তরী বাওয়া
তরী বেয়ে গেলাম আমি কোন সে স্বপনপুরে
ভোরের আলো লাগল গায়ে স্বপ্ন গেল উড়ে।

(ঢাকুরিয়া, কল–৩১)

বড় হচ্ছি
অরুণ কুমার মান্না

আমাদের পায়ে বেড়ি অতি সাধারণ
প্রতিবাদ! না তো, গণতন্ত্রে বারণ!
দু–চারটে স্বপ্ন দেখা যেতে পারে, তবে
রাতেই তাদের মেরে দিতে হবে!
আমাদের প্রেম ন্যাকামো, বহুরূপী সাজে
তাই হাজার চেষ্টাতেও গ্রাহ্য নয় সমাজে
আগস্টে পতাকা তুলি না, লাইনে দাঁড়াই
ভাঙা বিস্কুট পায়রার মত খুঁটে খাই !
হিসেবের খাতায় আমরা বড়ই প্রান্তিক
তবুও ভেতরে আগুন জ্বলে ধিক্ ধিক্।
শীতের ভোরে আমাদের ঘাম ধানের শীষে
মাটিতে রক্তফোঁটা মিলেমিশে
বড় হচ্ছি ক্রমশঃ আকাশ ছোঁব একদিন
শুধে দোব জাবদা খাতার যাবতীয় ঋণ !

(বিনগ্রাম, হুগলী)

আবিলতা
আব্দুল মান্নান

টিক টিক্ করে ঘড়ির কাঁটা
এখন বাজে রাত একটা
ঘুম আসেনা চোখের পাতায়
কোথায় খাচ্ছে ঝাপটা
পথ পাইনা ভেবে আকুল
চোখটা করে জ্বালা
মনের ভেতর রঙ মাখে মন
বদল যে হয় পালা।
ভোরটা যতই সহজে হলো
রাতটা ছিলো কঠিন
হঠাত কেমন বদল ধারায় ...
বদলে গেল রুটিন
সকাল এলো ই শান্ত নীলে
শুদ্ধ ধারা বহে
আমায় তখন বিভোর রাখে
সেই রাতেরই মোহে।

(সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

পাথুরে কান্নায়
ইলা দাস

আঁধারে ধর্ষিত বারংবার
একান্ত আপনের কাছে
নিষ্পাপ মেয়েটি এখন
গর্ভবতী জননী।
আছে সে অজানায়
প্রসব যন্ত্রণা নয়
পাথুরে কান্নায়,
আদালতের কঠিন নির্দেশে।
সত্য জানে কী বিশ্ববাসী?
বিচারের রায় তবে কেন –
কাঁদে একাকী নীরবে?

(পাটুলী, কলকাতা–৯৪)

আবেদন
বিমান কুমার দত্ত

চতুর্দিকে শ্বাসরোধকারী ভৌতিক অন্ধকার
জীবনের চলার পথেমরু–মায়ার গোপন চক্রান্ত
প্রতিদিন জটিল আবর্তে পড়ে ধুঁকছি –
মতিভ্রমে কালি দহে
ঝাঁপ
পদে পদে বিভ্রান্তি, নিয়তির সাথে কঠিন সংগ্রাম
চরম অস্থিরতায় দোদুল্যমান সমাজ।
নাক পর্যন্ত ডুব জল, কে দেখাবে মুক্তির দিশা
কোথাও ঝকঝকে মুখ নেই, সর্বত্র সুদক্ষ ছায়ানট
চোখের আলো ক্রমশঃ নিভে আসছে।
যারা একদিন সঙ্গে এসেছিল, বিপদ বুঝে
পলাতক
বন্ধু রঞ্জন,
হাতটা একটু শক্ত করে ধরবে ?

(কৃষ্ণগঞ্জ, বেনেপাড়া, নদীয়া)

আজ শ্রাবণ সন্ধ্যা
সঞ্জয় কুমার নন্দী

ফিরে তো তোমাকে আসতেই হবে
এই ধরণীর বুকে
আমার অসময়ের দুখে
আসতেই হবে তোমাকে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে এক জোছনা রাতে –
কুসুম বাগিচায় প্রথম প্রভাতে –
বুঝতে পেরেছিলাম তুমি এসেছিলে একদিন
পরিদের মতো বেশে
আমার স্বপ্ন দেশে
তখন ছিলাম না আমি আমাতে
সৌরভ ছড়িয়ে দিয়ে

আলোক দ্যুতির আলোর মালা হয়ে
কিছু সময়ের জন্য আমার এই পৃথিবীতে –
জানো – , ভাবনা পেরিয়ে আজ শ্রাবণ–সন্ধ্যা।

(দক্ষিণ শুঁড়া, চকদিঘী, পূর্ব বর্ধমান)

কবি সম্মেলন
নিরঞ্জন কুণ্ডু

জীবনান্দ সভাঘরে হচ্ছে কবি সম্মেলন
একে একে ঢুকছেন ঘরে যত কবি গণ
বিভিন্ন প্রান্তের নিমন্ত্রিত কবি এসেছেন সবাই
চেয়ারগুলো ভরে গেছে, একটিও খালি নাই।
প্রথমেই উদ্বোধনী সঙ্গীত, তারপর সভাপতির
ভাষণ
বাকিরা একমনে শোনেন দিয়ে মন প্রাণ
বেলা একটায় কবিতা পাঠ শুরু হয়ে যায়
একে একে পাঠ করেন নিজস্ব ভঙ্গীমায়।
যার যখন কবিতাপাঠ শেষ হলে পরে,
বাড়ির দিকে পা বাড়ান, থাকেন না সভাঘরে
সব শেষে নদের চাঁদ, বাকি কেউ নেই আর
শ্রোতা শুধু রয়ে গেল, শূণ্য ঘরে চেয়ার।

(বরগোদা গোদার, পূর্ব মেদিনীপুর)

পাখির ব্যাথা
রাজেশ মণ্ডল

বুলবুল পাখি, ময়না, টিয়ে
এতদিন কোথায় ছিলিস গিয়ে –
ছিলেম গিয়ে নীল আকাশে
বৃক্ষ ডালে ছায়ার পাশে
নিত্য নতুন নিশি শেষে
থাকে না কেউ মোদের কাছে
দক্ষিনা হাওয়ায় বৃক্ষ দোলে
কাটে নেশা প্রভাত কালে।
উদয় হলে রবি, ধরণী হয় ছবি।

(বিদুপাড়া, সোমপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

বাঁচিয়ে রাখা চাই
সুকান্ত সরকার

পথের মাঝে আমায় ধরে বিষ্ণুপদ ঘোষ
ধমকে বলে পালাস কেন, আমার কাছে বোস।
আমার কাছে ইংরেজীটা শেখ খাতা–কলম হাতে
মান বাড়বে দেখবি নিজেই দেশ–বিদেশে তাতে।
গট্–গটা–গট চলবি ইটে উচ্চ রেখে শির
দেখতে তোকে করবে মানুষ সকাল বিকাল
ভিড়।
মা–বাবাগো বাঁচাও বাঁচাও কোথায় আছো কারা
কান্না জুড়ে চঁচাই জোরে, জাগাই সারা পাড়া।
বিষ্ণুপদ বকছে বাজে, ভূত ধরেছে তারে
খেয়ে এলো ছেলে–বুড়ো লাঠি–সট্টা হাতে
বিপদ বুঝে পালায় ছুটে বিষ্ণুপদ ঘোষ
পিছনে তার করছে তাড়া জনগণের রোষ
তোমরা যারা বঙ্গবাসী, লক্ষ্য রেখো তারা
কণ্ঠ থেকে মাতৃভাষা যায় না যেন হারা।

(সুখচর, উঃ ২৪ পরগণা)

চোর–পুলিশ কড়চা
কৃষ্ণ পাল

আগড়ুম বাগড়ুম পুলিশ সাজে, চোর–ডাকাতরা মরে লাজে
একটা বড়ো বখরা, তাদের বাধে ঝগড়া
পুলিশ বলে আরে ধ্যুত্, সর্ষের মধ্যে আমরা ভূত
আদ্দেক ভাগ দিয়ে যা, নইলে জেলের ভেতরে যা !

প্রকাশিত 'মেঘছায়া'

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে বইচিত্র ঘরে 'বি পজিটিভ'–এর নিবেদনে 'মেঘছায়া' কবিতার বইটি প্রকাশিত হল। 'বি পজিটিভ' সারা বছর ধরেই নানা সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সমাজের সুনজরে পড়েছে। বইটির মূল কারিগর এবং সম্পাদনায় হাওড়ার বিপ্লব বড়ুয়া। অভিনব মন প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার দীপায়ণ সাহা হাজির ছিলেন। নবীন ও প্রবীণ লেখকদের কবিতা ও অনুগল্পের ভাণ্ডার নিয়ে এই প্রথম এ ধরনের একটি বই প্রকাশ হল। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সীমা দত্ত, শিপ্রা দত্ত, কল্পনা নাগ, শুভ্রা দত্ত, শাশ্বতী পাল। এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সূচনা হয়। পরে ছোটদের নাম ছিল রুমা পাল ও সুমিতা মালিকের। নিঃসন্দেহে বলা যায় ঝাঁ চকচকে বইটি হতাশ করেনি উৎসাহী এবং সহানুভূতিশীল পাঠক–পাঠিকাদের। এই বইটিতে যারা কবিতা ভালবাসে তাদের অবশ্যই ভাল লাগবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত

কবি পুলক কান্তি বর, সাহিত্যিক শাহনাজ পরভীন শান্তি, বিশিষ্ট কবি আরণ্যক বসু ও কবি পৃথ্বীরাজ সেন, জয়দীপ চ্যাটার্জী, কবি মলয় মাজি, কবি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন বিশ্ব ভট্টাচার্য।

ভ্রম সংশোধন

আলিপুর বার্তার গত ৯ জুলাই–১৫ জুলাই ২০২২ সংখ্যার সাতের পাতায় 'বাঙালির জীবনীকার পরিচালক' শীর্ষক প্রবন্ধে তরুণ মজুমদারকে নিয়ে যে স্মরণ লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে তার প্রবন্ধকার হলেন অভিমন্যু দাস। ভুলবতশঃ সেটি বাবুল কৃষ্ণ দে ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

রথের মেলা

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

মেয়ের ঘরের নাতি আর ছেলের ঘরের নাতনির আবদার উপেক্ষা করতে না পেরে ওদের দুজনকে নিয়ে মধুমিতা চলেছে রথ দেখতে। রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়, এক হাতে ব্যাগ, অন্য হাতে নাতনি চুমকি। নাতি নন্তু একটু বড়, চুমকির হাত ধরে হাঁটছে।

নন্তু, বোনের হাতটা কিছুতেই ছাড়বি না। পরক্ষণেই চুমকি মধুমিতার হাতে ঝাঁকুনি মেরে বলল, দিদু, দাদা! মধুমিতা আঁতকে উঠে তাকিয়ে দেখতে পেল, নন্তু নেই। একটু পিছনে ফিরে দেখল নন্তু ভিড়ের চাপে আলাদা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ওদের দুজনকে টেনে একটু ফাঁকা

জায়গায় এসে দাঁড়ালো।

নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল মধুমিতার। তখন ওরা বালুরঘাটে থাকতো। বড়দা–ই ওদের তিন ভাইবোনকে রথের মেলায় নিয়ে যেত। তখনকার ভিড়ও ওদের কাছে প্রচণ্ড মনে হত। বড়দা মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ত আর জিজ্ঞাসা করত, এখানে যদি হারিয়ে যাস, কী করবি। ভয়ে সাঁটিয়ে গিয়ে বড়দার দিকে তাকিয়ে থাকত। বড়দা বলত, ওই যে লাইটপোস্ট গুলো দেখছিস্, সব থেকে কাছের লাইটপোস্টের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি, আমি খুঁজে নেবো।

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611

ভারতের অদৃশ্য ম্যাসকট এখনও মিলখা সিং–ই

অরিঞ্জয় মিত্র

তখন ১৯৫৮ সাল। ওয়েলসের কার্ডিফে চলছে কমনওয়েলথ গেমসের আসর। সেদিনটায় ছিল মিলখা সিংয়ের ফাইনাল দৌড়। সুদূর কার্ডিফের উত্তেজনা-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা ভারতেও। দৌড় দেখতে হাজির রথী-মহারথীরা। দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বোন বিজয়ালক্ষ্মী পণ্ডিত মাঠে হাজির মিলখার দৌড় দেখার জন্য। পারদ যে চড়ছে আঁচ করতে পেরেছিলেন মিলখা সিংও। কার্ডিফের কার্ডিফ আর্মস পার্কে রেসের চূড়ান্ত সময়ের কিছু আগেই স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন তিনি। এরপর সোজা চলে যান ড্রেসিংরুমে। সেখানেই শুয়ে পড়েন। গা-টা গরম গরম। জ্বর জ্বর ভাব যেন। তবু তা বলা যাবে না। কোচ ডক্টর হাভার্ড সেসময় আসেন মিলখার কাছে। পিঠ ও পায়ে হালকা ম্যাসেজ করে দেন। আর যাওয়ার সময় বলে যান, তৈরি হতে শুরু করে দাও, ১ ঘন্টার মধ্যেই তোমার দৌড় শুরু হয়ে যাবে।'

সেদিনের সেই দৌড়ের জন্য কত আগে থেকেই তো নিজেকে তৈরি রেখেছিলেন মিলখা! আগের দিন ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ঘুমোতেই পারেননি। ভোরবেলা বিছানা ছেড়েই গরম জলে স্নান সেরে নিয়েছিলেন। এরপর প্রাতঃরাশ সেরে নিজেকে তাজা রাখতে আবার ঘুম দিয়েছিলেন টানা। উঠেছিলেন সেই দুপুরে। এরপর মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন।

ঐতিহাসিক সেই দিন স্মরণ করে মিলখা নিজেই পরে তাঁর আত্মজীবনী দ্য রেস অফ মাই লাইফ'এ জানিয়েছিলেন, ১টার সময় আমি চুল আঁচড়ে নিজের লম্বা চুলগুলোকে সাদা রুমাল দিয়ে বেঁধে নিয়েছিলাম। এরপর আমার এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগে নিজের স্পাইক জুতো, একটা ছোট তোয়ালে, একটা কৌটোয় গ্লুকোজ ও চিরুনিটা গুছিয়ে নিই। তারপর ট্রাকস্যুট পরে চোখ বন্ধ করে গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ সিং, শিব ঠাকুরকে স্মরণ করছিলাম।'

দিনটা মিলখার জন্য ছিল বিশেষ আর গোটা ভারতের জন্য ছিল ঐতিহাসিক। তাই দিনটা কোনোভাবেই মিলখা ভুলতে পারেননি। তিনি জানিয়েছিলেন, আমার সতীর্থরা বাসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি গিয়ে বাসের সিটে চুপচাপ বসলাম। ওরা মজা করে বলছিল, মিলখার আজ রংটা একটু উড়ে গেছে মনে হচ্ছে! একজন হালকাভাবে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে? আমি উত্তর দিইনি ঠিকই কিন্তু মনটা প্রশ্নটা শুনেই হালকা হয়ে গিয়েছিল।'

কোচ হাভার্ড মিলখার পাশে বসেছিলেন। ওঁকে চুপচাপ দেখে বলেছিলেন, আজকের দৌড় তোমায় কিছু একটা বানিয়ে দেবে নাহলে শেষ করে দেবে। তুমি যদি আমার পরামর্শ শুনে চলো তবে তুমি ম্যালকম স্পেন্সকে হারিয়ে দেবে। তোমার সেই ক্ষমতা আছে।' মিলখা জানতেন, হাভার্ড প্রতিযোগিতার আগে থেকেই সব প্রতিযোগীদের টেকনিকের ওপর নজর রেখেছেন। গোটা বিশ্বের মতো তিনিও জানেন, মিলখাকে এই প্রতিযোগিতায় জিততে হলে আফ্রিকান স্প্রিন্টার ম্যালকম স্পেন্সকে হারাতেই হবে। ক্ষিপ্রগতির স্পেন্সকে তখন আটকানোই দুঃসাধ্য।

তৎকালীন বিশ্ব রেকর্ডের মালিকও ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্পেন্স। ফলে, মিলখার ওপর বাজি ধরার লোক খুব কমই ছিল। হাভার্ড আশা ছাড়েননি। মনে মনে বিশ্বাস করতেন সেই শক্তি, সেই গতি রয়েছে মিলখার মধ্যেও। দৌড়ের আগে মিলখাকে আত্মবিশ্বাস জোগাতে তাই ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলেছিলেন, মিলখা আমি স্পেন্সকে ৪০০ মিটার রেসে দৌড়তে দেখেছি। ও প্রথম ৩০০ মিটার আস্তে দৌড়োয়, শেষ ১০০ মিটারে সবাইকে পিছনে ফেলে দেয়। তোমায় ৪০০ মিটার দৌড়তে হবে না, ৩৫০ মিটার দৌড়তে হবে। মনে করবে, অতটাই রেসের দূরত্ব।' কোচের টিপসে নিঃসন্দেহে মনে মনে জেগে উঠেছিলেন মিলখা সিং। বেড়েছিল আত্মবিশ্বাসও।

মিলখা নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, ফাইনালের প্রথম কল ৩টে ৫০এ এসেছিল। আমরা ৬ জন স্টার্টিং লাইনে দাঁড়াই। আমি তোয়ালে দিয়ে নিজের ঘাম মুছে নিয়ে জুতোয় ফিতে ঠিক করছিলাম, সে'সময় দ্বিতীয় কল আসে। সে'সময় নিজের ট্রাকস্যুট খুলি, বুকে লেখা দেখতে পাই ভারতের নাম। তার নীচে অশোক চক্র। সে'সময় থেকেই নিজের দমটা ধরে রাখার চেষ্টা করি। সহ প্রতিযোগীদের শুভেচ্ছা বিনিময় করি একইসঙ্গে।' স্টার্টার অন ইওর মার্ক' বলতেই মিলখা স্টার্টিং লাইনের পিছনে নিজের বাঁ পা রাখেন। ডান পায়ের হাঁটু বাঁ পায়ের সমানে রেখে দু'হাত দিয়ে মাটিতে বসেন। মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। গুলির আওয়াজ হতেই হাভার্সের পরামর্শ মতোই শুরু হয় মিলখার বিদ্যুতগতির দৌড়। স্পেন্স মিলখার গতি দেখে নিজের গতি বাড়ালেও, শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হন। দৌড়ের আগে পর্যন্ত না থাকলেও, ফিনিশিং লাইনের আগেই স্টেডিয়াম জুড়ে তখন ধ্বনিত হয় কাম অন সিং।' সেই মুহূর্তটা নিয়ে মিলখা জানিয়েছিলেন, আমি ৫০ গজ দূর থেকেই সাদা টেপটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। স্পেন্সের আগে পৌঁছনোর জন্য নিজের পুরো দম লাগিয়ে দিয়েছিলাম। আর টেপ ছোঁয়ামাত্রই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।'

যখন জ্ঞান ফেরে তখন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মিলখা সিং। স্বাধীন ভারতে তিনিই প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী অ্যাথলিট, আবেগ থাকাটাই স্বাভাবিক। তাঁর বীরত্ব ইতিহাসে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল সেদিনই। তাঁর জন্যই কমনওয়েলথ গেমসে প্রথমবারের জন্য জাতীয় সঙ্গীত বেজে ওঠে ভারতের। যিনি হিটে ৪৮.৯ সেকেন্ড, কোয়ার্টার ফাইনালে ৪৭.০ সেকেন্ড আর সেমিফাইনালে ৪৭.৪ সেকেন্ডে শেষ করেন রেস, তিনিই ফাইনালে মাত্র ৪৬.৬ সেকেন্ডে ফিনিশিং করে গড়েছিলেন রেকর্ডও। সোনা জিততে ম্যালকমের চেয়েও ০.৩ সেকেন্ড কম সময় নিয়েছিলেন তিনি। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে একমাত্র সোনা জয়ের সে রেকর্ড অক্ষত ছিল আরো ৫২ বছর। সেবছর অবশ্য আরো একটা সোনা পায় ভারত। ভারতীয় কুস্তিগীর লীলা রাম সংঘওয়ান পুরুষদের হেভিওয়েটে দ্বিতীয় সোনা জয় করেন। ফাইনালে হারান দক্ষিণ আফ্রিকারই জ্যাকবুস হানেকমকে।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর ২০১০ সালে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে সোনা জেতেন কৃষ্ণা পুনিয়া। ২০১০ সালে ভারতেরই দিল্লিতেই হয়েছিল ১৯তম কমনওয়েলথ গেমস। সেখানেই পুনিয়া ৬১.৫ মিটার ছুড়ে ডিসকাস থ্রোতে ঐতিহাসিক জয় পান।

ভারতীয় পুরুষ ও মহিলাদের প্রথম এই সোনা জয়ের ইতিহাসে মিলখা সিং ও কৃষ্ণা পুনিয়ার নাম জ্বলজ্বল করলেও, পদকজয়ের শুরুটা হয় ১৯৩৪ সালে। সে'সময় কমনওয়েলথ গেমস নামও হয়নি। বলা হতো, ব্রিটিশ এম্পায়ার গেমস। দ্বিতীয়বারের ব্রিটিশ এম্পায়ার গেমসে ভারত সেবারই প্রথম অংশ নিয়েছিল। কুস্তিগীর রশিদ আনোয়ার সেবারই ব্রোঞ্জ পান। ফ্রি স্টাইল ওয়েল্টারওয়েট বিভাগে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। অভিষেকে ভারত শেষ করেছিল ১২তম স্থানে। মাত্র ৬ জনের প্রতিনিধি দল গিয়েছিল। অংশ নিয়েছিল অ্যাথলেটিক্স আর কুস্তিতে। আর ১৯৭৮ সালে অমিত ধিয়া আর কানওয়াল ঠাকর সিং মহিলাদের ব্যাডমিন্টনের ডাবলসে ব্রোঞ্জ জিতে প্রথম ভারতীয় মহিলা পদকজয়ী হয়েছিলেন। ১৯৯৮ সালে কুয়ালালামপুরে কমনওয়েলথ গেমসে শুটিংয়ে মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল প্রোন ইভেন্টে সোনা জিতে এককভাবে অনবদ্য নজির গড়েছিলেন রুপা উন্নিকৃষ্ণান।

১৯৩৪ থেকে অংশ নেওয়া ভারতীয়রা একমাত্র ১৯৩৮ ও ১৯৫৪ সালে খালি হাতে ফিরেছিলেন। এই গেমসে ১৯৩০, ১৯৫০, ১৯৬২ ও ১৯৮৬ সালে বিভিন্ন কারণে এই চারবার অংশ নেয়নি ভারত। ভারত এখনো পর্যন্ত গেমসের ইতিহাসে পদক জিতেছে ৫০৩টি। যারমধ্যে ১৮১ সোনা, ১৭৩ রুপো ও ১৪৯ ব্রোঞ্জ পদক রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও কানাডার পরে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারত। আর ভারত এখনো পর্যন্ত প্রথম ও একমাত্র ২০১০ সালে দিল্লিতে কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন করেছিল। কানাডার হ্যামিল্টনকে ৪৬-২২ ভোটাভুটিতে হারিয়ে আয়োজনের সুযোগ পায় দিল্লি। সে'বারই ভারত সবচেয়ে বেশি ১০১ পদক পেয়েছিল। যারমধ্যে ছিল ৩৮টি সোনা। ভারত শেষ করেছিল দ্বিতীয় স্থানে। প্রথমবারের জন্য ভারত একসঙ্গে ১০টা পদক পায়, জামাইকার কিংস্টনে ১৯৬৬ সালে। আর ২০০২ সালে ম্যাঞ্চেস্টার গেমস থেকে ভারত প্রতিবারই ৫০টির বেশি পদক জিতেছে। আর প্রতিবারই প্রথম পাঁচের মধ্যেই পদকজয়ী তালিকায় শেষ করেছে।

ভারতীয়দের সাফল্যের নিরিখে সবার প্রথমে রয়েছে শুটিং বিভাগ। সেখান থেকে এসেছে ৬৩ সোনা সহ ১৩৫ পদক। এরপর সবচেয়ে বেশি সাফল্য এসেছে ভারোত্তোলনে। যেখানে ৪৩ সোনা সহ পদকের সংখ্যা ১২৫। কুস্তিতেও এসেছে ৪৩ সোনা সহ ১০২ পদক। এরপর যথাক্রমে বক্সিংয়ে ৮ সোনা সহ ৩৭ পদক, ব্যাডমিন্টনে ৭ সোনা সহ ২৫ পদক, টেবিল টেনিসে ৬ পদক সহ ২০ পদক, অ্যাথলেটিক্সে ৫ সোনা সহ ২৮ পদক, তীরন্দাজিতে ৩ সোনা সহ ৮ পদক, হকিতে ১ সোনা সহ ৪ পদক, স্কোয়াশে ১ সোনা সহ ২ পদক, টেনিসে ১ সোনা সহ ৪ পদক এসেছে। এছাড়াও সাফল্য এসেছে জুডো, জিমন্যাস্টিক্স, সাঁতারে। ২০১০ সালের গেমসে প্যারা সাঁতারু প্রশান্ত কর্মকার সাঁতারে একমাত্র ব্রঞ্জ পদক নিয়ে আসেন। ২০০৬ মেলবোর্ন গেমসে ডিসকাস থ্রো'তে প্রথম ভারতীয় প্যারা অ্যাথলিট হিসেবে ব্রঞ্জ জেতেন রঞ্জিত কুমার। শুটার যশপাল রানা কমনওয়েলথ গেমসে ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে সফল ক্রীড়াবিদ। যিনি পেয়েছেন ১৫ পদক। মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সফল শুটার তেজস্বিনী সাওয়ান্ত। তিনি পেয়েছেন ৭ পদক।

২০২২ সালে আগামী ২৮ জুলাই কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসবে ইংল্যান্ডের বার্মিংহ্যামে। ৭২টি দেশের মধ্যে এবারও ভারত অন্যতম শক্তিশালী দেশ। যদিও এবার শুটিংকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নেই তীরন্দাজি ও টেনিসও। তবে এবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে ক্রিকেট ও জুডো। আসন্ন কমনওয়েলথ গেমসে ভারত থেকে মোট ১৪৭ জন অ্যাথলিট অংশ নিতে চলেছেন। মিলখার উত্তরসূরীরা এবারের আসর থেকে কতটা সাফল্য পায়, এখন ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের নজর সে'দিকেই।

কোচেদের ওপর নির্ভরশীল ফুটবল ফান্ডা

পারঙ্গম শাস্ত্রী

ভারতে বিভিন্ন খেলার জগতে কোচেদের বড় অবদান রয়েছে। কপিল থেকে শচীন হয়ে বিরাট, রোহিত সবার জীবনেই কোচ হলেন মন্ত্রপুরুষ। শুধু ক্রিকেটই নয়। কোচেদের সরণি বিস্তারিত হয়েছে হকি, ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন থেকে কুস্তি, বক্সিং , অ্যাথলিট ফিল্ডে। এই যে কদিন আগে ব্যাডমিন্টনে টমাস কাপ জিতে বিশ্বসেরা হল ভারত। সেই দলের মেরুদণ্ড গড়ে উঠেছে গোপীচাঁদের হাত ধরেই। গুরুপূর্ণিমার শুভলগ্নে নিশ্চিতভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রের গুরুদের পূজনে মেতে ছিলেন খেলোয়াড়রা।

কলকাতা যেমন ভারতের ফুটবল মক্কা। নিশ্চিতভাবে তিলোত্তমাও পেয়েছে একের পর এক মেগা কোচকে। রহিম সাহেব দেশের প্রশিক্ষক হিসেবে যে ভিত তৈরি করেন তাকে পরবর্তীতে সমৃদ্ধ করেছেন পিকে, অমল দত্ত, সৈয়দ নইমুদ্দিনরা। চিরিচ মিলোভান আবার বিদেশি হলেও ভারতীয় ফুটবলে এক স্বর্ণালী অধ্যায় এনেছেন। কলকাতা ফুটবলে হিরের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন এক রক্তমাংসের মানুষ। তিনি আর কেউ নন, সর্বকালের বিচারে দেশের অন্যতম সেরা কোচ। তিনি প্রয়াত আর আসবেন না। তাও মননে-স্মরণে-ফুটবল বিলাসে অমলবাবু অক্ষয় থেকে যাবেন। এর প্রেক্ষিতে অমল দত্তের জীবনের আরও একটা বড় অধ্যায় চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

ফ্ল্যাশব্যাকে ১৯ বছর আগে ফিরে যেতে হবে। বছরটা ১৯৯৭। ফেড কাপ সেমিফাইনালের মোক্ষম লড়াইয়ে মুখোমুখি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান। তার আগের পটভূমিকার কথা একটু তুলে ধরি। এর ২-৩ বছর আগে থেকেই কলকাতা ফুটবলের সেই চার্ম বা উত্তেজনা অনেকটা ফিকে হয়ে উঠেছিল। বড় ম্যাচ থাকলেও সেভাবে সমর্থকদের হেলদোল লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না আগের মতো। এই সময়তেই অমল দত্তের হাত ধরে ময়দানে আবির্ভাব ঘটে ডায়মন্ড সিস্টেমের। এই হীরকোজ্জ্বল পদ্ধতি সফল না অসফল তা পরের কথা। কিন্তু সেবার গড়ের মাঠের মরা গাংয়ে নিঃসন্দেহে জোয়ার এনে দিয়েছিল ডায়মন্ড সিস্টে। এই সিস্টেমে তখন স্থানীয় লিগ খেলেছিল মোহনবাগান। বেশ খেলছিলও দলটা। আপাদমস্তক এক আক্রমণাত্মক মনোভাব সঞ্চারিত হয়েছিল পুরো টিমের মধ্যে। সেই মোহনবাগান যখন ফেড কাপ সেমিফাইনালে

ইস্টবেঙ্গলের সামনে পড়ল তখন সব জায়গায় আলোচনা হতে লাগল এর সাফল্য নিয়ে। সমালোচকরা এবং নিন্দুকেরাও বলতে লাগলেন ডায়মন্ড সিস্টেম তখনই সার্থক হবে যখন ইস্টবেঙ্গলকে হারানো সম্ভব হবে। এর মধ্যে আবার অমলবাবুর বিপরীতে তখন ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসাবে আরও এক খ্যাতনামা প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তা সেই পিকের সঙ্গে অমলের লড়াই তখন যেন প্রায় ব্যক্তিগত পর্যায় চলে গিয়েছিল। পিকে অমলবাবুকে শ্রদ্ধা করতেন খুবই। অথচ ডায়মন্ড জমানায় দুজনের মধ্যে তখন অহি-নকুল সম্পর্ক রচিত হল। বাজার আরও গরম হল যখন পিকে'র ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হওয়ার আগে অমলবাবু লাল-হলুদের তুরুপের তাস বাইচুং ভুটিয়া এবং স্যামি ওমেলোকে যথাক্রমে চুমচুম এবং অমলেট বলে কটাক্ষ করলেন। বেজায় ক্ষেপে উঠল বাইচুংরা, ফলস্বরূপ সেই ম্যাচে মোহনবাগানকে ৪-১ হারিয়ে ফাইনালে যায় ইস্টবেঙ্গল। যে ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন বাইচুং। অমল দত্ত তাদের তাতিয়ে তুলেছিল বলেই এই বড় জয় পায় ইস্টবেঙ্গল। একথা আজও মনে করে ময়দান। তবে একটা কথা সবাই স্বীকার করেন ডায়মন্ড সিস্টেম বহুদিন পর আবার নতুন করে বাংলার ফুটবলকে জীবনী শক্তি প্রদান করেছিল। তাই অমল ডায়মন্ড দত্ত চির অমর হয়ে থাকবেন ফুটবলগাঁথায়। অমল দত্ত ছিলেন ভারতের সবচেয়ে আধুনিক মনস্ক কোচ। বিদেশি ফুটবলের নতুন ধারা বা বিবর্তন সবসময় সঞ্চারিত হয়েছে এই বড় মাপের কোচের প্রশিক্ষণে। পিকে ব্যানার্জিও বড় কোচ ছিলেন ভারতকে সাফল্য এনে দিয়েছেন। সৈয়দ নইমুদ্দিনও দেশকে একটা স্তর পর্যন্ত উন্নীত করেছেন। কিন্তু তার বাইরে এগোতে পারেন নি। প্রাক্তন কোচ স্টিভন কনস্টানটাইন ভারতে দুদফা কোচিং করালেও তার দ্বিতীয় লেগ ছিল সত্যি খুব আকর্ষক। এই সময়ে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়েও ভারত অনেকটাই ওপরে উঠে এসেছে। একদিন শুরুর দিকে আবার পিকে-অমল দত্তরা কোচ হিসাবে যে রহিম সাহেবকে পেয়েছিলেন তিনিও কারও যে কম ছিলেন না। বস্তুত, তখন ছিল ভারতীয় ফুটবলের সোনার দিন। সে আজ অতীত হলেও রহিম সাহেব লোকগাঁথা হয়ে থেকে গিয়েছেন ভারতীয় ফুটবলে। তিনি যেন এক ফেয়ারি টেল বা রূপকথার ছবি তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে আশির দশকে যুগোস্লাভ চিরিচ মিলোভাব ভারতীয় ফুটবলকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের একবার প্রতিষ্ঠা দেন। যদিও এই মিলোভান অমল দত্ত। প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বা পিকে ব্যানার্জির সঙ্গে যার ডুয়েল আজও আলোচিত হয় বঙ্গ ফুটবল সমাজে। ফুটবলার হিসাবে খুব যে অসাধারণ ছিলেন তা নয়। কিন্তু কোচিংয়ের ক্ষেত্রে অমল দত্তের নিত্যনতুন থিওরি আমাদের হৃদয়ের চিলেকোঠায় সবসময়ই ঠাঁই করে নেয়। এই অমলবাবুর জীবনটাই ছিল বির্তকে ভরপুর। কখনও ক্লাব কর্তাদের তোপ দাগছেন আবার কখনও বা দেশের ফুটবল ফেডারেশনকে একহাত নিচ্ছেন। আসলে তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী। কর্তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চলার পাবলিক নন। ফুটবল অভিধানের কিছু বাঁকা-ট্যারা দেখলেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। ফলে লেগেও যেত কর্মকর্তাদের সঙ্গে। এই জন্য ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সহ দেশের বিভিন্ন বড় ক্লাবে কোচিং করালেও কোথাও বেশিদিন টিকে থাকতে পারেন নি তিনি। তাও ফুটবলার তৈরির নিরিখে তিনি যেন ছিলেন কুমারটুলির কারিগর। কতো যে নতুন ফুটবলারের অভিষেক তাঁর হাত ধরে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এহেন অমল দত্ত আর নেই। পিছনে পড়ে রইল ময়দানে তাঁর ছেড়ে যাওয়া অগণিত স্মৃতি। তাঁর মতো উঁচু মানের প্রশিক্ষক তো সাহেবের কোচিংয়ে ভারতীয় দলের হয়ে ভাস্কর, মনোরঞ্জন, বিদেশ, মানস, সুদীপ, প্রশান্ত, প্রসূনরা যথেষ্ট সম্মান এনে দিয়েছেন। এখন যে কোচ এসে যোগ দিয়েছেন সুনীল ছেত্রীকে সেই প্রাক্তন ক্রোয়েশিয়ান বিশ্বকাপার ইগর স্টিমাচকে মিলোভানের উত্তরসূরী ভাবছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, ইগারের হাত ধরে ভারতীয় ফুটবল ফের তার হৃত গৌরব ফিরে পেতে পারে। এর মধ্যে সুনীল ছেত্রীদের নিয়ে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন নতুন কোচ। শোনা যাচ্ছে প্রেসিং ফুটবলের ওপর জোর দিচ্ছেন তিনি। দ্রুত বল দেওয়া নেওয়া করা ও তীব্র গতিতে পাসিং করে নিজেদের জায়গা তৈরি করার কাজ শুরু করেছেন ইগর। ইতিমধ্যেই ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছে দিতে ক্রোয়েশিয়া থেকে উড়ে এসেছেন ফিটনেস ট্রেনার। গোলকিপার কোচও প্রস্তুত। সবাইকেই নিয়োগ করছেন ইগর। ইগর জানিয়েছেন, ভারতকে এশিয়ার অন্যতম সেরা দল হিসাবে তুলে ধরাই তার প্রাথমিক লক্ষ্য। তারজন্য সাফের গণ্ডি ছেড়ে এশিয়া মাপের সেরা দলগুলিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে চাইছে টিম ভারত।

বিরাট ব্যর্থতায় ত্রস্ত টিম ইন্ডিয়া

সৌরভ চন্দ

নামের পিছনে না ছুটে কামের লগে (পিছে) ছোট। এই প্রবাদ বাক্যটির মতোই অবস্থা ভারতীয় ক্রিকেট টিমের। সৌজন্যে বা বদান্যতায় বিরাট কোহলি। অধিনায়ক রোহিত শর্মা থেকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড প্রেসিডেন্ট তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সবাইয়ের এক রা। কোহলির 'বিরাট ' কেরিয়ারের কথা ভেবে তাঁকে অন্তত আরও সুযোগ দেওয়া হোক। টানা ৩ বছর যাঁর ব্যাটে একটা শতরান নেই, নেই কোনও দল বাঁচানো বা জেতানো ইনিংস সেই বিরাট নামক 'বোঝা' কে টেনে যাওয়ার নিদান দিচ্ছেন এঁরা। সৌরভ তো বলেই দিয়েছেন, বিরাটের নামের পাশে কতগুলো রেকর্ড। এভাবে দুম করে ওকে বসিয়ে দেওয়া যায় নাকী? ঠিক ফর্মে ফিরবে বিরাট। পালটা সমালোচনা ধেয়ে আসছে গাভাসকার , সহবাগ থেকে জাতীয় দলের প্রাক্তন বোলার ভেঙ্কটেশ প্রসাদের দিক থেকে। এঁরা আবার সৌরভের উদাহরণই তুলে ধরছেন। গ্রেগ চ্যাপেলের আমলে সৌরভের বাদ পড়া কিংবা ২০০৮ সালে নাগপুর টেস্টে অত ভালো খেলার পরেও বাংলার মহারাজকে তাড়াতাড়ি অবসর নিতে বাধ্য করা। সবের পিছনে যুক্তি ছিল, খারাপ ফর্ম। কিংবা বয়স হয়ে গিয়েছে। আর নয়। এবার থামো। শুধু সৌরভ বলেই নয়। যুবরাজ, সহবাগ, হরভজনদেরও এমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। বসে থাকতে হয়েছে ফর্মে থাকা কুম্বলেকেও। তাহলে বিরাটের জন্য এত ছাড় কেন?

এই প্রসঙ্গে বাজার যখন সরগরম তখন ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট, টি-২০, ওয়ান ডে সবেতেই বিরাটের ঝুলি শূন্য। দুটি, তিনটি চার মেরে বড়জোড় দশের গণ্ডি পেরোচ্ছেন। তারপরেই খেল খতম, পয়সা হজম। আউট হওয়ার ভঙ্গিমাও হতকুৎসিত। কিছুতেই সেট হতে পারছেন না কোহলি। এমনকী আইপিএলে তাঁর দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়েও চরম ব্যর্থ বিরাট। আরসিবিকে একবারও আইপিএল জেতাতে পারেন নি তিনি। এদিকে বিরাটের লাগাতার ব্যর্থতার মধ্যেও ভারতের হয়ে তাঁর একের পর এক দাপুটে ইনিংস ও সিরিজ জয় ভুলে যাওয়ার নয়। দুনিয়ার প্রায় সব প্রান্তেই জয় এনে দিয়েছেন তিনি। শচীন, সৌরভ, লক্ষ্মণ, দ্রাবিড়, কুম্বলেদের পঞ্চপাণ্ডবের অবসরের পর ভারতের সাফল্যের পিছনে ধোনির সঙ্গেই উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ-সহ সব ক্রিকেট খেলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে কী নিজের দেশ আর কী বিদেশ সর্বত্র জয় এনে দিয়েছেন। কোচ রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে জুটি বেঁধে সাফল্যের হাঁড়ি উপহার দিয়েছেন। জেতাকে রীতিমতো অভ্যেসে পরিণত করেছেন। তারপর এই চরম ব্যর্থতা। এক, দুবছর নয়। টানা তিন-তিনটি বছরের মন্দা। একটানা ব্যর্থতার ফলে আজ কেরিয়ারের সবথেকে খারাপ সময়ের মধ্যে তিনি। তাও এটাই বড় ব্যাপার বিরাট-এর বিপদে গ্রেগ চ্যাপেল হয়ে অবতীর্ণ হন নি সৌরভ। দাদার মতো, বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়িয়েছেন। সহানুভূতি দিয়ে বিচার করছেন। এবং আপৎকালীন অবস্থা থেকে বের করে আনতে সবরকম চেষ্টা করছেন। এই জায়গা থেকে বিরাট বিক্রম দেখাতে পারবেন কীনা সেটাই এখন দেখার!

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com